পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 173 Monday, 25 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৭৩ সংখ্যা ❋ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, সোমবার, ২৫ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ফলতায় ১ লাখ ৮ হাজার ভোটে জিতল বিজেপি

দ্বিতীয় স্থানে সিপিএম, 'পুষ্পা' নেমে গেলেন চারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ মেঃ ক্ষমতায় থাকার সময়ে যে এলাকা দুর্গ হয়ে উঠেছিল, ক্ষমতা হারানোর ২০ দিনের মধ্যেই তা পরিণত হলো তাসের ঘরে! ভোটের আগেই দুর্গের প্রহরী 'পুষ্পা' মাথানত করায় কার্যত ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে গেল বিজেপি। ফলতাবাসীও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথা রাখলেন। সেই মতো তাঁর দলের প্রার্থী এক লাখেরও বেশি ভোটে জিতলেন। অন্য দিকে, বিরোধী পরিসরের শূন্যস্থান পূরণের খানিক চেষ্টা করল সিপিএম। গত বৃহস্পতিবার ফলতায় পুনর্নির্বাচনের দিন ময়দানেই ছিলেন না তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। রবিবার ভোটের ফল প্রকাশের দিনেও একই ছবি দেখা গেল। সারাদিনই অন্তরালে রইলেন পুষ্পা। ভোটের দিনে যেমন কোনও ভোটকেন্দ্রেই তৃণমূলের এজেন্ট ছিল না, ফল প্রকাশেও গণনাকেন্দ্রে দেখা গেল না তৃণমূলের কোনও এজেন্টকে। ভোটগণনা শুরু হওয়ার পর প্রথম রাউন্ড থেকেই এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস পণ্ডা। তাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, দিনের শেষে ছবিটা ঠিক কী রকম হতে চলেছে। পুনর্নির্বাচনের দু'দিন আগে জাহাঙ্গির ভোটের ময়দান ছেড়ে সরে যাওয়ার ঘোষণা করায় ফলতায় বিজেপির জয় মোটামুটি নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছিলেন অনেকে। শেষ দিনের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু এক লক্ষ ভোটে জেতার লক্ষ্যমাত্রাও বেঁধে দিয়ে এসেছিলেন। তাই নজর ছিল শুধু ব্যবধান। শেষমেশ বিজেপি প্রার্থী জিতলেন ১ লাখ ৮ হাজার ভোটে। যে ফলতায় গত লোকসভা ভোটে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটে তৃণমূল 'লিড' নিয়েছিল, সেখানে এ বার জাহাঙ্গির পেলেন সাড়ে ৭ হাজারের কিছু বেশি ভোট। পুনর্নির্বাচনে খানিক নজর কেড়েছে সিপিএম। বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী শম্ভুনাথ কুড়মি পেলেন সাড়ে ৪০ হাজার ভোট। আর কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা পেলেন ১০ হাজার ভোট। এর ফলে নির্বাচন কমিশনের নথিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপির আসন ২০৮-এ পৌঁছল। গত মাসে বিধানসভা ভোটের সময় থেকেই নানা কারণে প্রচারের আলোয় চলে এসেছিলেন জাহাঙ্গির। উত্তরপ্রদেশের পুলিশকর্তা অজয়পাল শর্মা ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পর্যবেক্ষক হয়ে আসার পর তাঁর সঙ্গে জাহাঙ্গিরের ঠান্ডা লড়াই ভোটের উত্তাপে অন্য মাত্র যোগ করেছিল। কিন্তু ভোটের দিন বেশ কিছু বুথের ইভিএমে আতর, কালি, টেপ লাগানোর মতো অনিয়মের অভিযোগে ফলতার ভোটই বাতিল হয়ে যায়। কমিশন পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করে। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরে ফলতার পুনর্নির্বাচন ঘিরে পূর্বতন শাসকদল তৃণমূলের অন্দরে আর কোনও উত্তাপই দেখা যায়নি। গত ৪ মে ভোটের ফলপ্রকাশের পরে বেশ কিছু দিনেক জন্য কার্যত অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন জাহাঙ্গির। পরে পুলিশ তাঁকে এলাকায় ফেরায়। এলাকায় ফিরে 'পুষ্পা ঝুঁকেগা নেহি' বলে হুঁশিয়ারিও দেন। কিন্তু তার কয়েক দিন পরেই তিনি জানিয়ে দেন, পুনর্নির্বাচনে তিনি নেই! ফলতার শুভেন্দুর উন্নয়ন-প্রতিশ্রুতির স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। তৃণমূল অবশ্য জানিয়ে দিয়েছিল, এই সিদ্ধান্ত স্রেফ জাহাঙ্গিরের। দলের নয়। এর মধ্যেই ফলতার নানা জায়গায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তৃণমূল জমানায় ভোট দিতে না পারার অভিযোগ তোলেন তাঁরা। স্থানীয়দের এই ক্ষোভকে কাজেও লাগিয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু সেখানে জনসভা, রোড শো করেছেন। তাতে সাধারণ জনতার উপচে পড়া ভিড়ও দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মত, পুনর্নির্বাচনের ফলাফলে তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। ভোটের প্রচারে ফলতার জন্য স্পেশ্যাল প্যাকেজের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটে তারও প্রভাব পড়েছে বলেই মনে করছেন অনেকে। পালাবদলের পরে ফলতা জুড়ে তৃণমূলের প্রচার-কর্মসূচি কার্যত স্তিমিত হয়ে পড়ায় এলাকায় সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়িয়েছিল সিপিএম-ও। গা-ঝাড়া দিয়ে সুযোগ কাজে লাগাতে দেখা গিয়েছে তাদের। সঙ্গে ছিল আইএসএফ। সিপিএম অন্দরের বক্তব্য, ফলতার ফলাফলে ক্ষমতার অদলবদল হওয়া সম্ভব নয়। তাই এই ভোটকে সাংগঠনিক প্রস্তুতি হিসাবেই দেখা হয়েছে। ভোট শতাংশ সামান্য যা বেড়েছে, তা হলো দলের জন্য ভবিষ্যতের পুঁজি।

'বাংলায় নোটার সঙ্গে লড়াই হবে তৃণমূলের'

ফলতার ফল বেরতেই ভবিষ্যদ্বাণী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মেঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার মডেল। আর সেই মডেলের অন্যতম অংশ ফলতা। সেই ফলতাতে ২ বছর আগে লোকসভা নির্বাচনে ১ লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে ছিলেন অভিষেক। রবিবার সেই ফলতাতেই পুনর্নির্বাচনে ১ লক্ষের বেশি ভোটে হারল তৃণমূল। শুধু হারা নয়, চতুর্থ স্থানে শেষ করলেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। আর ফলতার ফল বেরতেই তৃণমূলকে খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখলেন, ''আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সামনে নির্বাচনে 'নোটা'র বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে।'' গত ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে ফলতার বহু বুথে ইভিএমে সেলোটেপ দেওয়ার ঘটনা সামনে আসে। এরপরই ফলতায় পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। সেইসময় অভিষেক বলেছিলেন, ''দশ জন্মেও আমার ডায়মন্ড হারবার মডেলকে দমাতে পারবে না। দিল্লি থেকে যত শক্তিশালী, যাকে খুশি আনুন, ক্ষমতা থাকলে ফলতায় লড়ে দেখাও।'' এদিন ফলতার ফল বেরনোর পর সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দু লেখেন, ''কুখ্যাত 'ডায়মন্ড হারবার' মডেল পরিণত হল 'তৃণমূলের হার-বার' মডেলে !!!'' বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য ফলতার ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ''একটি নীতি-আদর্শহীন দল, যা মাফিয়া কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, ক্ষমতা হারাতেই তার কঙ্কালসার দশা উন্মোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার করে সরকারি ধন লুঠ, মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ তোলাবাজি, সিন্ডিকেট ও থ্রেট কালচারের মাধ্যমে কেড়ে নিয়ে এই দলের নেতারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল।'' নাম না করে নাম না করে অভিষেককে 'বাঘের ছাল পরিহিত বেড়াল' বলে উল্লেখ করে শুভেন্দু লেখেন, ''প্যারাসুটে নেমে সেনাপতি আখ্যা পাওয়া এক জালিয়াত, এমন কোনও অপরাধ নেই যা সংগঠিত করেনি। নিজের অপরাধ সিন্ডিকেটকে প্রতিষ্ঠিত করতে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতেও কোনও কসুর করেনি এই 'বাঘের ছাল পরিহিত বেড়াল'। ফলস্বরূপ, বিগত নির্বাচনকে পরিহাসে পরিণত করে এই বিধানসভা ক্ষেত্রে দেড় লাখ ভোটের লিড নিয়েছিল তৃণমূল। ১৫ বছর পরে যখন মানুষ নিজের ভোট নিজে দেওয়ার স্বাধীনতা ফিরে পেলেন, তখন আসল বাস্তব প্রকাশিত হল।'' বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূল অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে বলে বার্তা দিয়ে শুভেন্দু লেখেন, ''এ তো সবে শুরু, প্রত্যাখ্যানের দীর্ঘ যাত্রা এবার অতিক্রম করতে হবে। আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সামনে নির্বাচনে 'নোটা'-র বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে 'নোটা'-র কাছেও পরাজিত হয়েছে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গেও এই জমজমাট লড়াই প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী...।''

ভারত-আমেরিকা শুধু বন্ধু নয়, কৌশলগত অংশীদার!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ মেঃ ভারত এবং আমেরিকা শুধু বন্ধু দেশ নয়, 'কৌশলগত অংশীদার'ও। রবিবার দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে এমনই বললেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। চার দিনের ভারত সফরে এসে রবিবার সকালে জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন রুবিও। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। পরে তিনি বলেন, ''ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক শুধুমাত্র আঞ্চলিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ তৈরি করছে।'' রুবিও এদিন বলেন, ''আমেরিকা এবং ভারত শুধু মিত্র নয়। আমরা কৌশলগত অংশীদার এবং সেটাই এই সম্পর্ককে অন্যদের থেকে আলাদা করে। বিশ্বের নানা দেশের সঙ্গে আমেরিকা বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিশেষত্ব হল এই সহযোগিতা শুধু একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের বিভিন্ন

অংশে, এমনকি পশ্চিম গোলার্ধেও একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।'' তিনি জানান, আগের রাতের নৈশভোজেও এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে একাধিক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারত এবং আমেরিকার সমন্বয় আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বৈঠকে ভারত এবং আমেরিকাকে বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতন্ত্র বলেও উল্লেখ করেন মার্কিন বিদেশসচিব। তাঁর কথায়, ''এই একটি বিষয়ই দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার শক্ত ভিত তৈরি করে। আমাদের বহু সাধারণ স্বার্থ রয়েছে। সেই কারণেই এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা অত্যন্ত স্বাভাবিক।'' ভারত-আমেরিকা সম্পর্ককে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন নেই, কারণ সেনিয়ে কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি, সম্পর্ক অটুট রয়েছে। রুবিও মনে করেন, দুই দেশের এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে গভীর হয়েছে। সেই সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরল রুবিওর মন্তব্য। রাজনৈতিক মহলের মতে, ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লি এখন শুধু দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না, বরং বৈশ্বিক কৌশলগত সমীকরণেও একসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চাইছে।

বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতিটি জেলায় তৈরি হচ্ছে 'হোল্ডিং সেন্টার'!

জরুরি নির্দেশিকা দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মেঃ রাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিক এবং সাজা শেষের পর প্রত্যর্পণের অপেক্ষায় থাকা বন্দিদের রাখার জন্য প্রতিটি জেলায় 'হোল্ডিং সেন্টার' বা অস্থায়ী

আবাসন গড়ে তোলার নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর। গত ২৩ মে রাইটার্স বিল্ডিংসের ফরেনার্স ব্রাঞ্চ (সার্ক ভিসা সেকশন) থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকের কাছে এই সংক্রান্ত একটি জরুরি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। সরকারি অর্ডারে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেনার্স ডিভিশনের গত বছরের (২ মে, ২০২৫) একটি নির্দেশিকাকে ভিত্তি করেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এ দেশে অবৈধভাবে থাকার অপরাধে আটক হওয়া বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা নাগরিকদের প্রত্যর্পণ বা নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করতেই এই উদ্যোগ। মূল চিঠির সঙ্গে এই সংক্রান্ত আট পাতার একটি নির্দেশিকাও জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিবের তরফে পাঠানো এই অর্ডারে বলা হয়েছে, যেসব বিদেশি নাগরিককে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা সাজার কারণে আটক করা হয়েছে, কিংবা যেসব বিদেশি বন্দি মেয়াদ শেষের পর নিজ দেশে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের সাময়িকভাবে এই হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে রাখা হবে। জেলাশাসকদের অবিলম্বে নিজ নিজ জেলায় এই সেন্টারগুলি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির সংবেদনশীলতা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের কাছেও জরুরি পদক্ষেপের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন- ১) পশ্চিমবঙ্গের ডিআইজি ও আইজিপি। ২) সমস্ত পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারবৃন্দ। ৩) কলকাতার ফরেন রিজিয়নাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার। ৪) রাজ্যের সমস্ত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপাররা। প্রশাসনিক মহলের মতে, অনুপ্রবেশকারীদের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যর্পণ করার আগে পর্যন্ত তাঁদের পুনর্বাসন ও নজরদারির পরিকাঠামো জোরদার করতেই রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ।

কলকাতার ৬ জায়গায় শুধু অ্যাকশন বেআইনি নির্মাণ গুঁড়িয়ে দিল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মেঃ তিলজলা-বেলেঘাটা-কসবা সহ একাধিক জায়গায় চলেছে বুলডোজার। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমেই বলেছিল কোনও রকম বেআইনি নির্মাণ তারা রাখবে না। সেই মতো আগেই কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে বেআইনি নির্মাণের অংশ। রবিবারও তার অন্যথা হল। কসবায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে নিজে হাজির হলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বেলেঘাটা, কসবা, বালিগঞ্জ, উল্টোডাঙায়, বেহালায় চলছে বেআইনি নির্মাণ কাজ। বেলেঘাটার ত্রাস রাজু নস্করের বেআইনি নির্মাণ ভাঙল বুলডোজার। তিলজলায় জাভেদ খানের ছেলে ফাইয়াজ খানের বেআইনি নির্মাণ ভাঙল পুরসভা। বালিগঞ্জে ভাঙা হল সোনা পাপ্পু নির্মিত বেআইনি বহুতল। আর কসবার বোসপুকুরে বহুতল ভাঙতে যান খোদ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা। এ প্রসঙ্গে পুরসমন্ত্রী বলেন, ''সোনা পাপ্পু একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। এই রকম ছ'টা বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হবে। রাজু নস্কর ও সোনা পাপ্পুর তৈরি করা নির্মাণ ভাঙা হবে। এছাড়া বিধায়ক জাভেদ খান ও তাঁর ছেলে সেখানকার দুটো নির্মাণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো ভাঙা হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''এই সব বাড়ি যাঁরা বানিয়েছেন তাঁদের উপর অ্যাকশন নেওয়া হবে। যাঁরা বানিয়েছেন, যাঁরা টাকা ঢেলেছেন তাঁদের উপরও পদক্ষেপ করা হবে। এটা অবাক ব্যাপার আগের সরকার ১৫ বছর তাঁরা এই বিষয় দেখেনি? এদেরও শাস্তি হবে।'' এ দিন, বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে দিকে-দিকে নিয়ে আসা হয় বুলডোজার। মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিশাল সংখ্যক পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 'ঘরে' ফিরলেন শুভেন্দু

নন্দীগ্রামের মানুষকে বললেন, 'আসন ছাড়লেও পাশেই আছি'

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৪ মেঃ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার পর রবিবার নিজের 'ঘর' তথা রাজনৈতিক উত্থানের ধাত্রীভূমি নন্দীগ্রামে পা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নন্দীগ্রামের মাটিতে এটিই ছিল তাঁর প্রথম জনসভা। ফলে এই সভাকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল ও তাৎপর্য ছিল তুঙ্গে। এ বারের হাইভোল্টেজ নির্বাচনে নিজের পুরনো কেন্দ্র নন্দীগ্রামের পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্ত গড় হিসেবে পরিচিত কলকাতার ভবানীপুর আসন থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন শুভেন্দু। দুই কেন্দ্রেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন তিনি। তবে সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী, কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি একসঙ্গে দু'টি আসনের বিধায়ক পদ ধরে রাখতে পারেন না। সেই আইনি বাধ্যবাধকতা মেনেই শেষ পর্যন্ত নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। প্রিয় 'ঘরের ছেলে' বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ায় স্বভাবতই কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন নন্দীগ্রামের

বাসিন্দারা। শুভেন্দু সরাসরি বিধায়ক না থাকলে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের গতি সচল থাকবে কি না- এই নিয়ে আমজনতার মনে তৈরি হওয়া সংশয় ও উদ্বেগের অবসান ঘটালেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার নন্দীগ্রামের জমজমাট জনসভা থেকে সুকৌশলে এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''আমি সংবিধানের নিয়ম মেনে একটা আসন রেখে আরেকটি ছেড়েছি। কিন্তু এই নিয়ে আপনারা বিন্দুমাত্র বিচলিত বা চিন্তিত হবেন না। আপনাদের শুভেন্দু আপনাদের কাছেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ২০০৩ সাল থেকে যেভাবে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামে আমাকে আপনারা পাশে পেয়েছেন, আজও ঠিক সেভাবেই পাবেন।'' ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে জোড়া আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইতিহাস তৈরি করেছেন শুভেন্দু। একদিকে নিজের পুরনো কেন্দ্র নন্দীগ্রামে ৯ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়, অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের ঘরে ভবানীপুরে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাস্ত করা- এই জোড়া সাফল্য এখন এ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম বড় 'ক্যারিশমা'। বিশেষ করে হাইভোল্টেজ ভবানীপুরে তৃণমূল নেত্রীকে হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসা নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক গরিমা। কিন্তু সেই বিপুল সাফল্যের আলোতেও কি আলগা হতে পারে নন্দীগ্রামের মাটির টান? রবিবারের সভা থেকে শুভেন্দু বুঝিয়ে দিলেন, 'ঘর' তিনি কোনও দিনই ভুলবেন না।

'২২০ থেকে ২৩০টা আসন পাওয়ার কথা ছিল', ২০ দিন পর ফেসবুক লাইভে মুখ খুললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মেঃ ফলতায় ধরাশায়ী তৃণমূল। ফের আসন বাড়ল বিজেপির। ২০৭ থেকে পদ্ম বাহিনীর বিধায়ক সংখ্যা হল ২০৮। ফলতায় হারের দিনই ফেসবুক লাইভে এসে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে আক্রমণ শানালেন নির্বাচন কমিশনকে। তাঁর সাফ কথা, নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। ফলাফল প্রকাশের পর তৃণমূল নেত্রী দাবি করেছিলেন যে, তাঁর দল ভোটে মানুষের রায়ে হারেনি। এখনও সেই অবস্থানে অনড় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ২২০ থেকে ২৩০টা আসন পাওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের, কিন্তু পাশা উল্টে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা ভোটে অভাবনীয় সাফল্য পেরেয়েছে বিজেপি। রবিবার ফলতায় জিতেছে গেরুয়া প্রার্থী। এ দিনই ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''আমার এজেন্টকে বের করে দেওয়া হয়েছে। জেতার জায়গায় হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাশাটা উল্টে দেওয়া হয়েছে অন্তত ১৫০ সিটে। আমরা ২২০ থেকে ২৩০টা আসন পেতাম। মানুষের কোনও দোষ নেই। এইভাবে কোনও রাজ্য চলতে পারে না। অনেকে ভয় পাচ্ছেন। কেউ ভাবছেন আমার চাকরিটা কী হবে, কেউ ভাবছেন আমার ব্যবসাটা কী হবে!'' তাঁর দাবি, ''ইভিএমের মেশিনের রিপোর্ট চাই আমাদের। উপরওয়ালা দেখছে। আপনি বাংলাকে লুঠ করেছেন। আপনার দিল্লি চলে যাবে।'' নির্দিষ্ট শব্দমাত্রায় ধর্মীয় স্থান থেকে মাইক বাজানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার নমাজ হবে ব্রিগেডে। শুভেন্দু সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিন মমতা বলেন, ''আপনারা আজান চান না। শব্দের মাত্রা বেঁধে দিন। সবার জন্য একই নিয়ম করুন।

কারও অধিকার আপনি কাড়তে পারেন না।'' ভোট পরবর্তী অস্থিরতা, বিভিন্ন স্টেশন থেকে বেআইনি হকার উচ্ছেদ নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সরব। তিনি বলেন, ''আপনারা ভোট লুঠ করেছেন। আমাদের দু থেকে আড়াই হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করেছেন, হকারদের জীবন-জীবিকা কেড়ে নিয়েছেন। পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছেন।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ''আইন সবার জন্য এক। আপনারা সত্যি জিতলে অত্যাচার করতেন না।'' পুরোহিত ও ইমামভাতা বন্ধ করেছে নয়া সরকার। মমতা সরকারের চালু করা এই ভাতা নিয়েও তোপ দেগেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ''পুরোহিত, ইমামদের সম্মানিত করার জন্য ভাতা দেওয়া হত। ওই পরিমাণ টাকায় কিছুই হয় না। কিন্তু, নির্দিষ্টধর্মের মানুষদের সচেতন করতেই ওই টাকা দেওয়া হত।'' ফেসবুক লাইভের শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ বলে দেন, ''আমার অস্ত্র আমার ফেসবুক। আমি এখন কোনও মিডিয়ায় কথা বলব না। আগামিদিনে কিছু বলার থাকলে আগাম জানিয়ে ফেসবুক লাইভেই বলব।'' দীর্ঘ বিতর্কের মধ্যেই যুবভারতী স্টেডিয়ামের সামনে থাকা 'বিদঘূটে' মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা এবং নকশায় ওই মূর্তি তৈরি করা হয়। যদিও সরকার বদল হতেই বিতর্কিত মূর্তি সরানোর ইঙ্গিত মিলেছিল। তার মধ্যেই শুক্রবার সেটি ভেঙে ফেলা হয়। এবার এই ইস্যুতে মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, এহেন সিদ্ধান্তে তিনি যে মর্মাহত তাও এদিন উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমার খুব খারাপ লেগেছে, একজন আর্টিস্টকে দিয়ে করেছিলাম। লোগোটা আমি এঁকেছিলাম। কিন্তু নিজেদের স্ট্যাচু বসাবেন বলে সেটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন?'' প্রশ্ন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। মমতা আরও বলেন, ''ছোট ছোট ভাই-বোনেরা, স্পোর্টস লাভাররা সেখানে গিয়ে সেলফি তুলতেন। ফিফা আন্ডার ১৭ খেলা করিয়েছিল, সেই সময় ওই মুর্তির প্রশংসা করে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তা ভেঙে গড়িয়ে দেওয়া হল।''

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ ঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। কাজী নজরুল ইসলামকে এদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য, কাজী নজরুল ইসলাম হলেন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী 'বিদ্রোহী কবি' এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি। রবিবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে তাঁর প্রতি গুণমুগ্ধরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।

শুভেন্দু সরকারকে কৃতজ্ঞতা শান্তনুর, স্বাস্থ্যে উন্নয়নের জন্য জানালেন ধন্যবাদও

কলকাতা, ২৪ মে ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জল্পনা উস্কে দিলেন শান্তনু সেন। একইসঙ্গে দলের অস্বস্তিও বাড়ালেন। শনিবার রাতে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। শান্তনু তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। আর জি কর আন্দোলনের সময়ে দল-বিরোধী মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। পরে তাঁকে সাসপেন্ডও করা হয়েছিল। তবে ফের তৃণমূলের সঙ্গে শান্তনুর দূরত্ব কমে যায়।শান্তনু লিখেছেন, ' চিকিৎসা আন্দোলনের দীর্ঘ দিনের সৈনিক হিসাবে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি ও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল স্টেট ব্রাঞ্চের বর্তমান রাজ্য সম্পাদক হিসাবে বাংলার নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার ও তার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একাধিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।''

অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ' হোল্ডিং সেন্টার' বানানোর নির্দেশিকা জারি নবান্নের

কলকাতা, ২৪ মে ঃ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি অথবা রোহিঙ্গা সন্দেহে ধৃতদের রাখার জন্য জেলায় জেলায় ' হোল্ডিং সেন্টার' তৈরির নির্দেশ দিল নবান্ন। ওই সমস্ত ' হোল্ডিংসেন্টার'-এ সন্দেহ ভাজনদের আটক করে ৩০ দিন রাখা যাবে। অনুপ্রবেশকারী সংঃদহে ধৃতেরা তো বটেই, যাঁরা এর আগে ধরা পড়েছিলেন এবং বন্দি ছিলেন, যাঁদের দেশের বাইরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে, তাঁদেরও সেখানে রাখা যাবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। রবিবার নবান্নের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গাদের যারা এ রাজ্যে বেআইনি ভাবে বসবাস করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, তাঁদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। জেলাগুলিতে তার জন্য হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হবে। নবান্ন থেকে এই মর্মে নির্দেশিকা গিয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি, প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের কাছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিজেপি ক্ষমতায় আসায় শিল্পায়নে আশার আলো বাংলায়

ডঃ মায়াঙ্ক চতুর্বেদী,কলকাতা, ২৪ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর রাজ্য রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পতন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের নীতিপঙ্গুত্ব, থমকে থাকা প্রকল্প এবং রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে বিনিয়োগকারীদের মনে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তা কাটছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।রাজ্যের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে ইতিমধ্যেই বড় পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নীতি আয়োগ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করেছে।তাজপুর বন্দরপূর্ব ভারতের নতুন অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিরাজ্যের এই রূপান্তরের সবচেয়ে বড় প্রতীক হয়ে উঠতে চলেছে ২৫ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্প তাজপুর বন্দর। বিগত সরকারের আমলে বছরের পর বছর ধরে এটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর লাল ফিতের ফাঁসে আটকে ছিল। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন সরকার আসার পর সেই তাজপুর বন্দর প্রকল্পটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।ভবিষ্যতে এই বন্দরটি সমগ্র পূর্ব ভারতের অর্থনীতির ভোল বদলে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাজপুর বন্দর চালু হলে বিশালাকৃতির আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী জাহাজগুলি সরাসরি বাংলার উপকূলে নোঙর করবি। এর ফলে বাণিজ্যের খরচ এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সংযোগও বাড়বে।লজিস্টিকস ও সংযোগ ব্যবস্থায় বিশেষ নজরতাজপুর বঃ দরের পাশাপাশি নতুন সরকার রাজ্যের সড়ক, রেল এবং সামগ্রিক লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক মজবুত করার ওপর জোর দিচ্ছে। এই বহুমাত্রিক সংযোগ ব্যবস্থা সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তা কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ওপর অতিরিক্ত চাপ কমাবে। ফলে, পণ্য পরিবহন অনেক সহজ হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব ভারতের বৃহত্তম লজিস্টিকস কেন্দ্রে পরিণত হবে।নীতি আয়োগের নেতৃত্বে নতুন শিল্প রূপরেখা।রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের রূপরেখা তৈরির মূল দায়িত্ব মোদী সরকার

অর্পণ করেছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ অশোক লাহিড়ির ওপর। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি জানান, বাংলার জন্য একটি ব্যাপক মাত্রায় ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে শিল্প পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, মজবুত সরবরাহ ব্যবস্থা, আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ, নদীভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কলকাতাকে পুনর্প্রতিষ্ঠা করার কৌশল নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, একসময় দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে গণ্য হতো বাংলা। কিন্তু আজ শিল্পোপাদনের ক্ষেত্রে বাংলা তার পূর্বের অবস্থান থেকে উল্লেখ যোগ্যভাবে পিছিয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের লক্ষ্য হলো একে তার পূর্বের মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।'ডবল ইঞ্জিন' মডেল ও কর্ণাটক-গুজরাট থেকে শিক্ষা।ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিযা-র আইটি প্রোডাক্টস কমিটির চেয়ারম্যান মিতেশ লোকওয়ানি এই কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দল (বিজেপি) ক্ষমতায় থাকা নীতিগত সামঞ্জস্য অনেক বাড়বে। এর ফলে থমকে থাকা পরিকাঠামো প্রকল্পগুলোয় দ্রুত গতির সঞ্চার করবে।তিনি শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের পরামর্শ দিয়ে 'কর্ণাটক মডেল' এবং 'গুজরাট মডেল' অনুসরণের আহ্বান জানান।'কর্ণাটক মডেল' থেকে শেখার পরামর্শ।মিতেশ লোকওয়ানি পরামর্শ দেন, কর্নাটক সরকার তার শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রকে উসাহিত করার জন্য একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। এই উদ্যোগটি অ্যারোস্পেস ও প্রতিরক্ষা (মহাকাশ প্রযুক্তি এবং ড্রোন সহ), ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর, রোবোটিক্স, অটোমোবাইল ও বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি), কারিগরি ও কৃত্রিম তন্তু (এমএমএফ)-ভিত্তিক বস্ত্র শিল্প এবং ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি, জুতা এবং খেলনা সহ)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল হয়েছে। আজ বাংলাযও একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।গুজরাটের শিল্প নীতি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণমিতেশ লোকওয়ানি আরও উল্লেখ করেন, যে কাঠামোর জোরে গুজরাট আজ দেশের একটি প্রধান শিল্প কেন্দ্র এবং অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, গুজরাটের সেই শিল্পনীতি থেকেও অনেক কিছু শেখা যেতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট নীতিই বিনিয়োগকারীদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বিনিয়োগকারীরা আশা করেন, প্রকল্পগুলো মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত হবে না এবং দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে নীতি স্থিতিশীল থাকবে।বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা হিন্দুস্থান সমাচার-এর কলকাতার ব্যুরো চিফ সন্তোষ মধুপ এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পেশ করেছেন। তাঁর মতে, রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকে রাজ্যবাসীর মধ্যেও ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি আশা জেগেছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এইসব প্রত্যাশা পূরণ করাই হবে শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। তবে, বিগত চার-পাঁচ দশকে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর আমলে রাজ্য শোচনীয় জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। তা থেকে রাজ্যকে উদ্ধার করতে ধারাবাহিকভাবে ও পদ্ধতিগত উপায়ে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এইসব ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক সংস্কারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, তিনি কর্মসংস্কৃতির কথাও উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, ইতিবাচক বিষয় হলো, নতুন সরকার এই চ্যালেঞ্জগুলো সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং তা উপলব্ধিও করছে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পরপরই শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসন যেভাবে একের পর এক বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে সরকারের দৃঢ় সংকল্প রয়েছে এবং বাংলার মানুষের মঙ্গলের জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে তারা দ্বিধা করে না। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা নতুন সরকার এবং এর নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অবশ্যই ভবিষ্যতে এই 'সাহসী ভাবমূর্তি' বজায় রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, সবকিছু সঠিক পথে এগোলে আগামী বছরগুলিতে বাংলা আবারও ভারতের শিল্প মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, যা উন্নয়নের নতুন পথ খুলে দেবে এবং বিনিয়োগের এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে।ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের প্রভাবএকটা সময় ছিল যখন কলকাতা দেশের শিল্পের ভরকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বাম আমলে ট্রেড ইউনিয়নের বাড়বাড়ন্ত এবং প্রায়শই ধর্মঘট শিল্পক্ষেত্রকে দুর্বল করে দেয়। পরবর্তীতে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মতো আন্দোলন বিনিয়োগকারীদের আস্থা তলানিতে নিয়ে যায়। টাটা মোটরসের ন্যানো প্রকল্প রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া তারই একটা উদাহরণ। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং পুণের মতো শহরগুলি যখন আধুনিক পরিকাঠামো এবং গতিশীল স্টার্টআপ সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন বাংলা নীতিগত জটিলতার মধ্যে আটকে থেকে পিছিয়ে পড়ছিল। ফলে, রাজ্য থেকে পুঁজি এবং প্রতিভা উভয়ই হাতছাড়া হয়।রাজ্যের নতুন সরকার যেভাবে শুরুতেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সবকিছু ঠিকঠাক চললে, দীর্ঘ খরা কাটিয়ে বাংলা আবারও ভারতের শিল্প মানচিত্রে তার পুরনো গৌরবময় স্থান ফিরে পাবে, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কেজরিওয়াল-ভগবন্ত মানের ভোঁডসি জেলে বন্দি মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরার সঙ্গে সাক্ষাৎ

গুরুগ্রাম(সংবাদ সংস্থা), ২৪ মেঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান গত শনিবার গুরুগ্রামের ভোঁডসি জেলে গিয়ে পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরা-র সঙ্গে সাক্ষা করেন। জেল প্রশাসনের পূর্বানুমতি নিয়ে দু'জনেই জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এদিন জেল চত্বর ও আশপাশে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।উল্লেখ্য, গত ৯ মে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ভুযো জিএসটি কেলেঙ্কারি ও আর্থিক তছরুপ মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সঞ্জীব অরোরাকে গ্রেফতার করে। চণ্ডীগড়, দিল্লি ও গুরুগ্রামে তাঁর পাঁচটি ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি চালানো হয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।পরবর্তীতে গুরুগ্রামের বিশেষ আদালত তাঁকে প্রথমে সাত দিনের ইডি হেফাজতে পাঠায়। পরে আরও দু'দিনের অতিরিক্ত রিমান্ড মঞ্জুর হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে আদালত তাঁকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠায়। তারপর থেকেই তিনি ভোঁডসি জেলে বন্দি রয়েছেন।জেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কেজরিওয়াল ও ভগবন্ত মানের এই সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ জেল ম্যানুয়াল মেনেই হয়েছে। সাক্ষাতের সময় জেল প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী বিশেষ সতর্ক ছিল।

এক লক্ষ ৯ হাজারেরও বেশি ভোটে ফলতায় জয়ী বিজেপি, দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো সিপিএম

ফলতা, ২৪ মে ঃএক লক্ষ ৯ হাজারেরও বেশি ভোটে ফলতায় জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। ২২ রাউন্ড গণনার শেষে ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা ১ লক্ষ ৯ হাজার ২১ ভোটে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শম্ভুনাথ কুড়মিকে পরাজিত করেছেন। বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৬৬টি ভোট। সিপিএম প্রার্থী পেয়েছেন ৪০ হাজার ৬৪৫টি ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা পেয়েছেন ১০ হাজার ৮৪টি ভোট।২২ রাউন্ড গণনার শেষে মাত্র ৭৭৮৩টি ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে রইলেন জাহাঙ্গির খান। নির্বাচনের আগে, প্রচারের শেষ দিনেই অবশ্য ভোটের লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন জাহাঙ্গির।এছাড়াও, দুই নির্দল প্রার্থী চন্দ্রকান্ত রায় ও দীপ হাটি যথাক্রমে পেয়েছেন ৯৮৩ ও ২৪৭টি ভোট। আর নোটায় ভোট পড়েছে ৭৮৪টি।

কেইনের হ্যাটট্রিকে ৬ বছর পর জার্মান কাপ বায়ার্নের

মউনিখ, ২৪ মেঃডিএফবি পোকালের ফাইনালে স্টুটগার্টের বিপক্ষে ইংলিশ ফরোয়ার্ড কেইনের দুর্দান্ত হ্যাট্রিককে জয় পেল বায়ার্ন মিউনিখ। ওলিম্পিয়াস্টাডিয়নে এই জয়ের ফলে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল মরসুম শেষ করল একটি ঘরোয়া ডাবল ট্রফি জয়ের মাধ্যমে, যা জার্মান ফুটবলে ব্যাভেরিয়ান জায়ান্টদের একক আধিপত্যের আরও একটি দৃষ্টান্ত। ফাইনালে টানটান উত্তেজনা থাকলেও ইংল্যান্ড অধিনায়কের নিখুঁত ফিনিশিংই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। এই জয়ে বায়ার্ন তাদের ২১তম কাপ শিরোপা জিতল।শনিবার (২৩ মে) ডিএফবি পোকাল ফাইনালে হ্যারি কেনের হ্যাটট্রিকে স্টুটগার্টকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ।গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন হ্যারি কেইন। দারুণ ছন্দে থাকা ইংলিশ স্ট্রাইকার দ্বিতীয়ার্ধে করলেন হ্যাটট্রিক। তার নৈপুণ্যে ছয় বছরের মধ্যে প্রথমবার ঘরোয়া ডাবল জিতল বায়ার্ন মিউনিখ।চারবার শিরোপা জেতা স্টুটগার্ট ফাইনালে হারল টানা দ্বিতীয়বার, সব মিলিয়ে চারবার হলো রানার্সআপ।

মোদী সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কর্মসূচির রূপরেখা ঠিক করতে মহিলা মোর্চার বৈঠক

আগরতলা, ২৪ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের টানা ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চা। সেই কর্মসূচির রূপরেখা নির্ধারণ এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে রবিবার রাজধানী আগরতলায় বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে মহিলা মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপি প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার সহ প্রদেশ ও জেলা স্তরের একাধিক নেত্রী এবং পদাধিকারীরা। এদিনের বৈঠকে মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদিকা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকের সূচনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রদেশ বিজেপি

সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। পাশাপাশি ভারত মাতা, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।আগামী মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয় মেয়াদের সরকার তথা ' মোদী ৩.০' সরকারের দুই বছর পূর্ণ হতে চলেছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের একটানা ১২ বছরের শাসনকালও পূর্ণ হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে নারীদের কল্যাণে গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বৈঠকে আলোচনা হয়।বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ভট্টাচার্য জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। উজ্জ্বলা যোজনা, জনধন অ্যাকাউন্ট, আবাস যোজনা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নয়ন সহ একাধিক প্রকল্পের সুফল দেশের কোটি কোটি মহিলা পেয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির বাস্তব চিত্র এবং সাফল্যের কথা রাজ্যের প্রতিটি মহিলার কাছে পৌঁছে দিতে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।তিনি আরও জানান, আগামী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলা সমাবেশ, সচেতনতা অভিযান, ঘরে ঘরে প্রচার কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক বৈঠকের আযোজন করা হবে। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড মানুষের সামনে তুলে ধরাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।এদিনের বৈঠকে মহিলা মোর্চার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, বুথস্তরের কার্যক্রম জোরদার করা এবং আগামী রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলিকে সামনে রেখে দলীয় সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয। সূত্রের খবর, আগামী দিনে বিজেপি-র অন্যান্য মোর্চাগুলিকেও নিয়ে একই ধরনের সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

' ককরোচ জনতা পার্টি'কে কটাক্ষ সিন্ধিয়ার, বললেন-ট্রেন্ড নয়, মানুষের মধ্যে কাজ করেই চলে রাজনীতি

শিবপুরী(সংবাদ সংস্থা), ২৪মেঃ'ককরোচ জনতা পার্টি' ইস্যুতে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি বলেন, রাজনীতি সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডে নয়, মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করার মাধ্যমেই এগিয়ে চলে।শনিবার মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে বিজেপির ' পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাভিযান'-এ যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে 'ককরোচ জনতা পার্টি' সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনায় এসেছে ঠিকই, কিন্তু বিজেপির মূল লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন ও মানুষের সেবা। তাঁর দাবি, দেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রী -র পাশে রয়েছে এবং ' বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে।তিনি আরও বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিনই নতুন নতুন বিষয় ভাইরাল হয়। কিন্তু বাস্তব রাজনীতি মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, দলের প্রতিটি কর্মী দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন এবং শেষ সারির মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই দলের প্রধান লক্ষ্য।এদিন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ' অন্ত্যোদয়'ভাবনা, সংগঠনের আদর্শ এবং ' বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর রূপরেখা নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শেখার প্রক্রিয়া কখনও থেমে থাকা উচিত নয় এবং জনসেবার ক্ষেত্রে কর্মীদের আত্মনিবেদনই বিজেপির শক্তি।অন্যদিকে, বিজেপির মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি -ও ' ককরোচ জনতা পার্টি' প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেন। তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিযার ট্রেন্ড বা ফলোযারের সংখ্যা দিয়ে রাজনীতি চলে না। কোনও বিষয় কিছুদিনের জন্য ভাইরাল হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে গেলে মানুষের মধ্যে কাজ করতেই হয়।খণ্ডেলওয়াল বলেন, বিজেপি, কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল বহু বছর ধরে নিজেদের আদর্শ ও সংগঠনের জোরে মানুষের মধ্যে কাজ করে এসেছে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় কোনও নতুন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের তুলনা করা ঠিক নয়। তবে ' ককরোচ জনতা পার্টি'-র এক্স হ্যান্ডল বন্ধ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

বিশ্বের কল্যাণের জন্য ভারত ও আমেরিকা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ মেঃমার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও গত শনিবার নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিরক্ষা, কৌশলগত প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জ্বালানি নিরাপত্তা, সংযোগ, শিক্ষা এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন রুবিও। বিদেশ সচিব রুবিও পশ্চিম এশিযার পরিস্থিতি-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।প্রধানমন্ত্রী শান্তি প্রচেষ্টায় ভারতের ধারাবাহিক সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান পুনরায় জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন রুবিওকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তাঁর শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, তিনি তাঁদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা করছেন। বৈঠক চলাকালীন বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালও উপস্থিত ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে জানান, মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত। আমরা ভারত-মার্কিন ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বে ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। বিশ্ব কল্যাণের জন্য ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে আমরা বাঙালী দলের বিক্ষোভ, গণআন্দোলনের ডাক

আগরতলা, ২৪ মেঃ পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রবিবার রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল আমরা বাঙালী দল। দলের রাজ্য কার্যালযের সামনে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থকরা।বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নেশা কারবার বন্ধে কঠোর প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমরা বাঙালী দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কারণেই সাধারণ মানুষ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং সমাজে নেশার বিস্তার মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, যতদিন পর্যন্ত বর্তমান রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন না হবে, ততদিন এই সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে এবং এরই প্রেক্ষাপটে দেশজুড়ে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় এই আন্দোলনে সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হলেও পরিস্থিতি ছিল নিয়ন্ত্রণে। কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয় বলে জানা গেছে।

রাশিফল

মেষঃএই সপ্তাহটি মেষ রাশির লোকেদের জন্য একটি সতর্ক অথচ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে।
বৃষঃবৃষ রাশির লোকেদের জন্য ভালো ফল নিয়ে আসতে পারে এবং জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থিতিশীল প্রগতি পরিলক্ষিত হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মিথুনঃ আজকের দিনটা মিথুন রাশির জন্য খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক। আজ আপনার ক্রিয়েটিভিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে, যার জন্য আপনি আপনার ভাবনা আর অনুভূতি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। শুভদিন হবেআজ
কর্কট রাশি ঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানগুলো আরও ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
কন্যাঃ কন্যা রাশির জন্য আজকের দিনটা আত্মবিশ্লেষণ আর উন্নতির জন্য উপযুক্ত। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হবে। সন্তান হতে পারে আজ
তুলাঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসারে শান্তি
বৃশ্চিকঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন-যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। শুভদিন
ধনুঃ ধনুদের জন্য আজকের দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আজকে কিছু মানসিক চাপ আর বিভ্রান্তি আসতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে।
মকরঃ মকর রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের হতে পারে এবং এতে মিশ্র ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে হজম সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে তাই একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
কুম্ভঃআজ কুম্ভ জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আজ একটু টেনশনে থাকবেন। আপনি অনুভব করতে পারেন, আপনার সম্পর্কগুলোতে কিছু সমস্যা আছে। এই সময়টা একটু চিন্তার হতে পারে, বিশেষ করে পার্সোনাল সম্পর্কগুলোতে।
মীনঃলোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। আপনাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ শারীরিক অস্বস্তি বা ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা থেকে খানিক দুশ্চিন্তার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিকভাবে, সতর্ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক-অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করুন, কারণ ভবিষ্যতে তা আর্থিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হবে

আবহাওয়া

ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও, রোদের তেজে নাজেহাল অবস্থা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঘর্মাক্ত গরমে বাড়ছে অস্বস্তি। একইসঙ্গে বাড়ছে তাপমাত্রাও। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর প্রভাবে গরম কমছে না। আপাতত আগামী সাত দিন দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার তেমন কোনও হেরফের হবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু শনিবার দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগরের বিস্তীর্ণ অংশ, সমগ্র নিকোবর দ্বীপ এবং আন্দামান দ্বীপের কিছু অংশে প্রবেশ করেছে। তা মূল ভূখণ্ডের দিকে এগোচ্ছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা ঢুকতে এখনও দেরি আছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫ টা ০৮মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি, গ্রেফতার খোদ পুলিশকর্মী !

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ২৪ মে ঃ রাজ্য সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি, হাওড়ার সাঁকরাইল থানার হাতে গ্রেফতার খোদ পুলিশকর্মী ! রাজ্যে পালাবদলের পর সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। এবার হাওড়ার সাঁকরাইল থানার হাতে গ্রেফতার এক পুলিশকর্মী! পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শাহিন মোল্লা ওরফে সানি। তিনি বর্তমানে শিবপুর পুলিশ লাইনে হোমগার্ডে কর্মরত ছিলেন। ধৃতের বাড়ি সাঁকরাইলের রঘুদেববাটি চক শ্রীকৃষ্ণ এলাকায়। জানা গেছে, প্রথমে তিনি সাঁকরাইলের মানিকপুর ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। পরে তাঁকে শিবপুর পুলিশ লাইনে হোমগার্ডে পাঠানো হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। ওই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির মতো অভিযোগও উঠেছিল। রাজ্যে পালাবদলের পরই দুর্নীতি ইস্যুতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার একটি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সাঁকরাইল থানা পুলিশকর্মী শাহিন মোল্লার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে প্রথমে তাকে আটক এবং পরে গ্রেফতার করে। ধৃতকে রবিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়।

হাতির মেজাজ বুঝুন, বিপদ এড়ান' তথ্যচিত্র দেখিয়ে সচেতনতায় জোর বনদফতরের

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৪ মে ঃ জঙ্গলমহলে হাতির হানায় মৃত্যু ও জখমের ঘটনা অব্যাহত। গত কয়েক দিনের মধ্যেই হাতির আক্রমণে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ ও হাতির সংঘাত কমাতে এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে রবিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের বৃন্দাবনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করল বনদফতর। কাকতালীয় ভাবে, ওই দিনই ভোরে শালপাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির হানায় গুরুতর জখম হন ঝাড়গ্রাম শহরের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকার বাসিন্দা অজয় দোলই। বর্তমানে তিনি ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রবিবারের শিবিরে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে হাতির স্বাভাবিক আচরণ, মানুষের কারণে তাদের উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণ এবং তার পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। প্রায় দশ মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখানো হয়, হাতির দল নিজেদের মতো থাকলে সাধারণত শান্ত থাকে। কিন্তু তাদের ঘিরে চিৎকার করা, তাড়া করা, আলো ফেলা বা বিভিন্ন ভাবে উত্যক্ত করা হলে আচমকাই তারা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বেড়ে যায়। ভিডিওতে হাতির বিভিন্ন 'মুড' এবং আচরণের পরিবর্তনের দৃশ্য তুলে ধরা হয়। বনকর্মীরা উপস্থিত গ্রামবাসীদের বোঝান, হাতিকে তার স্বাভাবিক পরিবেশে থাকতে দিতে হবে। হাতি দেখলেই ভিড় করা, ছবি তোলার জন্য কাছে যাওয়া বা তাড়ানোর চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। সচেতনতার মাধ্যমেই মানুষ ও হাতির সংঘাত অনেকাংশে কমানো সম্ভব বলেও জানানো হয়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দিনে হাতি চলাচলকারী এলাকাগুলির ৫০টিরও বেশি গ্রামে এই ধরনের সচেতনতামূলক শিবির আয়োজন করা হবে। বিশেষ করে যেসব গ্রামে নিয়মিত হাতির আনাগোনা রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) এস কুলান্দাইভেল, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লদীকান্ত সাউ এবং ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক উমর ইমাম। উপস্থিত ছিলেন গুড়িপুকুর, বৃন্দাবনপুর ও কাজলা গ্রামের বাসিন্দারা এবং স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও। মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) এস কুলান্দাইভেল বলেন, 'হাতি এখানে নতুন নয়। গত ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে এই এলাকায় তাদের বিচরণ রয়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি বড় ঘটনা ঘটেছে। আমরা চাই না কোনও মানুষের ক্ষতি হোক। তাই হাতিকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কিন্তু হাতিকে উত্যক্ত করার অধিকার কারও নেই।' তিনি আরও বলেন, 'দলমায় পাঠানোর পরেও হাতির দল এক মাসের মধ্যেই ফিরে আসছে। প্রশাসনের একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।' ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লদীকান্ত সাউ বলেন, 'জঙ্গলকে বাঁচাতে হবে। হাতিও আমাদের জাতীয় সম্পদ। তাই মানুষ ও হাতি, উভয়ের নিরাপত্তার জন্য সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। হাতি দেখলে চিৎকার না করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।'

দল গোছাচ্ছেন মমতা ! দমদমের দায়িত্বে মদন, সার্থককে সরিয়ে দক্ষিণে যুব সংগঠনের রাশ এবার শ্রীদীপের হাতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনে চারপাশের গেরুয়া ঝড়ের মাঝেও নিজের দুর্গ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কামারহাটি বিধানসভা আসনে ঘাসফুল ফুটিয়ে দলের প্রতি নিজের আনুগত্য এবং জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছিলেন আগেই। এবার সেই 'কালারফুল' পারফরম্যান্সেরই বড় পুরস্কার পেলেন মদন মিত্র। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দমদম লোকসভা সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হল তাঁর নাম। রবিবার, ২৪শে মে ২০২৬-এ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নতুন নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দলের চেয়ারপার্সন তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশেই মদন মিত্রকে এই গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। কামারহাটির বিধায়ককে দমদম লোকসভা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদের দায়িত্ব দিয়ে দল তাঁর ওপর ফের একবার আস্থা প্রকাশ করল বলেই মনে করছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, দমদম এবং ব্যারাকপুরের সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। কিছুদিন আগেই, সাহিত্য ও নাটকের প্রতি আগ্রহী বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য কলকাতার মঞ্চে উপস্থিত হন তাঁর প্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন অবলম্বনে তৈরি নাটক 'আ-শক্তি' দেখতে। আর সেই নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। নাটক শেষে গ্রিনরুমে গিয়ে অভিনেতাদের অভিনন্দনও জানান শমীক ভট্টাচার্য। অভিনেতা পার্থের অভিনয়ের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'পার্থ যখন নেতা হয়নি, তখন থেকেই ওর অভিনয় আমি দেখেছি। নেতা পার্থ আমার কাছে নতুন, অভিনেতা নয়।' অন্যদিকে, রদবদল হয়েছে যুব সংগঠনেও। অন্য একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি করা হয়েছে শ্রীদীপ দাসকে। এই পদে আগে ছিলেন সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে সার্থক বলেন যে, তএ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। দল মনে করেছে তাই সরিয়েছে। এর বেশি কিছু জানিনা।দ রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামিদিনে লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের একবার ধিরে ধিরে দলকে গুছিয়ে নিচ্ছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই রদবদল করা হয়েছে। দমদম ও দক্ষিণ কলকাতায় দলের সংগঠনকে আরও মজবুত করতেই এই এই বদল করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কামারহাটির জয়ের পর থেকেই মদন মিত্রের সাংগঠনিক গুরুত্ব বাড়ার জল্পনা চলছিল, যা আজ সিলমোহর পেল। নতুন এই গুরুদায়িত্ব পাওয়ার পর কামারহাটির বিধায়ক আগামী দিনে দমদম সাংগঠনিক জেলায় দলের রাশ কীভাবে শক্ত করেন, এখন সেটাই দেখার।

থাকবে না জলের বোতল, টিফিনও বারণ ? স্কুল ব্যাগে এবার থেকে কী কী আনতে হবে পড়ুয়াদের ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ 'স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী। আমরা কি আর বইতে পারি'খআর ভারী ব্যাগ বইতে হবে না। ব্যাগের ওজন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। আনা হয়েছে স্কুল ব্যাগ পলিসি ২০২০। সম্প্রতি, সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, শরীরের মোট ওজনের ১০ শতাংশ হতে হবে ব্যাগের ওজন। ব্যাগের ঠিক কত ওজন হবে, নির্দেশিকায় বিস্তারিত জানানো হয়েছে। ক্লাস অনুযায়ী ব্যাগের ওজন নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, ব্যাগের ওজন কমানোর নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে। মূলত, অভিভাবকদের মনে এই সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্ন উঠছে। ব্যাগের ওজন কীভাবে পরিমাপ করা হবে? স্কুলগুলিতে ওজন মাপার যন্ত্র রাখা থাকবে। সেই যন্ত্র দিয়ে ব্যাগের ওজন মাপা হবে। রুটিন মেনেই প্রতিদিন এই কাজ করা হবে। বইয়ের সংখ্যা কমবে? স্কুল ব্যাগে বইয়ের সংখ্যা কমবে বলেই জানা গিয়েছে। বাড়ি থেকে সব বই ব্যাগে আনতে হবে না। জানা গিয়েছে, স্কুলে বেশ কিছু বিষয়ের একাধিক বই থাকবে। সেই বই পড়ুয়াদের দেওয়া হবে। একটা বই দেখেই যাতে একাধিক পড়ুয়া পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে। আর শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় নোটসও দিয়ে দেবেন। এছাড়া, একই বিষয়ে পরপর দু'টো ক্লাস নেওয়া হবে। এর ফলে বইয়ের সংখ্যা কমবে। শুধু বই না, খাতার সংখ্যাও কমবে। সেক্ষেত্রে একটাই খাতা আনার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। টিফিনের ওজনও মেপে দেওয়া হবে? ব্যাগে তো শুধু বই থাকে না, টিফিনও থাকে। তাহলে সেই ওজন কীভাবে পরিমাপ করা হবে? স্কুল থেকে তো মিডডে মিল দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে টিফিন নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু, এখানেই আরেকটা প্রশ্ন উঠছে ক্লাস এইট পর্যন্ত মিড-ডে মিল দেওয়া হয়। ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কী হবে? সেক্ষেত্রে ব্যাগের ওজন বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ, ক্লাস এইটের থেকে ক্লাস নাইনে ব্যাগের ওজন বেশি ধার্য করা হয়েছে। জলের বোতল কি নেওয়া বারণ? স্কুলের ব্যাগে জলের বোতল নট অ্যালাউড। পানীয় জল নিয়ে যেতে হবে না। স্কুলেই পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যাগের ওজন ছাড়াও হোমওয়ার্ক নিয়েও নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে কোনও হোমওয়ার্ক দেওয়া হবে না। তারপর ক্লাস অনুযায়ী, হোমওয়ার্কে এক বা দুই ঘণ্টা ধার্য করা হয়েছে।

'এই হোর্ডিং আমাদের নয়, যাঁরাই করছেন, এসব বন্ধ করুন', বানান-বিভ্রাট নিয়ে মুখ খুললেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ শহরের বুকে টাঙানো একটি সরকারি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে মারাত্মক বানান ভুল ঘিরে ঠাট্টা শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে। মেয়েদের পোশাকের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিয়ে বার্তা দিতে গিয়ে বিজ্ঞাপনে পোশাক 'পরা'-র বদলে লিখে দেওয়া হয়েছে 'পড়া'! পরিধান করা অর্থে 'পরা' শব্দের পরিবর্তে 'পড়া' ব্যবহারের এই জোলো ভুলটি নজরে আসতেই তা ভাইরাল। যা নিয়ে প্রশাসনের অন্দরেও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মুখ খুললেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ঠিক কী লেখা ছিল ওই বিতর্কিত হোর্ডিংটিতে? শহরের এক প্রান্তে দেখা গিয়েছে এক বিশাল ব্যানার, যেখানে লেখা; তমেয়েরা যখন ইচ্ছা রাস্তায় বেরোবে। যতক্ষণ খুশি ঘুরবে। যেমন ইচ্ছে পোশাক পড়বে।দ তার ঠিক নীচেই লেখা রয়েছে, ততাদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।দ সৌজন্য হিসেবে হোর্ডিংটিতে জ্বলজ্বল করছে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের ছবি। সঙ্গে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবিও। গণ্ডগোলটা বেঁধেছে সেখানেই। 'পোশাক পরা' লিখতে গিয়ে যে মস্ত বড় ব্যাকরণগত ভুল করা হয়েছে, তার ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। এই বানান-বিভ্রাট এবং ট্রোলিং নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন ক্ষুব্ধ মন্ত্রী। দ্য ওয়ালকে অগ্নিমিত্রা জানান, এই ভুল হোর্ডিংয়ের সঙ্গে তাঁর দফতর বা তাঁর দলের কোনও যোগ নেই। মন্ত্রীর কথায়, 'এই হোর্ডিং আমার দফতর বা আমার দলের তরফে লাগানো হচ্ছে না। কেউ বা কারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই কাজ করছেন। আমি তাঁদের বলছি, এটা করবেন না।' তিনি আরও বলেন যে, এই ধরনের ভুলভাল বিজ্ঞাপনের জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং দল তথা সরকারের বদনাম হচ্ছে। অগ্নিমিত্রার সাফ কথা, তযদি ব্যানার পড়তেই হয়, তাহলে গোটা রাজ্যজুড়েই পড়ার কথা। কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় নয়। যা করা হবে, দফতরের তরফেই করা হবে, সরকারি আধিকারিকরা করবেন। নয়তো দলের তরফে করা হবে।দ এই বিভ্রান্তিকর ও ভুল বানানের হোর্ডিং যাঁরা লাগিয়েছেন, তাঁরা মোটেও ঠিক কাজ করেননি বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী।

হাওড়ার শিবপুরে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় মুম্বই থেকে ধৃত তৃণমূল নেতা 'বড়ে' সহ তার দুই সঙ্গী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ মে ঃ হাওড়ার শিবপুরে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় মুম্বই থেকে ধৃত তৃণমূল নেতা 'বড়ে' সহ তার দুই সঙ্গীর ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ হাওড়া আদালতের। এই ঘটনায় হিংসায় প্ররোচনা এবং অস্ত্র আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শিবপুরের চড়াবস্তি এলাকায় ভোট পরবর্তী ওই হিংসায় বোমাবাজি ও গুলি-কাণ্ডের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী মহঃ শামীম আহমেদ ওরফে 'বড়ে' ও তার দুই সঙ্গী জামিল আখতার ওরফে সোনু এবং আফতাব আনোয়ার ওরফে ক্রান্তিকে মুম্বই থেকে গ্রেফতারের পর এদের শনিবার গভীর রাতে ট্রানজিট রিমান্ডে হাওড়ায় আনা হয়। রবিবার এদের হাওড়া আদালতে তোলা হলে তিনজনের বিরুদ্ধেই ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, চলতি মাসের গত ৭ তারিখ শিবপুরের চড়াবস্তিতে ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসায় বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগে 'বড়ে' এবং তার দুই সঙ্গী গ্রেফতার হন। ভোট পরবর্তী সহিংসতা ও বোমাবাজির মামলায় 'বড়ে' সহ অভিযুক্তদের মুম্বই থেকে গ্রেফতার করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। শনিবার মধ্যরাতে এদেরকে ট্রানজিট রিমান্ডে হাওড়ায় নিয়ে আসা হয় এবং রবিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়। ঘটনার পর থেকেই 'বড়ে' ও তার সঙ্গীরা পলাতক ছিল। এরপর মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুম্বইয়ের দেওনার এলাকার একটি বহুতল ভবন থেকে বড়ে সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে হিংসায় প্ররোচনা এবং অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিএনএস ১৯১(২), ১৯১(৩), ১৯০/১১৮(২), ১০৯, ৩২৪(৪), ৩৫১(২) ধারায়, অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারায় এবং ৩/৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। উল্লেখ্য, মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং হাওড়া সিটি পুলিশের অভিযানে এদের তিনজনকেই গত ২২মে ২০২৬ মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার এদের হাওড়া সিজেএম আদালতে পেশ করে শিবপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে আসামীদের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয়। আদালত ধৃতদের বিরুদ্ধে ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

ডোমজুড় বিধানসভা এলাকার জগদীশপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে 'সরকারি' ত্রিপল, মশারি, শাড়ি, হকি স্টিক, আতসবাজি উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ মে ঃ হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা এলাকার জগদীশপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে 'সরকারি' ত্রিপল, মশারি, শাড়ি, হকি স্টিক, আতসবাজি উদ্ধার। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। অভিযোগ, ওই পার্টি অফিস থেকে ত্রাণের 'সরকারি' ত্রিপল, মশারি, শাড়ি, লুঙ্গি, হকি স্টিক, বেতের লাঠি, আতসবাজি সহ বহু জিনিস উদ্ধার হয়েছে। শনিবার পুলিশ জগদীশপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ওই কার্যালয়ে বিডিও-র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অভিযান চালায় বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, ৪মে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত সামগ্রী আগাম মজুত রাখা হয়েছিল। জানা গেছে, লিলুয়া পুলিশ আউট পোস্টে জনৈক ব্যক্তি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগে জানানো হয়, ওই দলীয় কার্যালয়ে সরকারি ত্রিপল বেআইনিভাবে মজুত রাখা হয়েছে। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই শনিবার বিকেল ৩টে নাগাদ লিলুয়া পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ওই কার্যালয়ে অভিযান চালায়। সেখানেই বিপুল পরিমাণ ত্রিপল উদ্ধার হয়। পাশাপাশি উদ্ধার হয় হকি স্টিক সহ আরও বহু জিনিসপত্র। বিজেপি কর্মীদের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই এসব মজুত রাখা হয়েছিল। এছাড়াও দলীয় কার্যালয় থেকে আতশবাজিও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি'র সহ সভাপতি তথা ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে দলের ডোমজুড় কেন্দ্রের প্রার্থী গোবিন্দ হাজরা বলেন, 'থানায় এই নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। আমাদের প্রশ্ন, সরকারি ত্রিপল তৃণমূলের পার্টি অফিসে কেন মজুত থাকবে? ত্রিপল, শাড়ি প্রচুর পরিমাণে সেখানে তো ছিলই এর পাশাপাশি ওই পার্টি অফিসে হকি স্টিক এমনকি শব্দবাজিও মজুত ছিল। বিডিও'র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সেগুলো উদ্ধারের পর সিজার লিস্ট করা হয়। এবং পুলিশ তা উদ্ধার করে। আমরা চাই এই বিষয়ে প্রশাসন তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।' অন্যদিকে, এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। এই ঘটনার বিষয়ে বালি-জগাছা ব্লকের বিডিও জানান, থানায় অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ সেখানে গিয়েছিল। থানা থেকে আমাদেরও জানানো হয়েছিল। আমরা আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয়েছে ওটা কোনও পুরাতন ত্রাণসামগ্রী। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ডাকাত সন্দেহে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৪ মে ঃ ধারাবাহিকভাবে পুলিশের বিশেষ তৎপরতা বজায় রয়েছে। আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের টিমের তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে জয়নগর থানার খাকুড়দহ হাট এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে ডাকাত সন্দেহে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতের নাম হোসেন গাজি (২৭)। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার খাকুড়দহ পঞ্চায়েতের খাকুড়দহ এলাকায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

বাসন্তীতে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৪ মে ঃ বাসন্তী ভোট গণনার ও সরকার পরিবর্তনের পর থেকে দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক অস্ত্রের ভান্ডারের সন্ধান পাচ্ছে পুলিশ। এবার সুন্দরবনের বাসন্তী থানা এলাকার মহেশপুর গ্রামের একটি মেছোভেড়ি থেকে বন্দুক উদ্ধার হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেল, বারুইপুর পুলিশ জেলার বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর গ্রাম। গ্রামের কাছেই রয়েছে অসংখ্য মেছোভেড়ি। মেছোভেড়ির মধ্যে একটি বস্তা দেখতে পায় স্থানীয়রা। বস্তার মুখ বাঁধা ছিল। সন্দেহ হওয়ায় গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে হাজির হয় বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বস্তাটি উদ্ধার করে। বস্তার মধ্যে থেকে বের হয় তিনটি বন্দুক, ২৪টি কার্তুজ এবং বোমা তৈরী মশলা। তবে এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তবে কে বা কারা এই ধরনের সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করেছিল তার তদন্তে নেমেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

ভালো তৃণমূল খারাপ তৃণমূল এবার বাছাই করা হবে সমীক ভট্টাচার্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ মে ঃ এবারে ভালো তৃণমূল এবং খারাপ তৃণমূলের বাছাই হবে। জানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য। তিনি জানালেন বিজেপির দরজা অত সহজে খুলে যাবে না। কারণ যারা ঘাম রক্ত ঝরিয়ে বিজেপিকে সিংহাসন এনে দিয়েছেন। তাদের একটা মান-সম্মানের ব্যাপার তো আছেই। নেওয়া হবে না এটা যেমন ভুল, তেমনি অত সহজে সবাইকে কোনভাবেই দলে নেওয়া যাবে না। তিনি আরো জানালেন এই ভাবেই সিপিএম শেষ হয়ে গেছে, তৃণমূলও এইভাবে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। আমরা সেই ভুল আর করতে চাইনা। সময় লাগবে সবকিছু। জানিয়ে দিলেন তিনি। তিনি আরো জানালেন, সব দলের ভালো খারাপ আছে। সবকিছু ভেবেচিন্তে করতে হবে আমাদের।

মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীদের উদ্যোগে বলাগড়ের বিধায়িকাকে সম্বর্ধনা

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বলাগড়, হুগলি, ২৪ মে ঃ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী (সেকেন্ড এ,এন,এম, ও সি এইচ ওদের) উদ্যোগে আজ বলাগড় বিধানসভার বিজেপির নির্বাচিত প্রার্থী সুমনা সরকারকে এক বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।।এদিনের অনুষ্ঠানে মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা নবনির্বাচিত বিধায়ককে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন। সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি, স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁদের দীর্ঘদিনের একগুচ্ছ অভাব-অভিযোগ ও পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন। বিশেষ করে এলাকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি স্থায়ীকরণ ও 'সম কাজে সম বেতন' সহ একগুচ্ছ দাবিদাওয়া তাঁর কাছে পেশ করা হয়।বিধায়ক সুমনা সরকার অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে উপস্থিত সকলের প্রতিটি সমস্যার কথা শোনেন। এরপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, তআমাদের এই বিজেপি সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল। সাধারণ মানুষের যেকোনো সমস্যা ও দাবিদাওয়াকে অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে।দ সেই সঙ্গে বলাগড় বিধানসভার সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোন্নয়নে এবং কর্মীদের ন্যায্য দাবিতে তিনি ও তাঁর সরকার সবরকম ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। এদিনের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি দম্পতি, ভুয়ো কাগজ বানিয়ে থাকছিলেন বাংলায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ডোমজুড়, ২৪ মে ঃ হাওড়া থেকে দুই বাংলাদেশি গ্রেপ্তার। জগাছা থানার উনসানি এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে রমজান গাজি ও আরিফা বেগম নামে দুই বাংলাদেশিকে। ধৃতরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের বয়স ৩৫ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। অভিযোগ, ভুয়ো নথি তৈরি করে ভারতে আসেন তাঁরা। রবিবার হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হবে ধৃতদের। অভিযোগ, ভুয়ো নথি তৈরি করে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ধৃতরা উনসানির মাঝেরপাড়া এলাকায় বসবাস করছিলেন। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় বলে জানা গিয়েছে। এ রাজ্যে অনুপ্রবেশ একটা বড় সমস্যা। ভোটের বাংলায় 'ঘুসপেটিয়া' নিয়ে বার বার সরব হয়েছে বিজেপি। বাংলায় সরকারে আসার পরেই অনুপ্রবেশ রুখতে এবং সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্ছিদ্র করতে সব রকম পদক্ষেপ করছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। 'ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট'; ৩ ঙ অ্যাকশনে রাজ্য সরকার। ভারত সরকারের আইন মেনে বাংলার জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আগে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি, রোহিঙ্গাদের এই হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হবে বলে খবর। লক্ষ্য একটাই অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা গঠন। এরই মধ্যে হাওড়া থেকে দুই বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের খবর।

পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৪ মে ঃ জয়নগর পেট্রোল ডিজেল, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, হকার উচ্ছেদ সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে জয়নগরে এস ইউ সি আই এর বিক্ষোভ মিছিল হয়ে গেল। এদিন জয়নগর টাউন হল থেকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য কমিটির উদ্যোগে একটা প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। এ দিনের এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সাংসদ ডা তরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার, প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর সহ রাজ্য কমিটির সমস্ত সদস্যবৃন্দ। পেট্রোল ডিজেলের বারবার মূল্যবৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, স্টেশানে স্টেশানে হকার উচ্ছেদ, নাগরিকত্ব হরণ, সরকারি কর্মচারীদের মতপ্রকাশের অধিকার হরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এদিনের এই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। এদিন স্টেশন মোড়ে সংক্ষিপ্ত পথসভায় চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সম্প্রতি জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংগ্রামী হকারদের অভিনন্দন জানান। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে ৭০০ র বেশি মানুষ অংশ দেন। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তাদের এই আন্দোলন বজায় থাকবে বলে এদিন জানা গেল।

আড়ংঘাটায় গ্রেপ্তার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ রমজান আলী, ধৃত সহযোগীও

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৪ মে ঃ নদিয়ার আড়ংঘাটা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব বিস্তার, দখলদারি ও একাধিক বেআইনি কর্মকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত রমজান আলী মন্ডলকে। তার সঙ্গে ধরা পড়েছে ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রদীপ সাতরাও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আড়ংঘাটার হাজরাপুর এলাকার বাসিন্দা রমজান আলী মন্ডলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় দাপট দেখানো, সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, বিভিন্ন কাজে চাপ সৃষ্টি এবং নদীর ঘাট সংক্রান্ত ফেরি ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের মতো নানা অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। পাশাপাশি নির্মাণ সামগ্রী কেনাবেচায় জোরজবরদস্তি ও সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগও ওঠে। এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, বহু মানুষকে নির্দিষ্ট দোকান থেকেই বালি, সিমেন্ট ও পাথর কিনতে বাধ্য করা হত। কেউ প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ। রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় এতদিন কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পাননি বলেও দাবি স্থানীয়দের। অবশেষে হাজরাপুর এলাকার বাসিন্দা রাজকুমার চৌধুরী আড়ংঘাটা পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ হাজরাপুরে নিজ বাড়ি থেকে রমজান আলী মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। পরে বাজার এলাকা থেকে আটক করা হয় প্রদীপ সাতরাকে। ধৃতদের প্রথমে আড়ংঘাটা পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে ধানতলা থানায় স্থানান্তর করা হয়। এদিন ধৃতদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকেই অভিযুক্তরা এলাকায় দাপট দেখিয়ে এসেছে। যদিও এই তৃনমুলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অন্যদিকে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পুলিশের এই পদক্ষেপে এলাকায় কিছুটা হলেও স্বস্তির পরিবেশ ফিরেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ধানতলা থানার পুলিশ।

চাল পাচারের অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা !

দুরন্তবার্তা, নিজস্স সংবাদদাতা, নদীয়া, ২৪ মে ঃ নদীয়া নদীয়া সরকারি রেশনের চাল পাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের ফুলিয়া এলাকা। অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী গোডাউনের ভিতরেই বস্তা বদল করে অন্যত্র পাচারের প্রস্তুতি চলছিল। রবিবার সকালে সেই কাজ চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ হাতেনাতে বিষয়টি ধরে ফেলতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুলিয়ার একটি গোডাউনকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই সন্দেহ ছিল এলাকার মানুষের। অভিযোগ, এদিন সকালে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা দেখতে পান সরকারি রেশনের বস্তা থেকে চাল বের করে অন্য বস্তায় ভরা হচ্ছে। এরপরই শুরু হয় বিক্ষোভ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ চাল নিয়মিতভাবে পাচার করা হচ্ছিল। তাঁদের দাবি, এই খাদ্যসামগ্রী বীরভূমে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। অভিযোগ সামনে আসতেই মুহূর্তের মধ্যে গোডাউন চত্বরে ভিড় জমে যায় বহু মানুষের। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরাও সেখানে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয় বলেও স্থানীয় সূত্রে খবর। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭৩ সংখ্যা, সোমবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

ইতিহাসবিদ রাখালদাস

ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একাধারে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, উৎকীর্ণ লিপিতত্ত্ব ও প্রাচীন হস্তলিপি বিষয়ের পথপ্রদর্শক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণে যোগ দেন। ১৯২২ সালে তিনি হরপ্পা সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র মহেঞ্জোদাড়ো পুনরাবিষ্কার করেন। স্বল্পকালীন জীবনে তিনি বাংলাকে ১৪টি একগ্রন্থ ও পুস্তক, ৯টি উপন্যাস এবং বাংলা ও ইংরেজিতে তিনশতও বেশি প্রবন্ধ রচনা করেন। রাখালদাস ভারতীয় সভ্যতার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থসমূহকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় যথা, (১) বর্ণানুমূলক তালিকা, (২) উৎকীর্ণ লিপিতত্ত্ব ও প্রাচীন হস্তলিপি বিদ্যা, (৩) মুদ্রাতত্ত্ব, (৪) স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবিদ্যা, (৫) খনন ও মঠ পর্যায়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা, (৬) ভারতীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং (৭) বাংলা ভাষায় উপন্যাস। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা কালিমতী দেবী। তিনি ১৯০৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে ইতিহাস বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক এবং ১৯১০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯১০ সালে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা এবং ১৯১১ সালে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯১৭ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্বাবধায়ক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। কিন্তু ১৯২৬ সালে তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এর পর ১৯২৮ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক পদে যোগ দেন এবং আমৃত্যু তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাখালদাসের বর্ণানুমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (ক) লক্ষ্মৌ জাদুঘরে রাখা প্রাচীন নিদর্শনের তালিকা (১৯০৮, অপ্রকাশিত), (খ) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সংগ্রহে তাম্রলিপির তালিকা (১৯১০), (গ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর জাদুঘরে রাখা মুদ্রা ও ভাস্কর্যের বর্ণানুমূলক তালিকা (১৯১১) এবং (ঘ) অযোধ্যা রাজ্যের প্রাচীন নিদর্শন (১৯২১)। তাঁর এ কাজগুলি উৎকর্ষে লুদারস, কীলহর্ন এবং ডি.আর ভাণ্ডারকারের রচনার সাথে তুলনীয়। প্রাচীন হস্তলিপি বিদ্যা ও লিপি উৎকীর্ণ বিদ্যায় রাখালদাসের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ The Origin of the Bengali Scripts' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও থিওডর ব্লককে উৎসর্গ করেন এবং এজন্য তিনি ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর পুরস্কার 'জুবিলী গবেষণা পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯১৯ সালে (১৯৭৩ সালে পুনঃমুদ্রিত) প্রথম প্রকাশিত তাঁর এ গ্রন্থ ছিল তাম্রলিপি ও পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে বাংলা লিপির বিকাশ তুলে ধরার প্রথম প্রচেষ্টা। তিনিই প্রথম আদি বাংলা লিপির প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আদি বাংলা লিপিই পরবর্তীকালে বাংলা লিপির রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর Memoir of the Asiatic Society of Bengal - প্রকাশিত হাতিগুম্ফা ও নানাঘাট অভিলেখের প্রাচীন হস্তলিপি গ্রন্থখানি ভারতীয় হস্তলিপি বিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে চিহ্নিত।

মানুষের রাজা

তিনি নিজেই জানতেন তাঁর শরীর বড়। কেউ যদি তাঁকে বলতেন অমুক আপনাকে মারতে চায়, তিনি তির্যক হাসি হেসে বলতেন তাই নাকি! ভয়ডরহীন মনোভাব। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর বিপক্ষ মতের লোকেরা মাথা নীচু করেছে। এখন তিনি নেই গোটা দেশের মানুষের মাথা তাঁর দিকে নত। ইতিহাস সময়ের দর্পণ, নিশ্চিত। ইতিহাস অতীতের দলিল, ইতিহাস কখনও শুষ্ক পরিসংখ্যান, কিছু তথ্যের সমাহার। কিন্তু যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করেন,যারা বা কোনও মানুষ যখন নিজেই ইতিহাস তখন তাঁর সম্পর্কে জ্ঞানের বহর বাড়ানোর চেষ্টা আদপে মুর্খতার নামান্তর। আজকের মত এক ঐতিহাসিক ২২ মে' এই বাংলায় জন্মেছিলেন একজন মহান মানবিক মানুষ, যিনি সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে নারীদের নতুন জীবন দিয়েছেন, বার্তা দিতে পেরেছিলেন জীবন অত ছোট নয়। জীবন অনেক বড়, জীবনের জয়গান গাওয়ার সাহস নারী জাতির জীবনে বোধহয় সেই সময় তিনি প্রথম সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন! তিব্বতে রামমোহনের প্রাণ সংশয় হয়। বেশি বকলে মেরেও ফেলা হতে পারে তাঁকে । তিনি অবশ্য মরলেন না তিব্বতে, তিব্বতী নারীদের মমতায় বেঁচে গেলেন। সেই থেকে রাজা রামমোহন রায়ের বুকের মধ্যে নারী জাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সচেতনতা। ও হ্যাঁ রাজা রামমোহন রায়ের রাজ্যপাট ছিল না কিন্তু তিনি আজন্ম ভারতবাসীর কাছে 'রাজা' হয়ে ছিলেন। রাজা আছেন, রাজা হয়েই থাকবেন। রাজা এখন বিয়াল্লিশ বছরের যথেষ্ট ম্যাচিওরড মানুষ, তিনি শিক্ষিত ছিলেন সঙ্গে ইংরেজি দক্ষতা তীক্ষ্ণ হয়েছে,পুত্র রাধাপ্রসাদের বিয়ে দিয়েছেন। অনেক কিছু করলেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি সময় দিলেন যেন তেন প্রকারেণ সতীদাহ সমাজ থেকে চিরতরে বন্ধ করবেন। সেই পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল, কিন্তু রামমোহন হারতে শেখেননি। নিজের প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে জয়ের হাসি হাসলেন। লর্ড বেন্টিকের আমলে সতীদাহ বন্ধ হল আইন করে। দীর্ঘদিনের একটি অসামাজিক,ও অমানবিক প্রথা আইন করে বন্ধ করে রাজা রামমোহন নারীদের নতুন জীবন দিলেন। রামমোহন রায় পণ্ডিত মানুষ। প্রথমে গাঁয়ের পাঠশালায় শিখেছেন। তিন বছর পাটনায় আরবি- ফারসি শিখে নেওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের বইপত্র পড়লেন। সন্দেহের অবকাশ নেই শিক্ষা আনে চেতনা। ব্যতিক্রম নন রামমোহন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

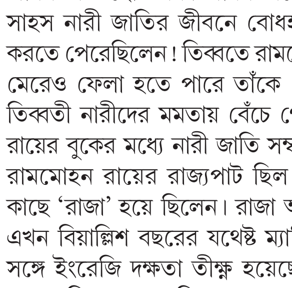

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন, মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী।

যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ধর্মগ্রন্থ সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখা সম্ভব।

সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ জানতেন, মনকে শুদ্ধাচারে রাখতে হবে। তবে ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব। মাতৃ দর্শন লাভ করা সম্ভব হবে। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের রাজনৈতিক দর্শন

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র বোসকে লিখছেন, "What is now wanted for the Congress to lead the country correctly is to have a revolutionary mentality. It is now an evolutionary body. It must be made a pure revolutionary body...The fetish of non-violence should be discarded, and the creed should be changed. Let us

attain our goal through all possible means: violence and non-violence." রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণে দক্ষ ছিলেন রাসবিহারী বোস তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক দর্শন তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। রাসবিহারী এবং সুভাষ একই পথের পথিক। দুই জনের মত একই কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত। একই চিন্তাধারায় প্রবাহিত। দুই জনই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সংসদীয় পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা দখল করার চেয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভ করা সম্মানজনক। রাসবিহারী বোস আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে ভারত থেকে ইংরেজ শক্তিকে পরাস্ত করতে গেলে এর মূলে আঘাত দেওয়া প্রয়োজন যাতে সমগ্র ব্রিটিশ শক্তি কেঁপে উঠে। ১৯১২ সালে দিল্লিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এর ওপরে বোমা বর্ষন অভিযানকে সফল করতে ১৮ বছরের একটি ছেলেকে মহিলাদের পোশাক পরিয়ে হাতে বোমা দিয়ে দাঁড় করিয়ে যেমন রেখেছিলেন পাশাপাশি আরও তিনজনকে এই ঘটনাকে সফল করতে উপস্থিত করান। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের মধ্যে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। তিনি দুঃখ পেয়ে লিখছেন, "Many of the devoted sons of Mother Indian will perish. Perhaps, my beloved Basanta will go to the gallows. With that thought, my heart writhes in pain. I will grieve their deaths but salute their sacrifices. Their sacrifices will lead the way ahead for the children of India to unchain her from shackles of captivity" দিল্লি অভিযান ব্যর্থ এবং তার জন্য চারজনকে ফাঁসি রাসবিহারীকে মানসিক আঘাত দেয়। দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আমিরচাঁদ, অবোধ বিহারী এবং বালমুকুন্দ এর ৮ মে ১৯১৫ সালে দিল্লির সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হল। ইংরেজ সরকার আর বেশি দেরি না করে দুই দিন বাদেই বসন্ত বিশ্বাসকে আম্বালা জেলে ১৯১৫ সালের ১০ মে ফাঁসি দিল। মে মাস ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস বলে বিবেচিত। দিল্লি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের যেমন ১৯১৫ সালে মে মাসে ফাঁসি দেওয়া হয়। যাই হোক বিপ্লবী কিশোর বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হওয়াতে খুবই মানসিক আঘাত পান রাসবিহারী বোস। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারত থাকাটা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তিনি জাপানে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাসবিহারী বোস তাঁর রাজনৈতিক মত প্রকাশ করতে গিয়ে "Young India" পত্রিকায় লিখছেন, "No people on earth can consent to be governed by another people...there can either be freedom or the opposite of it ...slavery. There is no midway. For India to desire to remain within the Empire is to acknowldge herself as a slave. Freedom and slavery can not go together"। কংগ্রেসী স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁকে মোহিত করতে পারেনি। তবুও গান্ধিজি এবং নেতাজির সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশ থেকে বিরত থাকেননি- "Gandhi is a person whom I respect but he is an Indian saint and a person of yesterday whereas Subhas Chandra Bose is the person of today"।

তিনি ভারতের দুই মহান নেতার অবস্থানকে পরিস্কার করে দিলেন। গান্ধিবাদী নেতারা হয়তো রাসবিহারী মতের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে অসুবিধা হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার নেতাজীপন্থীরা রাসবিহীর এই মতকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে নেবে।

রাসবিহারী বোস ভারতের ভাইসরয় হার্ডিঞ্জকে হত্যার করতে কর্মঠ অচেনা বিপ্লবী যুবকদের খুবই প্রয়োজন অনুভব করেন। রাসবিহারীর পরিকল্পনাকে সফল করতে মতিলাল দুইজন বিপ্লবী যুবককে পচ্ছন্দ করেন। একজনের নাম বসন্ত বিশ্বাস এবং অপর জনের নাম হল মন্মথ বিশ্বাস। এরা দুই ভাই। রাসবিহারীর বসন্ত বিশ্বাসকে পচ্ছন্দ করলেন। রাসবিহারী অমরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বলেন "Amaredra was correct', replied a happy Rash Behari. You are needed special. Now I am confident that you are the perfect candidate to throw a bomb. Tomorrow we will travel to Dehradun.' Thus, Basanta Biswas, dressed a cook and personal attendent of Rash Behari, reached Dehra dun and started to live with him in the outhouse of the Tagore Villa. (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-105-125) " ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখকে সমানে রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হয়ে গেল। এবারে এসে উপস্থিত হলেন ইউনাইটেড প্রভিন্সেসের বিপ্লবী সদস্য আমির চাঁদ। তিনি দিল্লিতে একটি ঘর ভাড়া করলেন যেখান থেকে পুরো চাঁদনি চকের রাস্তাটা পরিস্কার দেখতে পাওয়া যায়। রাসবিহারী দিল্লিতে উপস্থিত হলেন বসন্ত বিশ্বাসক সঙ্গে নিয়ে। আমির চাঁদ আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। এবারে চলল 'ট্রায়াল রান'। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ করার আগে শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি পর্ব। "It's perfect!' Commented Amir Chand. 'Now, we need to do a trail run.' Yes needed. Shall we go on a little trip Ms Luxmee Bai?' Rash Behari asked and held up a mirror in front of Basanta, who exclaimed on seeing his own new avatar as pretty Desi damsel. That evening, Rash Behari (disguised as a typical Indian Babu) and Basanta (disguised as a young Indian Woman) took a Tonga for a ride across the busy streets of Chandni Chowk, The extra number of security personnel and the ramped-up surveillance clearly displayed the importance of the historic event that was to take place the following day. 'We are all set', said a satisfied Rash Behari. (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-105-125)" বেশ কয়েকবার মহড়া হয়ে গেল। তবে যাতে কেউ না বুঝতে পারে তার জন্য দূরত্ব রেখেই মহড়া শুরু হয়েছিল।

"LORD CHARLES HARDINGE stood inside the sprawling lown of the Viceroy's Lodge and beamed in front of the assemblage of the elite guests." হাতির পিঠে চেপে ভাইসরয় এবং লেডি হার্ডিঞ্জ আম দরবারের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। চাঁদনি চকের সমানে উপস্থিত হলেন বসন্ত বিশ্বাস, রাসবিহারী, আমিরচাঁদ এবং অবোধ বিহারী। দিল্লির আম দরবার থেকেই ঘোষণা দেওয়া হবে কলকাতার বদলে দিল্লি হবে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানি। এই সিদ্ধান্ত রাসবিহারী বোস মেনে নিতে পারেননি। ফলে রাসবহারী সংঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

"Beaming with confidence, Lord Hardinge declared in that private assemblage, that the 23rd of December 1912, would be a memorable day in the history of the British Raj in India. He, on behalf of British Empire, would formally declare the transfer of British India's capital from Kolkata to Delhi. He reminded his audience of the coverted that the iron fist of British rule in India must continue to establish law and order across the country so that the imperial rule over the subcontinent could continue beyond the century. He then invited his guests to proceed to the grand ceremony (A Samurai dream of Azad Hind Rah Behari Bose by Prasun Roy,P-90)"

বাংলা সাহিত্যে সাফল্যের শীর্ষে তরুণ প্রকাশক বৈদূর্য্য পাড়িয়া

অনীশ দাস

বাংলা সাহিত্যে সাফল্যের শীর্ষে তরুণ প্রকাশক বৈদূর্য্য পাড়িয়া। কঠোর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পড়াশোনার পাশাপাশি নিজ শখ পূরণে সচেষ্ট হলে যে পাহাড় টলানো যায়, তা আবারও প্রমাণিত হল। আর এবারে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন গ্রামবাংলা থেকে উঠে আসা সহজ সরল এক তরুণ। আমাদের রাজ্যের প্রাণবায়ু দ্রবীভূত গ্রামবাংলার শ্যাম লিমায়, আর সেই প্রকৃতিকে অন্তরে আত্তীকরণ করে তা চেতনায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন ক'জন! সাম্প্রতিক কালে এরকমই এক প্রতিভার দৃষ্টান্ত মিলল পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের কাছে একটি গ্রামের এক তরুণের মধ্যে। সেই প্রতিভাবান ব্যক্তির নাম বৈদূর্য্য পাড়িয়া। প্রান্তিক অঞ্চলে জন্ম নিলেও কৈশোর থেকেই গ্রামের সরল ছেলেটির চোখে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন। ছেলেবেলায় গ্রামে কিছুকাল কাটালেও

পড়াশোনার তাগিদে ও বাবার কর্মসূত্রে সপরিবারে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন বৈদূর্য্য। যে ব্যক্তির মূল গ্রাম্য প্রকৃতির বুকে প্রোথিত, যাঁর মননে প্রকৃতির ছোঁয়া, নাগরিকতার কৃত্রিমতা ও প্রযুক্তির বিষবাষ্প কি তাঁর শ্বাসরোধ করতে পারে? আজন্ম বাংলা সাহিত্য ও সৃজনশীলতার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা তাঁর। কলকাতায় এসে স্কুলের পড়া শেষ করে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজ থেকে স্নাতক এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজ, রহড়া থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে বৈদূর্য্য সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। বাবা মায়ের সুশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা তাঁর মননে গভীর প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদিতার আড়াল থেকে তার মনে উঁকি দিতে থাকে সাহিত্যানুরাগ, যা থেকে তাঁর মনে জন্ম নেয় এক সুচিন্তন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ২১, সম্পূর্ণ স্বচেষ্টায় ও দৃঢ় সংকল্পে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তিনি গড়ে তোলেন আস্ত একটি প্রকাশনী সংস্থা, নাম রাখেন 'গপ্পোবাগীশ প্রকাশনী'। ২০২১ সালে যে চারা রোপন করেছিলেন তিনি, আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে যেন মহীরুহ হওয়ার পথে। গোড়ার দিকে কলকাতা বইমেলায় জায়গা না মিললেও গতবছর থেকে ৫০ বর্গফুটের স্টল পাচ্ছে তাঁর সংস্থা। ক্ষুদ্র পরিসরেও সেখানে বৈচিত্র্য ছিল দর্শনীয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, কল্পবিজ্ঞান, প্রবন্ধ, থ্রিলার, রহস্য, রান্নার বই- সব ধরণের বইই ছিল সেখানে। এছাড়াও ছিল ভিন্ন স্বাদের নানান সংকলন। বৈদূর্য্যর নিরলস সাধনায় মাত্র ৫ বছরেই একক ও সংকলন মিলিয়ে আইএসবিএন যুক্ত প্রায় পাঁচশো বই প্রকাশিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর এই অতি সাম্প্রতিককালে যখন প্রযুক্তি আর মুঠোফোনে মজে গোটা তরুণ প্রজন্ম, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই প্রকার দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ বর্তমান সমাজের কাছে অবশ্যই শিক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, তরুণ সাহিত্যপ্রেমী বৈদূর্য্য জীবনে পেয়েছেন নানান বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য। প্রথিত যশা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুবোধ সরকার, জয় গোস্বামী, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, অর্পিতা সরকার, সৈকত মুখোপাধ্যায়, অভীক সরকার, অর্ঘ্য দীপ্ত কর, অভীক দত্ত, অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী, সোমজা দাস প্রমুখ সাহিত্যিকগণ ছাড়াও নাট্যকার গৌতম হালদার, দেবশঙ্কর হালদার, বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সংগীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য্য, সিধু, তিমির বিশ্বাস সকলেরই সান্নিধ্য পেয়েছেন এই ভাগ্যবান তরুণ। অল্প বয়সেই অসংখ্য মানুষের ভালোবাসায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। বাংলা ভাষার এই দুঃসময়ে বৈদূর্য্য সেনাপতি। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

উনিশে মে- বাংলা ভাষা আন্দোলনের এক 'রেড লেটার ডে'

রবিব্রত ঘোষ

আরো একটা উনিশে মে পেরিয়ে গেল। খালি একুশে ফেব্রুয়ারি নয়, একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিন্দুমাত্র অসম্মান না করেই বলা যেতে পারে বাংলা ভাষার জন্য বাঙ্গালী দের আত্মত্যাগের আরো অনেক গুলি দিন আছে। তার মধ্যে উনিশে মে'ও একটি।

এই একটি দিন যেদিন অসমের শিলচরে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষা করার জন্য। নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের আন্দোলন বন্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীকে চালাতে হয়েছিল মারা গিয়েছিলেন জনা দশেক মানুষ যার মধ্যে রয়েছেন প্রথম মহিলা ভাষা শহীদ সতের বছরের তরুণী কমলা ভট্টাচার্য। আসামে প্রথম থেকেই বহু জাতি উপজাতি ও ভাষাভাষী মানুষের বসবাস। এই সব মানুষের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনৈতিক পটভূমি ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যও বর্তমান।

ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রশাসনিক স্বার্থে উত্তর-পূর্বকে কাটাকুটি করেছেন। সাংস্কৃতিক, ভাষা দেশীয় ঐতিহ্য আঞ্চলিক সংস্কৃতি ভূগোলের সঙ্গে খাপ খায়নি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য। ১৮২৬-এ 'ইয়ান্ডাবু সন্ধি'তে অসম ইংরেজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। জোড়া হয় বাংলার সঙ্গে। কাছাড় তখনও ডিমাসা শাসনাধীন। ডিমাসা রাজদরবারের ভাষা ছিল বাংলা। সরকারি ভাষা হিসেবে বঙ্গদেশেই যখন বাংলার প্রচলন হয়নি, তখনই কাছাড়ে বাংলার রমরমা! ডিমাসা বা কাছাড়ি রাজত্বে ঋণদান ও দণ্ডদান বিধি বাংলায় লেখা হত। সপ্তদশ শতকে কাছাড়ি রাজসভার কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি পয়ার ছন্দে নারদীয় রসামৃত বাংলা অনুবাদ করেন। পরের শতকে রাজা সুরদর্প নারায়ণ সম্পর্কে কবি চন্দ্রমোহন বর্মণ লেখেন, হেথায় হেড়ম্ব দেশে সুরদর্প রাজা/ আশ্বিনে প্রতিমা গড়ি করে দুর্গাপূজা। বর্তমান বরাক উপত্যকায় বাংলার প্রচলন ও প্রসারের ইতিহাসের সূত্র মধ্যযুগেও পাওয়া যায়।

ভাষা সমস্যার সূচনা ১৮৩৭ সালে। বঙ্গদেশে বাংলাকে সরকারি ভাষা বানিয়ে ইংরেজরা অসমের সরকারি দফতর, আদালত ও শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলা চালু করে। নবজাগ্রত অসমিয়া মধ্যবিত্ত একতরফা সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে না। ১৮১৭ সালে শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃপক্ষ অসমীয়া ভাষায় অনূদিত বাইবেল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে। এতে প্রমাণ করাও

সহজ হয় বাংলা বর্ণমালাই অসমীয়া বর্ণমালা। একমাত্র 'র' ব্যতীত অসমীয়া বর্ণমালায় আর কোনো পৃথক বৈশিষ্ট্য নেই। অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার উপভাষার অমর্যাদায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে।১৮৭৩-এ সিদ্ধান্ত পাল্টে মর্যাদা পায় অসমিয়া। কিন্তু তত দিনে অসমিয়া জাতীয়তা বাদের চোখে বাঙালিরা 'অপরাধী' হয়ে গিয়েছেন। পরের বছর চিফ কমিশনার শাসিত অসম প্রদেশ তৈরি করতে গিয়ে বাংলাভাষী গোয়ালপাড়া, সিলেট ও কাছাড়কে প্রশাসনিক বিভাগে ঢোকায় ইংরেজরা, কারও মতামত না নিয়েই। অসম ও সিলেটে প্রতিবাদ হয়। বাঙালিরা তখন নতুন অসমে সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'সংখ্যালঘু' জাতি গোষ্ঠী হিসেবে সিঁদুরে মেঘ দেখেন অসমিয়ারা। 'সম্প্রসারণবাদী' বাঙালিদের 'আক্রমণে' তাঁদের অধিকার যায় যায়! অবশেষে স্বাধীনতা আসে বাংলাকে ভাগ করে। গণভোটে সাড়ে তিন থানা বাদ দিয়ে সিলেট যায় পাকিস্তানে। অসমে কমে বাংলাভাষীর সংখ্যা। স্বস্তি আসে অসমিয়া জাতীয়তা বাদের ঘরে। ভাষা-বিদ্বেষের কবলে পড়ে অসম, এক ভাষা প্রতিষ্ঠা সেই পটভূমিতেই।

১৯৪৭ সালে ভারতভাগের পরপরই আসাম সরকার তাঁদের ভাষানীতি প্রকাশ্যে আনেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ ১৯৪৭ সালের ৩ অক্টোবর সাংবাদিকদের জানান, 'Assamese would be the official and state language.' তিনি আরও বলেন 'Assamese would also be the medium of instruction in schools.'

১৯৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বরদলৈ বাঙালি অধ্যুষিত শিলচরে বলেন ঞ্জ 'Assamese as a state language would be made compulsory.' সুতরাং, আসাম সরকারের ভাষা নীতি সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। দ্বিতীয় ভাষা বা অন্য কোনো ভাষার কথাও উচ্চারণ করেননি তিনি। সদ্য স্বাধীন ভারতের একটি প্রদেশ সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের সার্বিক নীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, তো বটেও। তার থেকেও বহু জাতি বহু ভাষার বিবিধের মাঝে মিলন মহিনের যে স্বপ্ন দেখে ভারতবর্ষ শুরু হয়েছিল, এই ধরনের ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সেই স্বপ্নকেই আঘাত করছিল সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলেও তাদের ধান্দাবাজির রাজনীতি রক্ষা করতে গিয়ে নেতারা সেটা বুঝতে পারেননি।

এ সময় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আসাম সরকার জনগণের কাছে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে দেন। এক, রাজ্যের সরকারি কাজে এবং বিদ্যালয়সমূহে একমাত্র অসমিয়া ভাষা স্থান লাভ করবে এবং দুই, আসামে বসবাসকারী বাঙালি দের আসাম ত্যাগ করতে হবে। আর যদি থাকতেই হয়, তাহলে অসমিয়াদের ভাষা- সংস্কৃতি গ্রহণ করেই থাকতে হবে। অর্থাৎ, অসমিয়াদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে, বাঙালি হিসেবে পৃথক 'আইডেন্টিটি' বা অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবে না।

১৯৪৮ সালে গোপীনাথ বরদলৈ আসাম আইনসভায় দাঁড়িয়ে জানিয়ে দেন, 'It is not the intention of the Government to make Assam a bilingual state and for the sake of homogenity of province..all non Assamese to adopt Assamese language.'

১৯৬০ সালের ১০ ই অক্টবোর , আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা'র নেতৃত্বে আসাম সরকার অহমিয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করেন। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক রণেন্দ্র মোহন দাশ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন । তিনি বলেন, 'দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণের ভাষাকে উপেক্ষা করে এক-তৃতীয়াংশ জনগণের অসমিয়া ভাষাকে এ অঞ্চলের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আইন পাস করা চলবে না।' তা সত্ত্বেও ২৪ শে অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের উপর অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদকে সংগঠিত রূপ দিতে ১৯৬১ সালের ৫ ই ফেব্রুয়ারী কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সরকারের এই অমানবিক ও স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১৪ ই এপ্রিল করিমগঞ্জ,শিলচর ও হাইলা কান্দির সাধারণ মানুষ সংকল্প দিবস পালন করেন। বরাকের মানুষের মধ্যে এই আন্দোলনকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দিতে ২৪ শে এপ্রিল শুরু হল ২০০ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ পদযাত্রা। মে মাসের ২ তারিখ শেষ হলো এই পদযাত্রা। সত্যাগ্রহীরা উপত্যকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করেছিলেন।

পদযাত্রার শেষ দিন আন্দোলনের প্রধান সংগঠক রথীন্দ্রনাথ সেন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন -যদি ১৩ এপ্রিল (১৯৬১) এর মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা না হয় তবে ১৯ শে সর্বাত্মক হরতাল করা হবে। এই ঘোষণার দুদিন যেতে না যেতেই ১২ ই মে অসম রাইফেল, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট ও কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী শিলচরে ফ্ল্যাগ মার্চ করে। ১৯ শে মে উ শুরু হয় সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টার হরতাল। করিমগঞ্জে আন্দোলনকারীরা সরকারি দপ্তর, রেল স্টেশন ,আদালত ইত্যাদি জায়গায় পিকেটিং ও বিক্ষোভ শুরু করেন।

শিলচর স্টেশনেও চলছিল সত্যাগ্রহ। সিদ্ধান্ত ছিল শিলচর থেকে বিকাল ৪ টার সময়ের ট্রেনটি ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় এর পর হরতাল শেষ হবে। ভোর বেলা যে ট্রেনটি ৫.৪০ এ ছাড়ার কথা ছিল তার একটিও টিকিট বিক্রি হয়নি। সারাদিন হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হচ্ছিলো উবরাক উপত্যকায় সংঘটিত ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের এই তুঙ্গ মুহূর্তের একটি স্মৃতি কথা আছে ,'করিমগঞ্জ রেল-স্টেশন। ভোরের ট্রেন আটকাতেই হয়। সত্যাগ্রহীরা রেল-লাইন আগলে বসল। কয়েকজন আবার রেল-লাইনের উপর উপুড় হয়ে শুয়েও পড়লো। রেলের চাকা যদি চলে ওদের উপর দিয়ে পিষে বেরিয়ে যায় যাক্ ক্ষতি নেই। আচমকা পুলিশ ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো উদ্যত লাঠি হাতে। পেটাতে লাগলো। কিন্তু সত্যাগ্রহীদের রেললাইন থেকে সরাতে পারলো না। সত্যাগ্রহীদের স্লোগানে চারদিক মুখর হয়ে উঠলো ঞ্জ মাতৃভাষা;জিন্দাবাদ। 'জান দেবো, তবু জবান দেব না।' এবারে আরো নৃশংস হয়ে উঠলো কংগ্রেস সরকারের পুলিশ বাহিনী। সঙ্গীণ উঁচু করে পড়ে আছে। সঙ্গীণ খোঁচায় সত্যাগ্রহীদের শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। মুখে তাদের মাতৃভাষা; জিন্দবাদ। দুপুর বেলা হঠাৎ উপস্থিত হলো অসম রাইফেলস। বেলা ২ টা র কিছু পরে কাটিগোড়া থেকে ৯ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের একটি গাড়ি তৎকালীন তারাপুর বর্তমান শিলচর স্টেশনের গেট পার হয়ে যাচ্ছিলো । এই ঘটনা দেখে শিলচরে অবস্থানরত সত্যাগ্রহীরা তীব্র প্রতিবাদে মুখর হন। ভয় পেয়ে গাড়ির চালক সহ পুলিশরা পালিয়ে যায়। কেউ সময় কোন একজন লোক যার পরিচয় জানা যায়নি সে গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় যদিও সত্যাগ্রহীরা সেই আগুন অল্প সময়ে নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঠিক দুপুর ২.৩০ এর একটু পরেই স্টেশনে থাকা অসম রাইফেলস এর বাহিনী বন্দুক ও লাঠি নিয়ে আন্দোলন কারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে উ অল্প সময়ের মধ্যে তারা নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর ১৭ রাউন্ড গুলি চালায়। অনেক সত্যাগ্রহের শরীরে গুলি লেগেছিল। লাঠির ঘায়ে গুরুতর আহত হন শতাধিক উতাদের মধ্যে ৯ জন সেদিন ও পরের দিন আরো দুজন মোট ১১ জন শহীদের মৃত্যু বরন করেন । এই ঘটনার পর আসাম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা আরারিয়া-গলগলিয়া সেকশনে বৈদ্যুতিক কাম- কাজ এবং বিশ্বমানের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পুনর্বিকাশ কাজ পরিদর্শন সম্পন্ন

মালিগাঁও, ২৪ মে ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল

ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ২২ মে, ২০২৬ তারিখে আরারিয়া-গলগলিয়া সেকশনে চলমান বৈদ্যুতিক কাম-কাজের একটি বিস্তারিত পরিদর্শন সম্পন্ন করেন এবং একই সাথে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পুনর্বিকাশ ও আধুনিকীকরণের কাজের পর্যালোচনা করেন। উক্ত পরিদর্শনকালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় এবং কাটিহার ডিভিশনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে, জেনারেল ম্যানেজার কাটিহার ডিভিশনের রৌতারা এলাকায় রেলওয়ে কর্মীদের সরঞ্জাম ও পরিচালন সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা মজবুত করার লক্ষ্যে নবনির্মিত 'বুট লন্ড্রি' সুবিধার উদ্বোধন করেন। শ্রীবাস্তব চারারোপণের মাধ্যমে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন এর মধ্যে তিনি পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং রেল চত্বর জুড়ে সবুজ পদক্ষেপসমূহের প্রসারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। জেনারেল ম্যানেজার আরারিয়া- গলগলিয়া সেকশনে পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলকে সুগম করা এবং শক্তি- সাশ্রয়ী রেল পরিকাঠামোর প্রসারের লক্ষ্যে পরিচালিত বৈদ্যুতিক কাম-কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি ট্র্যাকের পরিস্থিতি, সিগনেলিং সিস্টেম, ব্রীজ, লেভেল ক্রসিং গেট এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়ন করার জন্য একটি উইন্ডো ট্রেইলিং পরিদর্শন পরিচালনা করেন। নিউ জলপাইগুড়িতে শ্রীবাস্তব ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন প্রকল্পের অধীনে চলমান স্টেশনটির পুনর্বিকাশ কাম-কাজের বিস্তারিত পরিদর্শন করেন। আধুনিক সুযোগ- সুবিধা, অত্যাধুনিক প্ল্যাটফর্ম, যাত্রীদের জন্য উন্নত পরিষেবা এবং উন্নত চলাচল এলাকা সহ নিউ জলপাইগুড়িকে একটি বিশ্বমানের স্টেশন ও আন্তর্জাতিক টার্মিনালে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। তিনি অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে গৃহীত পুনর্নির্মাণ পদক্ষেপগুলোও পর্যালোচনা করেন, যার লক্ষ্য হলো যাত্রীদের জন্য একটি আধুনিক, কার্যকর এবং ভবিষ্যতের উপযোগী ভ্রমণ কেন্দ্র গড়ে তোলা। জেনারেল ম্যানেজার গুণমান, সুরক্ষা এবং পরিচালনগত উৎকর্ষের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে চলমান প্রকল্পের যথাসময়ে সমাপ্তির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি সমগ্র জোন জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন আধুনিকীকরণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও যাত্রী-বান্ধব রেল পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিবেদিত প্রচেষ্টা এবং পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন।

ইবোলা মোকাবিলায় আফ্রিকায় চিকিৎসা সামগ্রী প্রথম দফায় পাঠাল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ আফ্রিকার একাধিক দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ইবোলা সংক্রমণ মোকাবিলায় মানবিক সহায়তার হাত বাড়াল ভারত। ইবোলা সংক্রান্ত জনস্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে চিকিৎসা সামগ্রী ও সুরক্ষা কিটের প্রথম চালান (দফা) রবিবার আফ্রিকায় পাঠিয়েছে ভারত সরকার। এই সহায়তা পাঠানো হয়েছে আফ্রিকা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন-এর কাছে। রবিবার বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ জানান, ইবোলা সংকট মোকাবিলায় আফ্রিকার দেশগুলির পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে ভারত। তিনি লেখেন, ইবোলা জনস্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় আফ্রিকাকে সহায়তা করতে ভারত সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতের পাঠানো সাহায্যের মধ্যে রয়েছে জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী, সুরক্ষা উপকরণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিশেষ সেফটি কিট। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, রোগীদের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই সামগ্রী ব্যবহার করা হবে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইবোলার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা ও দ্রুত চিকিৎসা সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের পদক্ষেপকে বৈশ্বিক সংহতি ও মানবিক অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইবোলার মতো প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ মোকাবিলায় দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা, সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং আন্তর্জাতিক সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। অতীতেও বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে একাধিক দেশকে ওষুধ, টিকা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করেছে ভারত। ভারত সরকার সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, প্রয়োজন হলে আগামী দিনগুলিতে আরও অতিরিক্ত চিকিৎসা সামগ্রী পাঠানো হতে পারে, যাতে আক্রান্ত দেশগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা যায়। উল্লেখ্য, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোয় চলমান ইবোলা প্রাদুর্ভাবে এখনও পর্যন্ত ২০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে। মোট ৮৬৭ টি সন্দেহভাজন আক্রান্তের মধ্যে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) পরিস্থিতিকে 'আন্তর্জাতিক উদ্বেগের জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' হিসেবে ঘোষণা করেছে। আফ্রিকা সিডিসিও মহাদেশীয় স্তরে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারি করেছে। আফ্রিকার একাধিক দেশে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় ভারতও নাগরিকদের কঙ্গো, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানে অপ্রয়োজনীয় সফর এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ফার্মেসির উদ্যোগে শুরু হলো প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ২৪ মে ঃ সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ফার্মেসির উদ্যোগে শুরু হলো প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন SSUiCONPH ২০২৬। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল Emerging Technologies in Drug Design, Delivery and Diagnostics। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক (ড.) শ্রী প্রবীর মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর সন্ময় কর্মকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্কুল অফ ফার্মেসির প্রিন্সিপাল ও কনভেনর প্রফেসর রণবীর চন্দ- সহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা। সম্মেলনে অংশ নেন মোট ৫০৬ জন প্রতিনিধি, গবেষক, শিল্প বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী। আন্তর্জাতিক স্তরের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals, USA-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ড. এলোরো মুজার্জি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. সিতেশ সি. বাচার। উদ্বোধনী ভাষণে উপাচার্য আধুনিক ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানোটেকনোলজি, প্রিসিশন মেডিসিন, বায়োইনফরমেটিক্স ও স্মার্ট ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি গবেষণা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রসারের উপরও জোর দেন তিনি। প্রধান অতিথি প্রফেসর সন্ময় কর্মকার শিল্প ও

শিক্ষাক্ষেত্রের সমন্বিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য বক্তারাও ড্রাগ ডিজাইন, ডায়াগনস্টিক প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য গবেষণার সাম্প্রতিক অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দুই দিন চলে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অধিবেশন, টেকনিক্যাল সেশন, পোস্টার প্রেজেন্টেশন ও গবেষণাপত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণার নানান দিক তুলে ধরা হবে বলে আয়োজক সূত্রে জানা গেছে।

মেট্রো সুড়ঙ্গের ভেতরে এনডিআরএফ ও ডব্লুবিএফএগুইএস দলের সহযোগিতায় যাত্রী উদ্ধারের মহড়া অনুষ্ঠিত

কলকাতা, ২৪ মে ঃ মেট্রো রেলওয়ে সর্বদা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কর্মীদের দক্ষতা নিয়মিত ঝালিয়ে নেওয়া এবং ভূমিকম্পের মতো যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে মেট্রো কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রস্তুতি যাচাই করার অংশ হিসেবে-গত ২৩.০৫.২০২৬ তারিখ রাতে বাণিজ্যিক পরিষেবা শেষ হওয়ার পর-জয় হিন্দ বিমানবন্দর এবং যশোর রোড মেট্রো স্টেশনের মধ্যবর্তী মেট্রো সুড়ঙ্গের ভেতরে একটি যাত্রী উদ্ধার মহড়া (Mock Drill) যৌথভাবে পরিচালনা করা হয়। এই মহড়ায় ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (NDRF) এবং পশ্চিমবঙ্গ দমকল ও জরুরি পরিষেবা (WBFES)- এর কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এমন কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সুড়ঙ্গের ভেতরে আটকে পড়া মেট্রো রেক (ট্রেন)- থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে মেট্রোর মোটরম্যান এবং স্টেশন আধিকারিকদের NDRF ও WBFES দলের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। এই মহড়া আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যাত্রী উদ্ধারের দক্ষতা ঝালিয়ে নেওয়া এবং এই ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সজাগ দৃষ্টি ও প্রস্তুতির মাত্রা যাচাই করা। এই মহড়া চলাকালীন মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বিরতিতে সুড়ঙ্গের ভেতরে এবং ভায়াডাক্টের (উড়ালপথের) ওপর এ ধরনের মহড়া আয়োজন করে থাকে।

চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়নে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদারের পরিদর্শন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৪ মে ঃ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পরিদর্শনে এসে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো, রোগী পরিষেবা এবং ভবিষ্যত উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এদিন হাসপাতালের BMOH, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বিধায়ক জানতে চান হাসপাতালের বর্তমান সমস্যা, পরিষেবার ঘাটতি এবং উন্নয়নের জন্য কী কী প্রয়োজন রয়েছে। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখার পাশাপাশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এত বড় একটি গ্রামীণ হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরেই অ্যাম্বুলেন্সের অভাব রয়েছে। জরুরি রোগী পরিষেবা দিতে গিয়ে প্রায়শই সমস্যার মুখে পড়তে হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। বিষয়টি বিধায়কের নজরে আনা হলে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি জানান, সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা যাতে আরও উন্নত ও সহজলভ্য হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার বলেন, গ্রামীণ এলাকার মানুষ যাতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেই

লক্ষ্য নিয়েই রাজ্য সরকার কাজ করছে। শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলি পর্যায়ক্রমে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্সের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। এছাড়াও হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, রোগীদের জন্য উন্নত পরিষেবা এবং জরুরি বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে হাসপাতালকে আরও আধুনিক ও পরিষেবামুখী করে তুলতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার আশ্বাস দেন বিধায়ক। এদিনের এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের আশা, বিধায়কের উদ্যোগে আগামী দিনে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা দূর হবে এবং সাধারণ মানুষ আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন।

জমি লুঠ থেকে শুরু করে চাকরি দুর্নীতি, শঙ্করের জনতার দরবারে অভিযোগ নিয়ে হাজির শ'য়ে শ'য়ে মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ আগেও বিধায়ক ছিলেন শঙ্কর

ঘোষ। কিন্তু সরকারে বিজেপি ছিল না। ফলে বিজেপির সরকার গঠন হতেই এবার লম্বা লাইনে হাজির হয়ে মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে সরব হলেন। শিলিগুড়িতে বাঘাযতীন পার্কে সকাল ৮ টা থেকে দু' ঘন্টা চলল শঙ্করের দরবার। পড়ে গেল লাইন। এসেছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষই। আনুষ্ঠানিকভাবে এর নাম যদিও দেওয়া হয়েছিল সরাসরি শঙ্কর। সূত্রের খবর, দরবারে এসেছিলেন পুলিশ কর্মীরাও। রেল পুলিশের এক এএসআই তো একেবারে কাঁদতে কাঁদতে জানান তিনি জমি কিনে প্রতারিত হয়েছেন। অভিযোগ, বিজেপির কর্মী পরিচয় দিয়ে তাঁর থেকে টাকা নিয়েও জমি দেননি এক ব্যক্তি। কেউ আবার এসেছিলেন দ্রুত নিয়োগের দাবি নিয়েও। অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি আবার অভিযোগ জানান ফ্ল্যাট প্রতারণা নিয়ে। জানান, ইএম বাইপাসে তাঁর ফ্ল্যাট থাকলেও তৃণমূল জমানায় ফ্ল্যাট থেকে বিতারিত তিনি। লোনের কিস্তি মিটেলেও আর ফ্ল্যাটে ফিরতে পারেননি তৃণমূলের অত্যাচারে। লাইনে দাঁড়িয়েই এক ব্যক্তি বললেন, অনেক আশা রয়েছে সরকারের থেকে। সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে এতদিন চেপে রেখেছিল। কাউকে কথা বলতে দিতো না। এবার মানুষ ভরসা পেয়েছে। শঙ্করদার কাছে অনুরোধ এই ভরসা যেন টিকে থাকে। সবার অভিযোগই মন দিয়ে শোনেন শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, সব নোট করে নিচ্ছি। যা অভিযোগ তা নির্দিষ্ট দফতরে জানাবো। এভাবে দরবার চলবে। গত ১৫ বছরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দলের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের অভিযোগ নিয়ে সরকার পদক্ষেপ করবে জিরো টলারেন্স মাথায় রেখেই। তিনি আরও বলছেন, এটা তো জনগনের সরকার। মানুষের তো নানা ধরনের সমস্যা আছে। সব নিয়েই তাঁরা এসেছেন। জমি থেকে নিয়োগ নানা সমস্যা নিয়ে মানুষ এসেছেন। এগুলো সব মোট করেছি। সংশ্লিষ্ট বিভাগে সবই জানিয়ে দেব।

কুরবানি নিয়ে রাজ্য সরকারের সেই নির্দেশই মেনে চলার পরামর্শ হুগলির মুসলিম সংগঠনের

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৪ মে ঃ ১৪ বছরের কম বয়সী গরু জবাই করা যাবে না। আর এবার কুরবানি নিয়ে রাজ্য সরকারের সেই নির্দেশই মেনে চলার পরামর্শ মুসলিম সংগঠনের। সামনেই কুরবানি ঈদ। আর বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই পশু জবাই সংক্রান্ত আইন কার্যকর করেছে। 'তানজিম উলেমায়ে আহলে' সংগঠনের নেতৃত্ব চুঁচুড়ায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হয়, বকরি ঈদে শুধু গরু নয় অন্যান্য পশু কুরবানি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। তাই গরু জবাই নিয়ে নির্দেশিকা মেনে অন্য পশু কুরবানি দেওয়া যেতে পারে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা কামরুদ্দিন কমর আলি,

বাসুবাটির মাজার শরীফের পীরজাদা সৈয়দ সামিরুল ইসলাম, মুখপাত্র আদনান রাজারা আরও জানান, মসজিদে লাউডস্পিকার বাজানো এবং রাস্তায় নামাজ পড়ার বিষয়ে যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে সেটাও মেনে চলা উচিত। কারণ জোরে স্পিকার বাজলে অনেক মানুষের অসুবিধা হয়। ধর্মীয় স্থান কোনও অনুষ্ঠান বাড়ি বা সাংস্কৃতিক কোনও অনুষ্ঠান সেখানেও জোরে স্পিকার বাজানো থেকে বিরত থাকা উচিত। এক কথায় মানুষের অসুবিধা হয় এমন কোন কাজও করা উচিত নয়। যুক্তি দিয়ে সংগঠন বলে, মুসলিমরা সাধারণত মসজিদে নামাজ পড়েন। কলকাতার দু এক জায়গায় রাস্তায় নামাজ পড়ার কারণ হিসেবে দেখা যায়। এখানে অনেক ব্যবসায়ী বাইরে থেকে আসেন তাঁরা অনেক সময় কাছাকাছি মসজিদে নামাজ পাঠ করতে চলে যান। রাস্তা আটকে মানুষের অসুবিধা করে নামাজ না পাঠ করাই ভাল। এখানেই শেষ নয়, হুগলি জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এবং রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়, কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। প্রয়োজনে স্থানীয় যারা ইমাম বা মৌলবি রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। কোনও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার নেই। রাজনৈতিক নেতারা নানা সময়ে মুসলিমদের ব্যবহার করেছে বলেও অভিমত সংগঠনের। তাই সরকার যেটা বলছে সেটা মেনে চলাই শ্রেয়।

বজ্রপাতে সদ্যবিবাহিত যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া জীবন্তিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি, ২৪ মে ঃ আম কুড়াতে গিয়ে বজ্রপাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ২৫ বছর বয়সী মানারুল সেখ নামে সদ্যবিবাহিত যুবকের। শনিবার বিকেলে কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তির হঠাপড়া গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। মৃত যুবকের নাম মানারুল সেখ ওরফে সুজন, তিনি লক্ষ্মীনারায়নপুর গ্রামের নুরুউদ্দিন সেখের ছেলে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে হঠাৎই প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড়ের মধ্যেই বাড়ির পাশের বাগান থেকে আম আনতে গিয়েছিলেন মানারুল। ঠিক সেই মুহূর্তেই বজ্রপাতের কবলে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। বজ্রপাতের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং দ্রুত বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন সৌদি আরবে ছিলেন মানারুল। মাসখানেক আগেই তিনি দেশে ফিরেছিলেন এবং ধুমধাম করে তাঁর বিয়ে সম্পন্ন হয়। হাতের মেহেন্দির রং শুকোনোর আগেই, নতুন সংসারের সুখের দিন শুরুর ঠিক মুখে প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর নিয়তি কিছুতেই মানতে পারছেন না তাঁর পরিজন ও প্রতিবেশীরা। মৃত যুবকের মা মুজলেফা বেওয়া কান্নাভেজা গলায় বলেন, ছেলে দীর্ঘদিন সৌদিতে কাজ করত, অনেক কষ্ট করে বাড়ি করেছে। এক মাস আগে বাড়ি ফিরেছে, আর মাত্র দু'সপ্তাহ হল ওর বিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতে আল্লাহ এইভাবে আমার ছেলেকে নিয়ে চলে যাবে, আমি কোনোদিন ভাবিনি! ১৫ বছর আগে ওর বাবা মারা গেছে। বড় ছেলে মাঠে কোনোরকম কাজ করে। মানারুল আমার ছোট্ট ছেলে, যার উপার্জনে পুরো সংসার চলত। এখন আমি কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না! মানারুল শেখের মৃতদেহ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর রবিবার বিকেলে বাড়িতে দেহ ফিরলে এরপর সম্পন্ন হয় তাঁর জানাজা। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় সদ্যবিবাহিত যুবকের অকাল প্রয়াণে শোকাহত জীবন্তিবাসী।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.:- WBMSCL/NIT-348/2026; Dated- 21/05/2026
Repairing or replacement of defective ACB & MCCB for Main LT Panel at Sagardighi SSH, Murshidabad. Last date of submission of bid (online)- 02/06/2026 up to 3:00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.wbtenders.gov.in on or after 25/05/2026 at 04:00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to cpee@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL, Additional Secretary to the Govt. of West Bengal.
ICA- T8515(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORRIGENDUM TO NIT No.- WBIW/EE/MDD-II/e-NIT-04/ EE/M.D. D-II of 2026-27(3rd Call)
Tender Id:2026_IWD_1024289_1
As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 01.06.2026 up to 11:30 A.M. Other details may be seen in the websites www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Drainage Divn. No.II. ICA- T8524(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORIGENDUM TO e-NIT No.- WBIW/EE/CDOD /e-NIT 02/2026-27
Tender Id: 2026_IWD_1024281_1, 2026_IWD_1024281_2, 2026_IWD_1024281_3, 2026_IWD_1024281_4, 2026_IWD_1024281_5
As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1 to 5 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 29.05.2026 at 12:00 Hrs. Other details may be seen in the websites www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer Calcutta Drainage Outfall Division. ICA- T8529(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online Tender Notice no-NIeT No: ENGG/2026/04, vide memo no: CMOH (Ndgm)/2517dtd : 19.06.2026, has been invited by the Secretary, DH & FWS, & Chief Medical Officer of Health Nandigram Health District, Pin-721631 from the agency for "Electrical works for new construction of Su-Sasthya Kendra (HWC Type-B) at 12 nos. of different Sub-Centre under Nandigram Health District". Last date & time of application is 12.06.2026 up to 05:00 p.m. other details may also be seen from the office notice board/ website: www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Chief Medical Officer of Health Nandigram Health District. ICA- T8518(2)/2026

আসানসোল ডিভিশনে নন- ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৪ মে ঃ আসানসোল ডিভিশনের বর্ধমান-আসানসোল শাখার পানাগড় স্টেশনে 'প্যানেল ইন্টারলকিং'-কে 'ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং'-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে, ২৪.০৫.২০২৬ থেকে ২৭.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (প্রতিদিন ১২.০০ ঘটিকা থেকে ১৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) 'আপ' ও 'ডাউন' লাইনে ৪ দিনব্যাপী 'প্রাক-নন-ইন্টারলকিং' ও 'নন-ইন্টারলকিং' কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, **নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচল নিম্নরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ মেমু / যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিলকরণঃ** ২৪.০৫.২০২৬, ২৫.০৫.২০২৬, ২৬.০৫.২০২৬ এবং ২৭.০৫.২০২৬ তারিখে- ১. ৬৩৫১৮ আসানসোল-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার, ২. ৬৩৫২২ আসানসোল-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার, ৩. ৬৩৫১৩ বর্ধমান-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার, ৪. ৬৩৫১৫ বর্ধমান-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার। ২৭.০৫.২০২৬ তারিখে- ১. ৬৩৫১১ বর্ধমান-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার, ২. ৬৩৫১৬ আসানসোল-বর্দ্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার, ৩. ৬৩৫৪৯ বর্ধমান-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার, ৪. ৬৩৫৪৯ বর্ধমান-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার, ৬৩৫৫০ প্যাসেঞ্জার। ৬৩৫৫২ আসানসোল-অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার, ৬. ৬৩৫১৭ বর্ধমান-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার, ৭. ৬৩৫২৪ আসানসোল-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার, ৮. ৬৩৫১৪ আসানসোল-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার, ৬৩৫১৪ আসানসোল-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার, ৬৩৫১৭ বর্ধমান যাত্রী। **মেল / এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিলঃ** ২৭.০৫.২০২৬ তারিখে- ১. ২২৩২১ হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস, ২. ২২৩২২ সিউড়ি- হাওড়া হুল এক্সপ্রেস। **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি / সংক্ষিপ্ত উৎপত্তিঃ** ৬৩৫০৯ / ৬৩৫১০ বর্ধমান-ঝাঝা-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার (উভয়টি JCO ২৪.০৫.২০২৬, ২৫.০৫.২০২৬ এবং ২৬.০৫.২০২৬) ট্রেনগুলি সংক্ষিপ্তভাবে উৎপন্ন হবে / সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করা হবে আসানসোল এবং আসানসোল এবং বর্ধমান উভয় দিকনির্দেশের মধ্যে পরিষেবা থাকবে। ৬৩৫১৯ / ৬৩৫২০ বর্ধমান- বোকারো স্টিল সিটি-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার (উভয়ই JCO ২৭.০৫.২০২৬) ট্রেনগুলি আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত / সংক্ষিপ্তভাবে উৎপন্ন হবে এবং বর্ধমান এবং আসানসোলের মধ্যে পরিষেবা উভয় দিকেই বাতিল থাকবে। **ট্রেন নিয়ন্ত্রণ-** ১. ১৩০৩৭ হাওড়া- দেরাদুন কুম্ভ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখঃ ২৭.০৫.২০২৬), ২. ১৩১৫১ কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখঃ ২৭.০৫.২০২৬) এবং ৩. ১১৪৪৮ হাওড়া- জবলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখঃ ২৭.০৫.২০২৬)-এই ট্রেনগুলি যাত্রাপথে ৭৫ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ৪. ১২৩৮২ নয়াদিল্লি- হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখঃ ২৬.০৫.২০২৬) ট্রেনটি যাত্রাপথে ৬০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ৫. ০৪৬২৪ অমৃতসর-কলকাতা স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখঃ ২৫.০৫.২০২৬) এবং ৬. ০৯৭০৯ খাটিপুরা-হাওড়া স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখঃ ২৬.০৫.২০২৬)-এই ট্রেনগুলি যাত্রাপথে প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

আমডাঙায় বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ মে ঃ একাধিকবার অভিযোগ জানিয়ে, বারবার সরব হয়েও কোনও লাভ হয়নি। এবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয়রা। বেহাল রাস্তা সারাইয়ের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আমডাঙার বাসিন্দারা। রবিবার এলাকার রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়দের একাংশ। আমডাঙার তৃণমূল পরিচালিত বেড়াবেড়িয়া পঞ্চায়েতের গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকার ঘটনা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। অবরোধের জেরে এলাকায় যান চলাচল সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমডাঙা থানার পুলিশ। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, রাস্তার খারাপ অবস্থার কথা একাধিকবার পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়েই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিক্ষোভের পথ বেছে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

রেশন পাচারের আগেই হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসী, উত্তেজনা এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৪ মে ঃ রেশনের চাল পাচারের আগেই হাতেনাতে ধরল সাধারণ মানুষ। দুই পাচারকারীকে আটক করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে খাদ্য দফতরের আধিকারিক। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এলাকায়। ঘটনাস্থলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। রবিবার ফুলিয়া স্টেশন রোডের একটি গোডাউনে ট্রাকে চাল তোলা হচ্ছিল। সেই সময়ই এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। অভিযোগ, সরকারি স্টিকার লাগানো রেশনের চালের বস্তা গোডাউনের ভিতরে বদল করে অন্য বস্তায় ভরে গাড়িতে তোলা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়রা গাড়িটিকে আটক করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ফুড অফিসার এবং শান্তিপুর থানার পুলিশ। গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৬০০ বস্তা চাল উদ্ধার হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো চক্রের সন্ধান পাওযার চেষ্টা চলছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিজেপির একাধিক নেতৃত্বও। স্থানীয়দের অভিযোগ, গোডাউন থেকে এই চাল বস্তাবন্দি করে বীরভূমের উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল। সরকারি লোগো দেওয়া রেশনের চাল কীভাবে বস্তা বদল করে অসাধু ব্যবসায়ীরা পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিল, তা নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে তীব্র শোরগোল। প্রশাসন সূত্রে খবর, গোডাউনের মালিক বর্তমানে পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া চালের উৎস এবং এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে।

বোলপুরে ডাকাতির ছক বানচাল, ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৪ মে ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশের জালে ধরা পাল ৭ জন দুস্কৃতী। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে বীরভূম জেলার বোলপুরের ত্রিশুলাপট্টি এলাকার হাটি মিল সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন সংেদহভাজন যুবক জো হয় বলে গোপন সূত্রে খবর আসে। খবর পাওয়ার পরেই তাঘি। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছয় বোলপুর থানার পুলিশ। এরপর গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে পালানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থল থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ৭ জন দুস্কৃতীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, এলাকায় বাস। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই তারা সেখানে জো হয়েছিল এবং পরিকল্পনার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছিল। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জাতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে।

মেট্রোর রেকে বিভ্রাট, ব্যাহত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মে ঃ ছুটির দিনের মেট্রো বিভ্রাট। রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় মেট্রোর রেকে আচমকা যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এ দিন শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে ছেড়ে এসি মেট্রোর একটি রেক টালিগঞ্জ সংলগ্ন মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনে পৌঁছলে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে যাত্রীদের আচমকা ট্রেন থেকে নেমে যেতে বলা হয়। জানানো হয়, রেকে সমস্যার কারণে ওই ট্রেন যাবে না। যাত্রীরা আটকে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে অন্য মেট্রোয় যাত্রীরা ওঠেন।

অফবিট

হারিয়ে যাওয়া বিষ্ণুলোকের খোঁজ। জঙ্গলের নিচে লুকিয়ে প্রাচীন সভ্যতার অজানা ইতিহাস চমকে দেবে আপনাকে

জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে থাকা আংকরভাট শুধু একটি মন্দির নয়, বরং সোনায় মোড়া অতীত, গোপন সুড়ঙ্গ, হারিয়ে যাওয়া নগর সভ্যতা এবং রহস্যময় লোককথার এক বিস্ময়কর মিলনস্থল।

এস. পাল

বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর স্থাপত্য নিদর্শন আঙ্করভাট-যার নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশাল পাথরের শহর, রহস্যময় খোদাই আর ইতিহাসের স্তরে স্তরে জমে থাকা গল্প। কম্বোডিয়ার সিয়েম রিপ শহর থেকে প্রায় ছয় থেকে সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মন্দির শুধু একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়, বরং এটি একসময়ের শক্তিশালী খমের সাম্রাজ্যের গৌরবগাথা। আজকের প্রতিবেদনে আমরা তুলে ধরছি আংকরভাটের সেইসব অজানা গল্প, যেগুলো শুধু ইতিহাস নয়, বরং মানুষের বিশ্বাস, রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য মেলবন্ধন। এই প্রতিবেদন পড়ে আপনি জানতে পারবেন-কীভাবে একটি মন্দির হয়ে উঠেছিল এক রাজ্যের ক্ষমতার প্রতীক, কেন এটি প্রথমে হিন্দু মন্দির হয়েও পরে বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়, এবং কী রহস্য লুকিয়ে আছে এর স্থাপত্যের প্রতিটি স্তরে।

● আংকরভাট এক বিশাল নগর সভ্যতা

আংকরভাটকে শুধুমাত্র একটি মন্দির বলা ভুল হবে। এটি আসলে একটি সুবিশাল নগরী, যা একসময় খমের সাম্রাজ্যের রাজধানীর অংশ ছিল। ১২শ শতকের গোড়ায় রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ এই মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তার লক্ষ্য ছিল দ্বৈত-একদিকে এটি হবে রাজ্যের প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র, অন্যদিকে এটি হবে তার নিজের সমাধি মন্দির। মন্দিরটির পরিকল্পনা এতটাই বিশাল যে আজও আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া এমন স্থাপত্য কল্পনা করা কঠিন। চারপাশে পরিখা, কেন্দ্রে উঁচু স্তম্ভ আর তার উপর মূল মন্দির-সব মিলিয়ে এটি যেন এক সুসংগঠিত শহর। গবেষকদের মতে, এটি সেই সময়ের অন্যতম বৃহ ধর্মীয় স্থাপনা, যা শুধু ধর্মীয় নয়, প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হত। আংকরভাট মূলত একটি হিন্দু মন্দির, যা উৎসর্গ করা হয়েছিল ভগবান বিষ্ণু-কে। রাজা সূর্যবর্মণ দ্বিতীয় নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই ধারণার মাধ্যমে তিনি তার শাসনকে দেবত্বের সঙ্গে যুক্ত করে জনগণের মধ্যে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে চেয়েছিলেন। এই মন্দির নির্মাণের পেছনে তাই শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, ছিল রাজনৈতিক কৌশলও। রাজা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুর সাথে মিলিত হয়ে বিষ্ণুলোকে বাস করবেন। সেই কারণেই পুরো মন্দিরটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে এটি স্বর্গীয় জগতের প্রতিচ্ছবি হয়। মন্দিরের ভেতরে বিষ্ণুর আট হাতের এক বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে তার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের মতো প্রতীক দেখা যায়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই মূর্তি আজও তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে। মন্দিরের কেন্দ্রীয় অংশটি ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে উঠেছে, যেন একটি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানোর অনুভূতি দেয়। এই নকশার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে মন্দিরটি শুধুমাত্র একটি উপাসনালয় নয়, বরং এটি স্বর্গের পথ। প্রতিটি স্তর একেকটি আধ্যাত্মিক স্তরকে নির্দেশ করে, যেখানে নিচ থেকে উপরে উঠতে উঠতে মানুষ দেবত্বের কাছাকাছি পৌঁছায়। এই স্থাপত্যের নিখুঁত সামঞ্জস্য, জ্যামিতিক নির্ভুলতা এবং সূক্ষ্ম খোদাই আজও গবেষকদের বিস্মিত করে। আংকরভাট নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে মূলত বালি পাথর, যা দূরের খনি থেকে এনে এখানে বসানো হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সেই সময়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই হাজার হাজার শ্রমিক, শিল্পী ও স্থপতি প্রায় ২৮ থেকে ৩০ বছর ধরে এই মন্দির নির্মাণ করেন। গবেষণা অনুযায়ী, ১১২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই নির্মাণকাজ চলে। পাথরগুলো একসঙ্গে জোড়া দিতে ব্যবহার করা হয়েছিল গাছের আঠা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান। এত বিশাল প্রকল্প পরিচালনা করা সেই সময়ে কতটা কঠিন ছিল, তা ভাবলেই বোঝা যায় এই সাম্রাজ্যের সংগঠন এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা কতটা উন্নত ছিল।

● আংকরভাটের গোপন রহস্য

বর্তমানে আংকরভাট শুধু কম্বোডিয়ার নয়, গোটা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে আসেন এর সৌন্দর্য, ইতিহাস এবং রহস্যকে কাছ থেকে দেখার জন্য। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় থাকা এই মন্দির আজও গবেষকদের কাছে এক রহস্য। এর প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি খোদাই যেন অতীতের গল্প বলে যায়। বিশ্ববিখ্যাত আংকরভাট-কে আমরা সাধারণত একটি প্রাচীন মন্দির হিসেবেই চিনি। কিন্তু এই বিশাল স্থাপত্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এমন কিছু অজানা গল্প, যা ইতিহাস, রহস্য আর লোককথাকে এক সুতোয় বেঁধে দেয়। আজকের প্রতিবেদনে আমরা তুলে ধরছি সেইসব অজানা রহস্য-যেখানে সোনায় মোড়া মন্দির, লুকিয়ে থাকা সুড়ঙ্গ, প্রেতাত্মার গুজব এবং হারিয়ে যাওয়া রাজতন্ত্রের গল্প একসাথে মিশে গেছে। অদ্ভুত হলেও সত্যি, আংকরভাটের কোনো সমসাময়িক শিলালিপিতে এর বর্তমান নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইতিহাসবিদদের মতে, এই মন্দিরটি প্রাচীনকালে বড়াহো বিষ্ণুলোক বা পরম বিষ্ণুলোক নামে পরিচিত ছিল। এটি ছিল সেই পবিত্র স্থান, যেখানে মৃত্যুর পর আত্মারা সঙ্গে মিলিত হয় বলে বিশ্বাস করা হত। এই ধারণা থেকেই বোঝা যায়, মন্দিরটি শুধুমাত্র পূজার স্থান নয়, বরং একধরনের আধ্যাত্মিক গন্তব্য হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছিল। আংকরভাটের আরেকটি চমকপ্রদ দিক হলো-এর দেওয়ালগুলিতে একসময় সোনার পাতার আবরণ ছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রতিটি খোদাই, প্রতিটি অলংকরণে সোনার ছোঁয়া ছিল, যার ফলে দূর থেকে এটি যেন একটি সোনার পাহাড়ের মতো ঝলমল করত। আজও মন্দিরের কিছু অংশে সেই সোনার চিহ্ন বা কোণার অবশিষ্টাংশ দেখা যায় বলে দাবি করেন গবেষকরা। যদি এই তথ্য সত্যি হয, তাহলে আংকরভাট শুধু স্থাপত্যের দিক থেকেই নয়, ঐশ্বর্যের দিক থেকেও ছিল অসাধারণ। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্প্রতি এক বিস্ময়কর তথ্য সামনে এসেছে। লিডার স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে জঙ্গলের নিচে একটি বিশাল প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে আংকরভাট শুধুমাত্র একটি মন্দির নয়, বরং এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ নগর সভ্যতার কেন্দ্র। মন্দিরের চারপাশে পাওয়া গেছে প্রশস্ত রাস্তা, বালুতট এবং পরিকল্পিত স্থাপত্যের নিদর্শন-যার মধ্যে কিছু রাস্তা প্রায় ১৮ মিটার চওড়া ছিল। এছাড়াও, এখানে ১০৮টি স্তম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ধর্মীয় প্রতীক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। আংকরভাট ঘিরে রয়েছে নানা লোককথা ও গুজব। স্থানীয়দের মতে, মন্দিরের আশেপাশের কিছু ধ্বংসস্তূপে নাকি বাস করে অপেক্ষমাণ আত্মারা-যারা তাদের দুষ্কর্মের জন্য বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করতে পারেনি। এই আত্মারা নাকি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করছে নিজেদের মুক্তির জন্য। যদিও এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তবুও এই গল্পগুলো মন্দিরটিকে আরও রহস্যময় করে তোলে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশিষ্ট লেখক হিসেবে পরিচিত হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত আঙ্করভাটের ভূতুড়ে সৌন্দর্যময় পটভূমিতে বসে লেখা বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামে গ্রন্থে জানিয়েছেন, একদল তরুণ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ যখন আংকরভাটের সংস্কারের কাজে আসেন, তখন তারা ধীরে ধীরে এক রহস্যময় ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। যদিও এই গল্পের সত্যতা যাচাই করা কঠিন, তবুও এটি আংকরভাটকে ঘিরে থাকা রহস্যকে আরও গভীর করে তোলে। সব মিলিয়ে আংকরভাট শুধু একটি হিন্দু মন্দির নয়। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে ইতিহাস, ধর্ম, লোককথা এবং রহস্য একসাথে মিশে গেছে। প্রতিটি ইট, প্রতিটি খোদাই যেন একেকটি গল্প বলে-কখনও বাস্তব, কখনও কল্পনা, কিন্তু সবসময়ই আকর্ষণীয়।

ফের ভয়াবহ বিস্ফোরণে রক্তাক্ত জাফর এক্সপ্রেস! বালোচ আক্রমণে নিহত ২৪

সংবাদ, কোয়েটা, ২৪ মেঃ পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশ ফের রক্তাক্ত। রবিবার সকালে কোয়েটার চমন ফাটক রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ভয়াবহ আত্মঘাতী বোমা হামলায় কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। লক্ষ্য ছিল জনপ্রিয় জাফর এক্সপ্রেস। বিস্ফোরণের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এখনও পর্যন্ত অন্তত ২৪ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে স্থানীয় প্রশাসন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৮০ জনেরও বেশি যাত্রী ও নিরাপত্তাকর্মী। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় সকাল প্রায় ৮টা ৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে জাফর এক্সপ্রেসের কাছে পৌঁছায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা

এলাকা। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, গাড়িটিতে প্রায় ৭০ কেজিরও বেশি শক্তিশালী বিস্ফোরক মজুত ছিল। এটি ছিল একটি আত্মঘাতী গাড়ি বোমা হামলা। জানা গিয়েছে, জাফর এক্সপ্রেসে সেই সময় পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বহু সদস্য যাত্রা করছিলেন। ঈদের ছুটিতে তাঁরা নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন। সেই কারণেই ট্রেনটিকে নিশানা করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ট্রেনের একাধিক বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। অন্তত দুটি বগিতে আগুন ধরে যায় বলে খবর। আগুন ও ধোঁয়ায় আতঙ্কিত যাত্রীরা প্রাণ বাঁচাতে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিতে শুরু করেন। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর্তনাদ ও বিশৃঙ্খলা। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকা কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আশপাশের বহু ভবনের জানালার কাচ ভেঙে গিয়েছে বিস্ফোরণের চাপে। ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজ শুরু করে পাকিস্তানের সেনা ও স্থানীয় প্রশাসন। আহতদের দ্রুত কোয়েটা সিভিল হাসপাতাল এবং সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কোয়েটার সমস্ত সরকারি হাসপাতালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। চিকিৎসকদের ছুটি বাতিল করে অতিরিক্ত মেডিক্যাল টিম মোতায়েন করা হয়েছে। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে বালোচ লিবারেশন আর্মি বা বিএলএ। সংগঠনটির 'মজিদ ব্রিগেড' একটি বিবৃতিতে জানায়, তারাই এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বেলুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালিয়ে আসছে এই সংগঠন। পাকিস্তান সরকার এবং সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে একাধিক হামলার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে বালুচিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলার প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনায় ফের পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তারা। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে এই হামলা যে গোটা পাকিস্তানকে নতুন করে আতঙ্কের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল, তা বলাই যায়। বর্তমানে গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তাবাহিনী। চলছে জোরদার তল্লাশি অভিযান।

প্রকাশ্য রাস্তায় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে খুন পঞ্জাব পুলিশের এএসআই

সংবাদ সংস্থা, অমৃতসর, ২৪ মেঃ পঞ্জাব পুলিশের সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) জোগা সিংহকে রবিবার সকালে ডিউটিতে যাওযার পথে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে অমৃতসরের মজিঠা এলাকার কাছে ফতেহগড় চুরিয়ান-মজিঠা রোডে। সকাল ছ'টা নাগাদ তিনি স্কুটার চালিয়ে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই একটি মোটরসাইকেলে করে আসা দুই অজ্ঞাত আততায়ী তাঁর স্কুটার আটকে কাছ থেকে গুলি চালায়। জোগা সিংহ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, জোগা সিংহ অমৃতসর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক উইংয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি গুরুদাসপুর জেলার ঘানিয়ে কে বাঙ্গর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। প্রতিদিনের মতোই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন। প্রায় এক কিলোমিটার আগে মজিঠা পৌঁছানোর আগে এই নৃশংস হামলা হয়। আততায়ীরা কোনো কথা না বলে সরাসরি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় মজিঠা এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অমৃতসর রুরাল পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ফরেনসিক টিম মাটি থেকে শুরু করে প্রমাণ সংগ্রহ করছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সবকটি অ্যাঙ্গেল থেকে তদন্ত করছে ব্যক্তিগত শত্রুতা, রোড রেজ কিংবা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। তবে পুলিশ দ্রুত অপরাধীদের চিহ্নিত করার আশ্বাস দিয়েছে।এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পঞ্জাবের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। শিরোমণি অকালি দল এবং কংগ্রেসের নেতারা মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের সরকারের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলছেন, সীমান্তবর্তী রাজ্যে পুলিশ অফিসারদের উপর হামলা বেড়ে চলেছে। এটা সরকারের ব্যর্থতার প্রমাণ। পরিবারের লোকজন এখনও শোকে বিহ্বল। জোগা সিংহের স্ত্রী ও সন্তানরা অপেক্ষা করছিলেন তিনি ডিউটি থেকে ফিরবেন, কিন্তু ফিরলেন শুধু নিথর দেহ হয়ে।

কঙ্গো-উগান্ডা ভ্রমণে 'না', ইবোলা মোকাবিলায় গাইডলাইন দিল্লির, সেইসব দেশের ভারতীয়দেরও সতর্কবার্তা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ মেঃ আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ইবোলার নতুন প্রাদুর্ভাব বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সঙ্কট ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই অবস্থায় ভারত সরকার রবিবার সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে- কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানের মতো আক্রান্ত দেশগুলিতে এখনই অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ না করাই ভালো। ওই অঞ্চলে থাকা ভারতীয়দেরও কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলা হয়েছে। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে নতুন করে ইবোলা ছড়িয়ে পড়ায় চিন্তা বাড়ল আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য দফতরগুলিতে। পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাওয়ায় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক রবিবার জরুরি সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে, কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানে আপাতত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই সবচেয়ে নিরাপদ। ওই দেশগুলোয় থাকা ভারতীয়দেরও কঠোরভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্যবিধি মানতে বলা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই এই পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বেগজনক জনস্বাস্থ্য সঙ্কট। ভারত সরকার জানিয়েছে, কঙ্গো ও আশপাশের দেশগুলিতে ইবোলার সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে। তাই ভারতীয় নাগরিকদের এখনই সেখানে ভ্রমণের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্য, অত্যাবশ্যক না হলে কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানে ভ্রমণ করবেন না। এছাড়া জানানো হয়েছে, ভারতে এখনও পর্যন্ত ইবোলা সংক্রমণের কোনও ঘটনা ধরা পড়েনি, বিশেষত এই নতুন ছড়ানো বুন্দিবুগিও স্ট্রেন-এর ক্ষেত্রে। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ইবোলার সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকায় উদ্বেগ বেড়েছে। আফ্রিকার স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন সঙ্কটজনক, তাই মহাদেশজুড়ে হাই অ্যালার্ট প্রয়োজন। মূলত কঙ্গো ও উগান্ডায় 'বুন্দিবুগিও' স্ট্রেনের ইবোলা ছড়াচ্ছে, আর সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ সুদানকেও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

২২ মে হু জরুরি কমিটি যেসব নির্দেশিকা জারি করেছে, তার মূল পয়েন্টগুলো হল- (১) বিমানবন্দর, সীমান্ত ও বন্দর- সব জায়গায় নজরদারি আরও কঠোর করতে হবে। (২) আক্রান্ত দেশগুলো থেকে জ্বর বা অজানা অসুস্থতা নিয়ে কেউ এলে তাঁকে আলাদা রেখে পরীক্ষা করতে হবে। (৩) যেখানে ইবোলা ছড়াচ্ছে, সেখানে সাধারণ মানুষকে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইবোলা একটি ভাইরাসজনিত হেমোরেজিক ফিভার, যার কারণ 'বুন্দিবুগিও' স্ট্রেন। এই রোগের মৃত্যু হার খুবই বেশি। এখনও পর্যন্ত এই স্ট্রেন মোকাবিলায় কোনও টিকা বা নির্দিষ্ট ওষুধ নেই। তাই লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে পারে। ফলে আক্রান্ত অঞ্চলে প্রতিরোধই সবচেয়ে জরুরি।

ভারত সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য কয়েকটি মূল পরামর্শ দিয়েছে- (১) প্রয়োজন না হলে কঙ্গো, উগান্ডা বা দক্ষিণ সুদানে ভ্রমণ করবেন না। (২) যারা ওই দেশে রয়েছেন, তাঁরা স্থানীয় স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলুন। (৩) জ্বর বা অস্বাভাবিক কোনো উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা নিন।

পরিস্থিতি বদলালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নতুন আপডেট জানানো হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

ইউরেনিয়াম হস্তান্তরে রাজি ইরান! আমেরিকার কাছে শেষপর্যন্ত হার মানল তেহরান?

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২৪ মেঃ আমেরিকা-ইরানের মধ্যে শান্তিচুক্তি কি এবার সময়ের অপেক্ষা? ট্রাম্পের দাবি, ইরানের সঙ্গে চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ইরান মজুত ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করতে প্রস্তুত? কারণ শান্তিচুক্তির প্রস্তাবে আমেরিকার প্রধান শর্তই ছিল, ইরানকে ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু, প্রথম থেকেই আমেরিকার এই শর্তে রাজি ছিল না ইরান। তবে, মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আমেরিকার এই শর্তে রাজি ইরান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছেন, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে শান্তিচুক্তি প্রায় চূড়ান্ত। ওই চুক্তি অনুযায়ী, ইরান হরমুজ প্রণালীও পুনরায় খুলে দেবে বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। যদিও, এই চুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে, দুই উচ্চপদস্থ মার্কিন আধিকারিক সেদেশের সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তেহরান তার মজুত করে রাখা ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। তবে, মার্কিন আধিকারিকরা এও জানিয়েছেন, ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও আলোচনা বাকি। বৃহত্তর চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর পারমাণবিক আলোচনার পরবর্তী পর্বে ইরান কীভাবে এই উপাদানটি হস্তান্তর করবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে শোনা গিয়েছিল, আমেরিকা নয়, রাশিয়ার কাছে ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছে ইরান। তাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন ট্রাম্পও। সেক্ষেত্রে এখন এই ইউরেনিয়াম আমেরিকা নাকি রাশিয়া কোন দেশের কাছে হস্তান্তর করে ইরান, বা আদৌ করে কি না সেদিকে নজর থাকবে গোটা বিশ্বের। ইরান ও আমেরিকার শান্তিচুক্তির আরও একটা শর্ত ছিল হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, হরমুজ খুলে দিতেও সম্মত ইরান। তবে, ইরান ট্রাম্পের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। তেহরান জানিয়েছে, হরমুজের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে। ইরান কেবল হরমুজে যাতায়াতকারী জাহাজের সংখ্যাকে আবারও আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে সম্মত হয়েছে। তবে, কোনওভাবেই যুদ্ধের আগের মতো জাহাজের অবাধ চলাচল সম্ভব নয়।

CHANGE OF NAME

I, Abdur Rasid (Old Name) S/O–Abed Sekh resident of Pamaipur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Abdur Rasid to Abdur Rashid and henceforth I shall be known as Abdur Rashid (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/05/ 2026. My name Abdur Rashid & Abdur Rasid both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mrinal Das (Old Name) S/O–Hemanta Kumar Das resident of Block E Road No 18, Po & Ps-Taherpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741159 do hereby declared that I have changed my name from Mrinal Das to Mrinalkanti Das and henceforth I shall be known as Mrinalkanti Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/05/ 2026. My name Mrinalkanti Das & Mrinal Das both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOLLA PARVEZHOSSAIN IQBALHOSSAIN S/O IQBAL HOSSAIN MOLLA resident of Vill - Rameswar, P.O - Pindira, P.S - Kalna, Dist - Purba Bardhaman, West Bengal, Pin - 712146, do hereby declared that I have changed my name and shall henceforth be known as PARVEZ HOSSAIN MOLLA vide affidavit No - 1152 Dated-21/05/26 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That MOLLA PARVEZHOSSAIN IQBALHOSSAIN and PARVEZ HOSSAIN MOLLA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Golam Mostafa (Old Name) S/O–Amir Sk resident of Nawdapara Ps-Daulatabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mostafa to Mustafa Seikh and henceforth I shall be known as Mustafa Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/05/ 2026. My name Mustafa Seikh & Golam Mostafa both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Banasree Roy (Old Name) W/O – Trilokendu Das, Resident of 3/20/G, K. K. Banerjee Road, P.O. & P.S -Berhampore, Dist- Murshidabad, State - West Bengal, Pin- 742101, do hereby declared that I have changed my name from Banasree Roy to Banasree Das and henceforth I shall be known as Banasree Das (new name) in all purpose, vide an affidavit no. 71, sworn before the Notary Public at Berhampore court on 22/05/2026, My name Banasree Das & Banasree Roy both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Rehena Begam, D/O- Mirza Sadre Alam, resident of Vill-Taraposh, P.O-Amila, P.S- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-713423, do hereby declared that I have changed my name and shall henceforth be known as REHENA BEGAM SEKH vide affidavit No - 1151, Dated-21/05/26 sworn before the notary public at Purba Bardhaman. That Rehena Begam and Rehena Begam Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Raosan Ali Mondal S/O- Oach Mondal @ Oyach Mondal resident of Vill-Bitra, P.O. -Bitra, P.S.-Memari, Dist - Purba Bardhaman, West Bengal, Pin - 713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as RAOSAN MONDAL vide affidavit No- 1150 Dated -21/05/26 sworn before the notary public at Purba Bardhaman. That Raosan Ali Mondal and Raosan Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sabita Das (old name) W/o- Debdas Das residing at Kandi, Municipality , Kandi, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SABITA DAS to SABITA DAS BAGDI and henceforth I shall be known as SABITA DAS BAGDI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/05/2026. SABITA DAS (old name) and SABITA DAS BAGDI (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prabhati Adhikari (old name) W/o- Paritosh Adhikari residing at Pabna colony , Pukur par, Chakda, Chakda, Dist-Nadia, Pin-741222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PRABHATI ADHIKARI to PRAVATI ADHIKARI and henceforth I shall be known as PRAVATI ADHIKARI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/05/2026. PRABHATI ADHIKARI and PRAVATI ADHIKARI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shukharani Das (old name) W/o- Anath Bandhu Das residing at Kandi, Municipality , Kandi, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHUKHARANI DAS to SHIKHA RANI DAS and henceforth I shall be known as SHIKHA RANI DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/05/2026. SHUKHARANI DAS (old name) and SHIKHA RANI DAS (new name) both are same and one identical person.

I, **Aghor Kumar Dudhwewala**, Son of Late Raghubir Prasad Dudhwewala, residing at AD-6A, Sector - I, Salt Lake, Bidhan Nagar (M. Corpn), 24 Parganas North, Kolkata - 700064 do hereby solemnly affirm that vide Affidavit No. 17670 dt. 21.5.2026 Before The Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata, I declare that I am also known as Aghor Kr. Dudhwala, Son of R.D. Dudhwala. **Aghor Kumar Dudhwewala and Aghor Kr. Dudhwala both are same and identical person.**

CHANGE OF NAME

I, ANUJA ROY CHOUDHURY, W/O ARINDAM ROY CHOUDHURY RESIDING AT VILL RAMKRISHNA SARANI, SREENAGAR, P.S. HABRA, DIST NORTH 24 PGS. DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUJA ROY CHOUDHURY BANERJEE IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO.482 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC COURT AT KOLKATA ON 20/5/2026. ANUJA ROY CHOUDHURY AND ANUJA ROY CHOUDHURY BANERJEE BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে ফিট ইন্ডিয়া ও তেল সাশ্রয়ের বার্তা ফরাক্কা সিআইএসএফের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ মে ঃ দেশজুড়ে 'ফিট ইন্ডিয়া' (Fit India) আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে এবং জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে এক বিশেষ উদ্যোগ নিল ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের সিআইএসএফ (CISF) ইউনিট। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে তৈরি হওয়া যুদ্ধ আবহে বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রাখতে সম্প্রতি দেশবাসীর প্রতি এক বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সেই দূরদর্শী আহ্বানকে সামনে রেখেই রবিবার ফরাক্কায় একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের সিআইএসএফ ইউনিটের কমান্ড্যান্ট নকুল কুমার বর্মার সুদক্ষ নেতৃত্বে ও উপস্থিতিতে এই কর্মসূচিটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এদিন সকালে সিআইএসএফের কমান্ড্যান্ট অফিস প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে ফরাক্কার শঙ্করপুর ব্রিজ পর্যন্ত যায় এবং পুনরায় নিজস্ব গন্তব্যে ফিরে আসে। বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের কথা মাথায় রেখে জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমানোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও নিজেদের কনভয়ে কাটছাঁট করে তেলের অপচয় রোধের এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন, যা সাধারণ মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করছে। এই র‍্যালির মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয় যে, বর্তমান সময়ে সুস্থ ও সতেজ লাইফস্টাইল বজায় রাখতে দৈনন্দিন জীবনে শারীরিক কসরতের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, ঠিক তেমনই পরিবেশ দূষণ রোধে এবং দেশের জ্বালানি সম্পদ বা মহার্ঘ্য তেল সাশ্রয় করতে সাইকেলের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী। বিশ্বের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের ছোট ছোট পদক্ষেপই দেশের অর্থনীতিকে বড়সড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে। সাইকেলের ব্যবহার একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ভালো রাখবে, অন্যদিকে দেশের জ্বালানি সাশ্রয়ে বড় ভূমিকা নেবে। উল্লেখ্য, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প কেন্দ্র সরকারের 'জনশক্তি' (জলশক্তি) মন্ত্রকের অধীনে থাকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্প। গঙ্গার জলবণ্টন এবং কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার পাশাপাশি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই রকম একটি হাই-প্রোফাইল কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুরক্ষায় নিয়োজিত সিআইএসএফ জওয়ানরা শুধু নিরাপত্তারক্ষাতেই নয়, সমাজ সচেতনতা প্রসারেও যে সমানভাবে তৎপর, আজকের এই কর্মসূচি তারই প্রমাণ। এদিনের এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে কমান্ড্যান্ট নকুল কুমার বর্মা ছাড়াও সিআইএসএফ ইউনিটের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক এবং জওয়ানরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। জওয়ানদের এই পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক উদ্যোগকে স্থানীয় বাসিন্দারা সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বেঁকে বসলেন শেখ সুফিয়ানও! নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে প্রার্থী খুঁজতে গিয়ে বিপাকে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৪ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর মুখ ফিরিয়েছেন পবিত্র কর। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে আর প্রার্থী হতে নারাজ তিনি। পবিত্র কর বেঁকে বসতেই নন্দীগ্রামে দলের পুরনো মুখ শেখ সুফিয়ানের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন সুফিয়ানও। ফলে নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে প্রার্থী খুঁজতে গিয়েই বেকায়দায় তৃণমূল। ভবানীপুরের বিধায়ক পদ রেখে নন্দীগ্রামের বিধায়ক হিসেবে ইস্তফা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে প্রায় দশ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন শুভেন্দু। বিধায়ক পদ থেকে শুভেন্দু ইস্তফা দেওয়ায় এবার নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন হবে। সেই উপনির্বাচনেই প্রার্থী খুঁজতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। সূত্রের খবর, তৃণমূলের রাজ্য স্তরের নেতারা সুফিয়ানের নন্দীগ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দোলা সেন সহ বেশ কয়েক নেতা সুফিয়ানের বাড়িতে আসেন। কিন্তু প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাবে না করে দেওয়ার পাশাপাশি দলের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সুফিয়ান। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেছে সুফিয়ানের মুখে। সুফিয়ান নিজেই জানিয়েছেন, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে দল তাঁকে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিলেও তা ফিরিয়েছেন তিনি। একদা নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বিশ্বস্ত সৈনিক সুফিয়ান দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, দলের কেউ খোঁজ নেয় না। বার বার অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য আমাদের উস্কানো হয়েছে। কিন্তু তার পরে আর দলের কেউ যোগাযোগই রাখেনি। একসময় যে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে সরব হতেন, এ দিন সেই শুভেন্দু অধিকারীরও ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছে শেখ সুফিয়ানের গলায়। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যথেষ্ট সফল হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর। নন্দীগ্রামকেও শুভেন্দু অধিকারী অনেক কিছু দেবেন বলে আশাবাদী সুফিয়ান। শুভেন্দুর সাংগঠনিক ক্ষমতারও প্রশংসা শোনা গিয়েছে সুফিয়ানের মুখে। নন্দীগ্রামে বরাবরই তৃণমূলের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন শেখ সুফিয়ান। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন সুফিয়ান। সেবার অবশ্য পরাজিত হন তিনি। পরে পঞ্চায়েত ভোটে জিতে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হন তিনি।

বেড়েছে মেয়ং খোলার জলস্তর, বিচ্ছিন্ন ম্যাঙ্গান-চুংথাং সড়ক, যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিকিম, ২৪ মে ঃ বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় হড়পা বান ও ভূমিধসের শঙ্কাও বেড়েছে। মঙ্গন জেলা প্রশাসনের তরফে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। পাহাড়ের উঁচু এলাকায় ভারী বৃষ্টি চলতে থাকায় গ্যাংটকের কাছে তিস্তা নদীর জলস্তর বাড়ছে। প্রশাসনের তরফে নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। মেয়ং খোলার জলস্তর বৃদ্ধি, বিচ্ছিন্ন ম্যাঙ্গান-চুংথাং সড়ক, যান চলাচলে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান অবস্থায় ওই রাস্তায় যাতায়াত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সেই কারণে চুংথাং এবং ম্যাঙ্গান- উভয় দিকের চেকপোস্টে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জলস্তর কমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপাতত গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং বাসিন্দাদের ওই রুট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তার উপর প্রভাব পড়তে শুরু করে। এর পরেই প্রশাসনের তরফে দুই দিক থেকে আসা সমস্ত যানবাহনকে নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত যাত্রী ও চালকদের নিরাপদ জায়গায় থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তর সিকিমে প্রবল জলস্ফীতির জেরে ম্যাঙ্গান-চুংথাং সড়কে দেখা দিল বিপত্তি। মেয়ং খোলার জলস্তর হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় শনিবার ওই গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফে ওই সড়ক ধরে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ম্যাঙ্গানের জেলা শাসক অনন্ত জৈন এবং পুলিশ সুপার এল বি ছেত্রী। তাঁরা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন মঙ্গনের জেলাশাসক অনন্ত জৈন এবং এসপি এলবি ছেত্রী। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। শীর্ষ দুই আধিকারিক জানিয়েছেন, রাস্তাটি যাতায়াতের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। তাই, চুংথাং এবং মঙ্গন উভয় দিক থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ করার জন্য চেকপোস্টগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জলস্তর নেমে গেলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে শুধু মঙ্গন-চুংথাং সড়ক নয়। প্রবল বর্ষণের জেরে ফি খোলার জলস্তর বেড়ে চলায় ফিডাং গ্রামের কাছে লোয়ার জংগু রোড বন্ধ হয়েছে। যাত্রীদের আপাতত ওই রাস্তা দিয়ে. যাতায়াত না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ডাম্পার ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ, মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ মে ঃ হলদিয়ার ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। রবিবার সকালে হলদিয়ার সিটি সেন্টার সংলগ্ন মোরাম এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি দ্রুত গতির ডাম্পার সজোরে ধাক্কা মারে একটি তেল ট্যাঙ্কারের পিছনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেসময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ওই যুবক। ডাম্পারের ধাক্কায় ট্যাঙ্কারের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ওই পথচারী যুবককে। রাস্তায় পড়ে যান ওই যুবক। এর পরে ট্যাঙ্কারের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ এসে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে তাঁর নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পলাতক ডাম্পার এবং ট্যাঙ্কারের চালক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলার অভিযোগে ট্রাক্টর-ট্রলি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৪ মে ঃ সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ডুয়ার্সের চেল নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ। রবিবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একটি ট্রাক্টর-ট্রলি আটক করল পুলিশ। ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ এই অভিযান চালায়। তবে পুলিশের গাড়ি আসতে দেখেই চম্পট দেয় পাচারকারীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রবিবার চেল নদীর চর থেকে দেদার বালি তোলা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের গাড়ি নদীর চরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বেগতিক বুঝে বালিবোঝাই ট্রাক্টর-ট্রলিটি ওখানেই ফেলে রেখে চম্পট দেয় পাচারকারীরা। তদন্তে পুলিশ।

তৃণমূলে কোনও আদর্শ নেই ঃ সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ মে ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, তৃণমূলে কোনও আদর্শ নেই। রবিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, দেখুন, এই বিষয়ে মন্তব্য করা এখনও অনেক তাড়াতাড়ি, কিন্তু তৃণমূল দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে পারবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কারণ এটি এমন একটি দল যার পেছনে কোনও ধরনের আদর্শ নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, কেবল আদর্শসম্পন্ন দলগুলোই দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকতে পারে। যেহেতু তৃণমূলের নেপথ্যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক আদর্শ নেই, তাই দীর্ঘমেয়াদে তাদের টিকে থাকা খুবই কঠিন।

প্রয়াত হলেন প্রাক্তন জেলা জজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মে ঃ সম্প্রতি প্রয়াত হলেন প্রাক্তন জেলা জজ বৃন্দাবন মন্ডল। বারাসাতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ও তিনি বহু সমাজ সেবা মূলক এবং জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক সংগঠন ও করতেন। রেখে গেলেন তাঁর দুই পুত্র, পুত্রবধূ এবং তাঁর নাতি- নাতনিদের। তাঁর মৃত্যু সংবাদে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সদর দপ্তর মাহিষ্য ভবন এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা দপ্তরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ছুটি থাকলেও ফাঁকা দিঘা! তীব্র গরমে মুখ ফেরাল আপামর বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৪ মে ঃ দিঘায় তীব্র গরম মুখ ফেরাচ্ছে পর্যটকেরা। দক্ষিণবঙ্গে দূরে তীব্র গরম ও অস্বস্তিকর ভ্যাপসা আবহাওয়া। তীব্র গরমে বাঙালি

পর্যটকেরা বেশিরভাগই বেছে নিয়েছে হিল স্টেশনকে। ফলে কিছুটা হলেও পর্যটকে ভাটা পড়েছে দিঘায়। বাংলা জুড়ে একটা কথা প্রচলিত আছে, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা সব ঋতুতেই দিঘা পর্যটকের ঠাসা থাকে। কিন্তু চলতি বছর গ্রীষ্মে সেই মিথ কিছুটা বদলে গেল। পর্যটক এলেও দিঘায় সেই চেনা ভিড় নেই। স্কুল -কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে তবুও চেনা ছন্দে নেই দিঘা। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, সব ঋতুতেই সমান জনপ্রিয় দিঘা সমুদ্র সৈকত। সারা সপ্তাহ কাজের চাপের পর সপ্তাহের শেষের শনি রবিবার রিফ্রেশমেন্ট হোক বা ছুটির দিনে পরিবার বন্ধু -বান্ধব - আত্মীয়দের সঙ্গে সময় কাটানো হোক দিঘা সমান জনপ্রিয়। কিন্তু বাঙালির এই অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে মে মাসে গরমের কারণে পর্যটকের খুব বেশি দেখা নেই। দিঘার স্থানীয় মানুষজন থেকে হোটেল ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতে তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। এই অবস্থায় বাঙালি পর্যটকেরা উত্তরবঙ্গে পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে বেছে নিয়েছে। যার ফলে দিঘার চেনা ভিড়ে অনেকটাই ফিকে হয়েছে। তবে যে পর্যটকেরাই এসেছে তারা তীব্র গরম উপেক্ষা করেই প্রখর রোদের মধ্যে সমুদ্রস্নানে মত্ত। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা। ভ্রমন প্রিয় বাঙালির অন্যতম পছন্দের জায়গা। দিঘা মানে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউর সঙ্গে পরিবার বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে চুটিয়ে মজা উপভোগ করা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দিঘা শুধুমাত্র সমুদ্রকেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র না। সরকারি উদ্যোগে একের পর এক প্রকল্পের বাস্তবায়নে দিঘা একটি পরিপূর্ণ অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে আগেই। ফলে পর্যটকের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু গ্রীষ্মের তীব্র গরমে পর্যটকেরা মুখ ঘুরিয়েছে দিঘা থেকে। বৃষ্টি নামলেই পর্যটকেরা আবার দিঘা মুখী হবে এমনটাই মনে করছে পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এই বিষয়ে দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী জানান, গরমের ছুটি চললেও তীব্র গরমে পর্যটকের দিঘা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে দিঘায় সেই চেনা ভিড় নেই। উইকেন্ডে যদিও ভিড় একটু থাকে, কিন্তু সপ্তাহের মাঝামাঝি কার্যত হোটেল ফাঁকায় পড়ে থাকে পর্যটকের অভাবে। তবে বর্ষা নামলে দিঘায় পর্যটকেরা আবারও ভিড় জমাবে। এই বিষয়ে আমরা আশাবাদী। প্রসঙ্গত বর্ষাকালে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস দেখতে প্রচুর পরিমাণে পর্যটক দিঘায় পাড়ি জমায়।

বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের রমরমার কারণে রোজগার কমছে বেত শিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২৪ মে ঃ বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রতিদিন সময়ের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। টেক্কা দিতে হয় বিজ্ঞানের সঙ্গে। সভ্যতার উন্নতিতে একদিকে যেমন মানুষের ব্যবহারে এসেছে বদল, তেমনই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ধরন ও বদলাচ্ছে। চাহিদা কমেছে বিভিন্ন পুরনো দিনের ব্যবহার্য জিনিসের, বদলাচ্ছে মানুষের রুচি। তবে বছরের এই নির্দিষ্ট সময়ে বাঙালির নির্দিষ্ট উৎসবকে কেন্দ্র করে জঙ্গলমহলে এই সকল খেটে খাওয়া মানুষের হাতে তৈরি নানান জিনিস বিক্রি হয় ভালই। জেলার এক প্রান্তিক গ্রামীণ এলাকায় বহু মানুষ ঝুড়ি তৈরি করে নিজেদের জীবন -জীবিকা নির্বাহ করেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহর থেকে অনতি দূরে ছোট্ট একটি গ্রামের মানুষজনের আয়- রোজগারের উৎস চালা বা কুলো তৈরি, কিংবা বাঁশের ঝুড়ি তৈরি। সারা বছর সামান্য বিক্রি হলেও মূলত কালীপুজো এবং মকর সংক্রান্তির সময়ে বিক্রি হয় ভাল। যা তাদের প্রায় সারা বছরের এক রোজগারের পথ। তবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তারা সময় ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছেন। দিনের পর দিন চাহিদা কমছে, অন্যদিকে বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের রমরমার কারণে রোজগার কমছে এই সকল মানুষদের। তবুও মেদিনীপুর শহর থেকে অনতি দূরে বেলিয়া এবং বেলিয়া ভূঁইয়া হাতা দুই গ্রামে রোজগারের উৎস কুলো কিংবা ঝুড়ি তৈরি। সারাদিন বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে মহিলারাও হাত লাগান। এ থেকে যা রোজগার হয়, তাতেই চলে তাদের সংসারের খরচ। তবে দিনের পর দিন সেই রোজগার

ক্রমশ কমছে। তবে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রি হয় ভাল। কালীপুজোর পর থেকে ধান কাটার কারণে বিক্রি হয় চালা কিংবা কুলোর। অন্যদিকে ঝুড়ি কিংবা কুলো ভাল বিক্রি হয় মূলতঃ মকর সংক্রান্তিতে। এতেই যেন তাদের সারা বছরের রোজগার হয়। বাঁশ কিনে এনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাকে কুলো বা ঝুড়ি বানান এলাকার মানুষ। একটি বাঁশকে কেটে তাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাতের নিপুণতায় বানিয়ে তোলেন কুলো। মূলত ধান কাটার মরশুমে, ধান ঝাড়া সহ একাধিক কাজে ব্যবহৃত হয় এই কুলো। একইভাবে পানসহ অন্যান্য জিনিস বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয় চালা অথবা ঝুড়ি। জানা যায় একটি বাঁশ কিনতে খরচ হয় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টাকা। ঘরে বসে হাতের শিল্প শৈলীতে বানিয়ে তোলেন একাধিক ছোট বড় ঝুড়ি। একটি বাঁশ থেকে প্রায় পাঁচটি বড় ঝুড়ি তৈরি হয়। দাম রয়েছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা। স্বাভাবিকভাবে একটি বাঁশ ফাটিয়ে তার থেকে ঝুড়ি বুনে প্রতিমাসে বেশ রোজগার হয় তাদের। তবে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রি বেশ। বর্তমান সময়ে পুরুষ এবং মহিলারা প্রতিমাসে বেশ কয়েক হাজার টাকা রোজগার করছেন। প্রতিমাসে রোজগার সমান না হলেও শীতের সময়ে বিক্রি বাড়ে। স্বাভাবিকভাবে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট উৎসব কেন্দ্র করে জঙ্গল মহলে এই সকল মানুষদের রোজগার হয়। সারা বছর তথৈবচ অবস্থায় চললেও এই সময় রোজগার হয় তাদের। সরকারিভাবে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তারা, যাতে এই দুর্মূল্যের বাজারে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারেন।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে দুই জেলায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা ও নদীয়া, ২৪ মে ঃ প্রবল ঝড়ে আম গাছ ভেঙে মৃত্যু হল এক মহিলার। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মালদার রতুয়া ১ ব্লকের কাহালা পঞ্চায়েতের কালীটোলা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম সন্ধ্যা মণ্ডল। সন্ধ্যার স্বামী আনন্দ মণ্ডল বাড়ির কাছেই একটি আমবাগানে জোগানদার হিসেবে কাজ করেন। শনিবার রাতে স্বামীকে রাতের খাবার খেয়ে যাওয়ার জন্য আম বাগানে ডাকতে গিয়েছিলেন সন্ধ্যা। আচমকা তুমুল ঝড় শুরু হয় এবং সেখানেই গাছের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। উল্লেখ্য, শনিবার রাতের কালবৈশাখীর ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে মালদা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। রতুয়া, চাঁচল এবং গাজল ব্লকে ঝ।রে দাপট ছিল সবচেয়ে বেশি। এর জেরে রতুয়ার কাহালায় কাঁচা ঘরবাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপড়ে পড়ে বহু গাছ, ভেঙেছে বিদ্যুতের খুঁটি। রবিবার জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর সূত্রে জানা গেছে, ক্ষয়ক্ষতি যাচাইয়ের কাজ চলছে। এদিকে, রতুয়ার নাককাটি সেতু সংলগ্ন যে ফুলহার নদীর বাঁধ আছে, সেই বাঁধের উপর অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী গঙ্গা ভাঙন কবলিত প্রচুর দুর্গতদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্য দিকে, নাকাশিপাড়ায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক মহিলা সহ দুজনের। মৃতরা হলেন নাকাশিপাড়ার গোবিপুরের বাসিন্দা তপন প্রামাণিক (৫০) ও দুর্গাপুরের বাসিন্দা উন্নতি সরকার (৩২)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকালে তপন বাবু পাটের জমিতে চাষের কাজে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় বজ্রপাতে গুরুতর জখম হন তিনি। অপরদিকে উন্নতি সরকার বাড়িতে কাজ করছিলেন, সেই সময় বাড়ির নারকেল গাছে বাজ পড়ে, তিনিও বজ্রপাতে আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে বেথুয়াডহরী স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন ধরেই গোটা জেলা জুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ চলছিল। বৃষ্টির দেখা মিলছিল না। আবহাওয়া দফতর থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়, বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে নদীয়া জেলা জুড়ে।

হাত বদলের আগেই উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র গুলি, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৪ মে ঃ নির্বাচন পরবর্তী এলাকাতে সন্ত্রাস চালাতে সক্রিয় হচ্ছে দুষ্কৃতীরা। সেই সঙ্গে পুলিশ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে তাদের বিরুদ্ধে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার স্বরুপপুর ছাতিমতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই সন্দেহ জনক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে হরিহর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত ঐ যুবকের নাম সাবির আলী বিশ্বাস ও সেলিম রেজা মিস্ত্রি। তাদের বাড়ি হরিহর পাড়া পুলিশ গজনীপুর ও পাঠারঘাটা এলাকাতে। ধৃতদের কাছ থেকে দুই রাউন্ড গুলি এবং একটি দেশি পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতরা কি কারণে এই আগ্নেয়স্ত্র নিয়ে এসেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হলে তাদের সাত দিনের পলিসি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বাইসনের তাণ্ডবে আহত ১, মৃত্যু এক গবাদি পশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৪ মে ঃ সাত সকালে কচু ক্ষেতে এরা কারা? বুঝতে পেরেই ভয়ে কাঁটা গ্রামবাসীরা। দেখতে ভিড়, আর তাতেই বাড়ছে বিপদ! বনের দুই অতিথির দাপটে জখম ১, মৃত্যু হয়েছে এক গবাদি পশুর। সকালটা ছিল একেবারেই সাধারণ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সাত সকালেই ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি এলাকার লোকালয়ের ভেতর হঠাৎই দেখা মেলে দুটি বুনো বাইসনের। আর তারপরই ছড়ায় চাঞ্চল্য। বাইসন আতঙ্কে সতর্ক বন দফতর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাগুরমারি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিরহাট-বীণাপাণি এলাকায় প্রথমে একটি বাইসনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেটি একটি গরুর ওপর হামলা চালায়। গরুটিকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে বিপদ নেমে আসে মানুষের ওপরেই। বাইসনের গুঁতোয় গুরুতর জখম হন সুনীল রায় নামে এক ব্যক্তি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনা এখানেই থামেনি। কিছুক্ষণ পর এলাকায় আরও একটি বাইসনের দেখা মেলে, যা ভয় আরও বাড়িয়ে দেয়। সকাল থেকেই বাইসনের দাপাদাপিতে ভয়ে ঘরছাড়া হতে শুরু করেন অনেকেই। তবে কৌতূহলও কম নয়। ঝুঁকি নিয়েই অনেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন এই বুনো প্রাণী দুটিকে দেখতে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের কর্মীরা। মাইকিং করে এলাকাবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে কেউ বাইসনের কাছাকাছি না যান। পাশাপাশি শুরু হয়েছে নজরদারি ও উদ্ধার তৎপরতা। বনকর্মীদের অনুমান, পাশের খুট্টিমারি বা গধেয়ারকুঠি জঙ্গল থেকেই পথ ভুলে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে বাইসন দুটি।

অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদে বুলডোজার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ২৪ মে ঃ খানাকুলের নন্দনপুর ও জগতপুর এলাকায় রবিবার প্রশাসনের উদ্যোগে অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদে বুলডোজার অভিযান চালানো হয়। ড্রেন ও জলনিকাশি ব্যবস্থার উপর গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ নির্মাণ এদিন ভেঙে ফেলা হয়। অভিযানে প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিপুল পুলিশ বাহিনীও উপস্থিত ছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ড্রেন ও জলনিকাশি পথ দখল করে নির্মাণ গড়ে ওঠায় স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছিল। বর্ষার আগে জলনিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখতেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এই সমস্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছেন। তাঁর বক্তব্য, খানাকুল বন্যাপ্রবণ এলাকা হওয়ায় ড্রেন ও নিকাশি পথ ভরাট করে নির্মাণ গড়ে উঠলে জল নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে অবৈধ দখলমুক্ত করে নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখা জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও প্রশাসনের তৎপরতায় পুরো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও জলাবদ্ধতা ও বন্যা সমস্যা রোধে এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও অবৈধ দখল ও নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে।

পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ২৪ মে ঃ রবিবার সকালে বোমাতঙ্ক ছড়ালো বীরভূম জেলার সিউড়ির সরকারি বাস স্ট্যান্ড চত্বরে। এদিন একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ব্যবসায়ী, যাত্রী এবং বাসকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার টিকিট কাউন্টারের বাইরে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় হকাররা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্যাগটি ওভাবেই পড়ে থাকতে দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। হকাররা বিষয়টি বাস স্ট্যান্ডের কর্মীদের জানান। সিউড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নিরাপত্তার খাতিরে পুলিশ এলাকাটি ঘিরে ফেলে। ব্যাগটির ভেতরে কোনও বিস্ফোরক রয়েছে কি না, তা জানতে ইতিমধ্যেই বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে খবর দেওয়া হয়েছে।

নিয়মভঙ্গের অভিযোগে ১০৩টি হোমস্টের লাইসেন্স বাতিল

দেহরাদূন, ২৪ মে ঃ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মজবুত করা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নিল জেলা প্রশাসন। নিয়মবহির্ভূতভাবে পরিচালিত ১০৩টি হোমস্টের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইট থেকেও ওই হোমস্টেগুলিকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রবিবার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় ১৭টি, দ্বিতীয় দফায় ৭৯টি এবং তৃতীয় দফায় আরও ৭টি হোমস্টের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। জেলাজুড়ে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের দল গঠন করে মোট ১৫৩টি হোমস্টেতে পরিদর্শন চালানো হয়। তদন্তে একাধিক ক্ষেত্রে উত্তরাখণ্ড হোমস্টে নীতিমালার গুরুতর লঙ্ঘনের অভিযোগ সামনে আসে। জেলাশাসক সাভিন বনসল-এর নির্দেশে সহসপুর ও রায়পুর ব্লকের শহরাঞ্চলে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। প্রশাসনের দাবি, বহু হোমস্টেতে কার্যত হোটেল বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যবহার করা হচ্ছিল, যা আইনশৃঙ্খলার জন্য উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, একাধিক হোমস্টেতে রান্নাঘরের ব্যবস্থা ছিল না। কোথাও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা অনুপস্থিত, আবার কোথাও মেয়াদোত্তীর্ণ যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল। অনেক জায়গায় মালিক নিজে বসবাস করতেন না এবং সম্পূর্ণ ইউনিট ভাড়া বা লিজে চালানো হচ্ছিল। নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি ঘর ভাড়া দেওয়া হচ্ছিল বলেও অভিযোগ। প্রশাসনের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় অপরাধ, মাদক সেবন, গভীর রাতে ডিজে পার্টি, বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও অবৈধ কার্যকলাপ বাড়ার পিছনে এই ধরনের হোমস্টেগুলির ভূমিকা পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ, কিছু হোমস্টে রাতভর বার ও পার্টি স্পট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, যেখানে উপদ্রবকারী ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের আনাগোনা বাড়ছিল। এমনকি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গুলি চালানোর ঘটনাও সামনে এসেছে। এছাড়াও বিদেশি নাগরিকদের থাকার তথ্য সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক 'সি-ফর্ম' জমা না দেওয়ার ঘটনাও ধরা পড়েছে। কিছু হোমস্টে আবার কাগজে রেজিস্টার্ড থাকলেও বাস্তবে চালু ছিল না। প্রশাসনের বক্তব্য, হোমস্টে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য স্থানীয় সংস্কৃতি, খাবার ও পর্যটনকে উসাহ দেওয়া এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের আয় বৃদ্ধি করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে এগুলিকে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। প্রশাসন জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চলবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী দীপক গুপ্তা পিতা- স্বর্গীয় রামু গুপ্তা, সাং-পূর্ব আনন্দনগর, পোঃ- ভট্টনগর থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া-৭১১২০৩, মহাশয় ৩১-১২-২০২৫ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্টীকৃত বুক নং- ১. ভলুম নং-০৫০২-২০২৬, পাতা নং- ১৬৪০৬ হইতে ১৬৪১৯, বিয়িং নং- ০৫০২১৪২৮। ২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা শ্রী সন্দীপ যাদব, পিতা- শ্রী হাওয়ালদার রাম মহাশয় নিকট হইতে আমমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা-চকপাড়া, জে.এল নং-১১১, সাবেক দাগ নং-১৪২৪. হাল দাগ নং-১৫০৯, হাল খতিয়ান নং-১৫৮৪৮. মোট ৫ কাটা ৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট বাস্তু জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় দাতার কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালি জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও হয়ে, উপ-প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী / কলোনি, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং)-এর মাধ্যমে একটি 'উন্মুক্ত' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও কাজের বিবরণঃ** ০৪-২০২৬-Colony **কাজের নামঃ** গোরখপুর-৩৩ / ১১ কেভি সাবস্টেশনসমূহে সেকেলে প্রযুক্তিনির্ভর বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত ১১ কেভি এইচ.টি. প্যানেল প্রতিস্থাপন। আনুমানিক মূল্যঃ ₹৩,৬৫,৮০,৩২৮.০০ ই.এম.ডি. (আমানত) অর্থঃ ₹৭,৩১,৬০০.০০ টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃশূন্য, কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা (কাজের আদেশপত্র জারির তারিখ থেকে)ঃ ০৯ মাস।

ই-টেন্ডারসমূহ ১৫.০৬.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে। এই টেন্ডারগুলোর বিপরীতে কোনো ম্যানুয়াল বা হাতে লেখা প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এ ধরনের কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এবং দরপত্র জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের **IREPS**-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** ভিজিট করুন।

ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার / CPRO/EL-51 কলোনি, গোরখপুর

কখনো ছাদ বা ফুটবোর্ডে চড়ে ভ্রমণ করবেন না।

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড - ইন লিকুইডেশন

IBC- এর আওতায়
'সহজে বিক্রয়যোগ্য নয় এমন সম্পদ' (NRRA)-এর হস্তান্তরকল্পে
আগ্রহপত্র (EOI) আহ্বানের সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড (লিকুইডেশন প্রক্রিয়ায় থাকা) ('কর্পোরেট দেনাদার' / 'কোম্পানি জিএনসিএল')-এর সম্পদসমূহ অর্পণ বা হস্তান্তরের জন্য আগ্রহপত্র দাখিলের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই সম্পদসমূহ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোড, ২০১৬ (আইবিসি) এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬ (লিকুইডেশন রেগুলেশনস)-এর বিধান অনুযায়ী ''যেমন আছে যেখানে আছে, যা আছে, যা কিছু আছে এবং কোনো প্রতিকার ছাড়া'' ভিত্তিতে সহজে আদায়যোগ্য নয় ('এনআরআরএ') হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

১	দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	**সোমবার, ২৯ জুন ২০২৬, রাত ১১.৫৯-এর মধ্যে বা তার পূর্বে।** প্রক্রিয়া স্মারকে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী, দরপত্রসমূহ অবশ্যই সিলমোহরকৃত খামে জমা দিতে হবে।
২	বিক্রয়ের জন্য সম্পদ / সামগ্রী	**ব্লক এঃ তালিকাভুক্ত নয় এমন ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ** (বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে www.gncl.decoderesolvency.com ওয়েবসাইটে প্রক্রিয়া স্মারকলিপিটি দেখুন)
৩	বায়না জমা	**ব্লক এ ঃ ৫,০০,০০০ /- টাকা** (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র)
৪	EOI এবং EMD জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬ তারিখে বা তার পূর্বে
৫	যোগ্য প্রক্রিয়া অংশগ্রহণকারীদের ঘোষণা	শুক্রবার, ১৯ জুন, ২০২৬
৬	দরপত্র দাখিল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ	সকল আগ্রহী ক্রেতাকে অবশ্যই ওয়েবসাইট www.gncl.decoderesolvency.com -এ প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য শর্তাবলি অথবা প্রক্রিয়া স্মারকলিপি (ক্ষেত্রবিশেষে যেমনটি প্রযোজ্য)-তা মেনে চলতে হবে।

সকল আগ্রহী দরদাতাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা কেবল ইমেলের মাধ্যমেই-liquidator.gncl@gmail.com **অথবা** liquidator.gncl@decoderesolvency.com **ঠিকানায় লিখে-নিচে স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগের অন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা হবে না।**

দ্রষ্টব্য-অংশীজনদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অধিকার থাকবে দরপত্রটি গ্রহণ করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং / অথবা মূল্য সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে এক বা একাধিক দরদাতার সাথে আলোচনার সূত্রপাত করার। লিকুইডেটর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এক বা একাধিক দরপত্র প্রাপ্তি মানেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদসমূহ কোনো একক দরদাতা বা সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে হস্তান্তর হয়ে যাওয়া নয় বরং সম্পদ হস্তান্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি বাণিজ্যিক বিবেচনাবোধ এবং অংশীজনদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে।

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ
২৫ মে, ২০২৬

সুমিত বিনানী, Liquidator
sumit_binani@hotmail.com
IBBI Registration Number:IBBI/IPA-001/IP-N00005/2016-17/10025

আবার চরমে সংঘাত

লন্ডনগামী বিমান থেকে ফুটবলার ফেরাল মোহনবাগান!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মেঃ আবার চরমে মোহনবাগান বনাম ফেডারেশনের সংঘাত। এবার ফিফা উইন্ডো না থাকলেও ইউনিটি কাপের জন্য ভারতীয় দলে ফুটবলার ছাড়ল না মোহনবাগান সুপারজায়েন্ট। লন্ডনে ভারতীয় দল খেলতে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে মোহনবাগান সংঘাত করে। এমনকি এই সংঘাতের জন্যই নিজেদের দলের ৭ জন খেলোয়াড়কে জাতীয় শিবির ছেড়ে ফিরে আসার নির্দেশ দেয় বাগান দল। এর ফলে, সেই ৭ জন যেমন শিবিরে আর যোগ দেননি তেমনই লন্ডনগামী বিমানেও চড়েননি। মোহনবাগানের এই নির্দেশের পরেই ৭ জন ফুটবলার জাতীয় শিবির ছাড়েন। তাঁরা হলেন- অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ, লিস্টন কোলাসো, সুহেল ভাট, মনবীর সিং, আপুইয়া, অভিষেক টেকচ্যাম সিং, বিশাল কাইথ। এদের মধ্যে আপুইয়ার চোট থাকার ফলে বাকিরা শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। এই চোটের কারণে ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলিও জাতীয় দলের এই ক্যাম্পে যোগ দেননি। মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, যেহেতু কোনও প্লেয়ারের চোট লাগলে অতীতকালে ফেডারেশন চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে, তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোহনবাগান। ক্লাব জানিয়েছে, যেহেতু ইউনিটি কাপ ফিফা উইন্ডোর বাইরে, তাই জাতীয় দলের জন্য খেলোয়াড়দের ছাড়তে বাধ্য নয় ক্লাব। তাই তারা

প্রশ্ন করেছে, যদি এই ম্যাচে কোনও খেলোয়াড় চোট পান, সেই দায় ও চোটের খরচ কে দেবে? আইএসএল-এর শেষ ম্যাচ খেলেই মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা বেঙ্গালুরুতে হওয়া এই শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন, ফলে কোনও রকম বিশ্রাম পায়নি তাঁদের শরীর। অতীতেও মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা চোট পেলেও ফেডারেশন তাঁদের কোনও চিকিৎসার খরচ বা দায় নেয়নি। তাই অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোহনবাগান। ইংল্যান্ডের লন্ডনে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ভারত সেমিফাইনাল ম্যাচে খেলতে নামবে ২৭ মে। সেই ম্যাচ জিতলে ফাইনাল খেলা হবে ৩০ মে। হারলে একই দিনে তৃতীয় স্থানাধিকারী হওয়ার ম্যাচে খেলতে নামবে ভারত। ভারত ছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছে নাইজেরিয়া, জিম্বাবোয়ে ও জামাইকা। এই টুর্নামেন্টটি হতে চলেছে লন্ডনের ভ্যালি স্টেডিয়ামে। তবে প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই এই ভাবে সংঘাত ঘটায় আবার চরমে ফেডারেশন বনাম ক্লাবগুলির দ্বন্দ্ব।

ভারতীয় দলে সূর্যর ভবিষ্যৎ গম্ভীরের হাতে

মুম্বই, ২৪ মেঃ প্রায় এক বছর হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রান পাচ্ছেন না টি-টোয়েন্টিতে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাঁর ব্যাটিং তথৈবচ ছিল। সূর্যকে দলে রাখা নিয়ে জাতীয় নির্বাচকরা মোটেও আর নিশ্চিত নন। বলাবলি চলছে, আয়ারল্যান্ড-ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাত টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজই শেষ সুযোগ হতে পারে সূর্যর। আর তিনি অধিনায়ক না থাকলে, দলে ব্যাটার হিসেবে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনাও কম। খবর যা, সূর্যকুমারকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। বোর্ড মহল থেকে শোনা যাচ্ছে, নির্বাচক কমিটি সূর্য-যুগ পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চায়। কিন্তু ভারতীয় বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্তারা আবার মনে করেন, একটা টিমকে সাফল্য পেতে গেলে কোচ-অধিনায়কের রসায়ন মজবুত থাকা দরকার। তাই সূর্যকে নিয়ে গম্ভীর কী মতামত পেশ করেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিগত এক বছর ধরে লাগাতার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রয়েছে সূর্যকুমারের পারফরম্যান্স। পাঁচ জাতীয় নির্বাচক একযোগে চান, সূর্যকে দল থেকে বাদ দিতে। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কিছু দিন পর থেকে এ হেন ভাবনা জাতীয় নির্বাচকদের মধ্যে ঘুরছিল। প্রথমে নির্বাচকরা ভেবেছিলেন, আইপিএলে নিজের ফর্ম ফিরে পাবেন সূর্য। ঠিক যেমন গত মরশুমে হয়েছিল। গত আইপিএলে সাতশো রান করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সবাই আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করেন, নিজের টেকনিকগত ভুলত্রুটি শুধরানোর কোনও চেষ্টাই করেননি সূর্য। ক্ষুব্ধ ভাবে বলা হচ্ছে, আনকোরা পেসাররা পর্যন্ত হার্ড লেংথে বোলিং করে বিপদে ফেলে দিচ্ছেন সূর্যকে। তাঁর কাছে কোনও জবাবি প্রত্যুত্তরই থাকছে না। পরিস্থিতি যা, তাতে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের টিমে সূর্যকে ধর্তব্যেই রাখছেন না জাতীয় নির্বাচকরা। নির্বাচকদের যুক্তি হল, দলে যাঁর ব্যাটার হিসেবেই জায়গা হয় না, তিনি নেতা হবেন কী করে? কিন্তু মুশকিল হল, নির্বাচক কমিটির ইচ্ছেয় সব হবে না। অন্তত সূর্যকুমারের ভাগ্য নির্ধারণ হবে না। সেখানে গম্ভীর যা বলবেন, সেটাই চূড়ান্ত হবে। লিখে রাখা যাক, ভারতীয় কোচের সঙ্গে সূর্যর সম্পর্ক অসম্ভব ভালো। তাই গম্ভীর যদি না চান, সূর্যকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হতে পারে নির্বাচকদের।

টেস্ট ক্রিকেটে যুগান্তকারী বদল

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে আইসিসি!

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৪ মেঃ টেস্ট ক্রিকেটে এবার এক বড় পরিবর্তনের কথা ভাবছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি। এবার থেকে যাতে খারাপ আবহাওয়া বা বাজে আলোর জন্য ম্যাচ বন্ধ না হয়, সেই কারণেই নিয়ম বদল করছে আইসিসি। এই নিয়ম অনুযায়ী, এবার থেকে টেস্ট নিয়মটি এখনও আলোচনার স্তরেই রয়েছে। ম্যাচের মাঝে লাল বল থেকে গোলাপি বলে বদল কিভাবে করা হবে, সেই বিষয়ে এখনও আলোচনা করা বাকি। টেস্ট ক্রিকেটে আবহাওয়া ও আলোর ভূমিকা অনেক বড়। যেমন, ভারতে শীতকালে অনেক রাজ্যেই ৪টের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যায়। এদিকে গোলাপি বল ব্যবহার। গোলাপি বলে বিশেষ পিগমেন্ট ও অতিরিক্ত রংয়ের কারণে এই বল দিনের আলো ও ফ্লাডলাইট-দুই ক্ষেত্রেই খুব উজ্জ্বল দেখায়, যা ব্যাটার বা ফিল্ডারের জন্য সুবিধা প্রদান করে। এর পাশাপাশি লাল বলে মোমের প্রলেপ থাকে, যা রিভার্স সুইং করতে সাহায্য করে। গোলাপি বলে

ম্যাচ চলাকালীন আলো কমে গেলে, দুই দলের সম্মতিতে লাল বলের বদলে গোলাপি বল দিয়েও খেলা চালিয়ে রাখা যেতে পারে। সম্প্রতি আইসিসির প্রধানদের একটি অনলাইন বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইসিসি ক্রিকেট কমিটির প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে ভারতে টেস্টের সময় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে। ফলে, এই আধা থেকে এক ঘণ্টা আগেই দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। এতে যেমন ওভার নষ্ট হয় যা দর্শকদের জন্য হতাশাজনক, তেমনই এর প্রভাব পড়ে ম্যাচের ফলেও। এই সমস্যা মেটাতেই শুরু হয়েছিল দিন-রাতের টেস্ট ও বাড়তি রংয়ের প্রলেপ ও বার্নিশ থাকে, যাতে কৃত্রিম আলোয় বলটি পরিষ্কার দেখা যায়। এই ল্যাকার ও শক্তি সিমের কারণে গোলাপি বল লাল বলের চেয়ে বেশি সময় ধরে সুইং করে ও পিচে পড়ার পর দ্রুত ব্যাটে আসে। এই নিয়ম চালু হলে টেস্ট ক্রিকেট যে আরও আকর্ষণীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

ফুটবল মাঠে রেফারিকে মার ফুটবলারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ মেঃ মগড়ায় আইএফএ ফুটবল লিগে অশান্তি। অফসাইডে গোল বাতিল হতেই ফুটবলারদের হাতে বেদম মার খেয়ে ভূপতিত রেফারি। ছাড় পেলেন না সহকারি মহিলা রেফারিও। আইএফএ স্টেট ইউথ লিগ অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল খেলা চলছিল মগড়ার নতুন গ্রাম সন্তান সংঘের মাঠে। খেলা ছিল ভবানীপুর ক্লাব বনাম হুগলি সিটি ক্লাবের মধ্যে। খেলা প্রায় শেষ লগ্নে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল ভবানীপুর ক্লাব। শেষে সিটি ক্লাব একটি গোল করে। সহকারী রেফারী অফসাইডের জন্য ফ্ল্যাগ তোলেন। রেফারি বাঁশি বাজাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সিটি ক্লাবের ফুটবলাররা। কেন গোল বাতিল বলেই চড়াও হয় রেফারির উপর! সহকারী রেফারিকে তাড়া করে মারার চেষ্টা করে ফুটবলাররা। অনেক দৌড়েও শেষরক্ষা হয়নি। মারের চোটে মাঠে শুয়ে পরেন রেফারি। একজন মহিলা সহকারী রেফারিকেও মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। মাঠে উপস্থিত আইএফএ র ফিজিও গিয়ে অসুস্থ রেফারিকে বুকে পাম্প করে সুস্থ করে তোলেন। আইএফএ কর্মকর্তা অনির্বান দত্ত ঘটনা জানতে পেরে মগড়া থানায় ফোন করেন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ভবানীপুর ক্লাবের পক্ষ থেকে মাঠের অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ তোলা হয়। আইএফএ-র লীগ খেলা হচ্ছে অথচ মাঠে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ড্রেসিংরুম কিছুই নেই। খেলোয়ারদের কোচ স্টাফদের মাঠের পাশে গাছ তলায় বসতে দেওয়া হয়। অথচ এই সব খেলা থেকেই ভবিষ্যতের ফুটবলার উঠে আসার সম্ভাবনা থাকে।

অলিম্পিকের মঞ্চে ভারতের নতুন বাজি যোগাসন? পুরনো জল্পনা এবার হয়তো সত্যি হতে চলেছে!

নয়াদিল্লি, ২৪ মেঃ এতদিন যোগ মানেই ছিল নিয়মিত শরীরচর্চা, নিয়ন্ত্রিত শ্বাসপ্রশ্বাস, অখণ্ড মানসিক শান্তি। প্রতিযোগিতা নয়। মেডেল নয়। স্কোরবোর্ড নয়। পুরনো এই ধারণাটাই এবার বদলাতে চাইছে ভারত। পাখির চোখ শুধু কমনওয়েলথ গেমস নয়, ভবিষ্যতের অলিম্পিক্সও। ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দায়িত্ব হাতে আসতেই নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভারত চাইছে 'যোগাসন'-কে প্রতিযোগিতামূলক খেলা হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে। পরবর্তী নজর ২০৩৬ অলিম্পিক্স। যদি শিকে ছেঁড়ে, তাহলে যোগাসনকে আরও বড় প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। শুনতে অবাক লাগলেও, কাঠামোগত কাজের অনেকটাই গত কয়েক বছরে সম্পূর্ণ। যার প্রমাণ-জাতীয় গেমস, খেলো ইন্ডিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিযোগিতা-সর্বত্র যোগাসনের আলাদা বিভাগ হিসেবে উজ্জ্বল উপস্থিতি! যোগ আর যোগাসনের ফারাক কি সবাই বোঝে? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বেশি করে উঠছে। কারণ সাধারণ মানুষ এখনও যোগ আর যোগাসনকে এক জিনিস হিসেবে দেখে। সংশ্লিষ্ট রেফারেশনের সঙ্গে যুক্ত উদিত শেঠের ব্যাখ্যা, ''যোগ একটা বিশাল দর্শন। সেখানে ধ্যান আছে, প্রাণায়াম আছে, মানসিক ভারসাম্য আছে, আধ্যাত্মিক দিকও আছে। কিন্তু যোগাসন বলতে আমরা মূলত শরীরের নির্দিষ্ট আসনগুলোকে বোঝাচ্ছি।'' তার কথায়, ''যখন যোগাসন খেলা হয়ে যায়, তখন সেখানে স্কোরিং সিস্টেম আসে। বিচার চলে স্থিরতা, ভারসাম্য, শক্তি, নমনীয়তা, নিখুঁত ভঙ্গি, ট্রানজিশন-সবকিছুর উপর।'' এখন মোট ২৭২টি আসনকে আলাদা গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে যোগাসনকে। সবচেয়ে কঠিন 'ই', সবচেয়ে সহজ 'এ' প্রতিযোগীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসন করবে। কাঁপলে পেনাল্টি। ভারসাম্য হারালেও নম্বর কাটা হবে। উদিতের কথায়, ''জিমন্যাস্টিকসে গতি

আছে। এখানে স্থিরতা। জিমন্যাস্ট মুভমেন্ট দিয়ে মাধ্যাকর্ষণকে হারায়। যোগাসন অ্যাথলিট শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে স্থিরতার মাধ্যমে!'' সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সম্ভবত এখানেই। দর্শক কি যোগাসন টেলিভিশনের পর্দায় দেখবে? উত্তরও বেশ সোজাসাপ্টা ভাবে দিয়েছেন উদিত, ''চ্যানেল চেঞ্জ হওয়া চলবে না। টিআরপি হারালে খেলা শেষ।'' অর্থাৎ, তাঁর বক্তব্য, ক্রিকেটও তো সময়ের সঙ্গে বদলেছে। পাঁচ দিনের টেস্ট থেকে ওয়ান ডে, তারপর টি-টোয়েন্টি। যোগাসনকেও তাই সময়ের দাবি মেনে দর্শক-বান্ধব করে তুলতে হচ্ছে। সেই কারণে আজকাল শট ক্লক, ইলেকট্রনিক জাজিং, মিউজিকের সঙ্গে সিঙ্ক্রোনাইজেশন-সব আনা হয়েছে। এমনকি এআই দিয়েও শরীরের ভঙ্গি বিশ্লেষণের কাজ চলছে। সেলিব্রিটি ট্রেনার রাকেশ উদ্দিয়ারও মনে করেন, এই পরিবর্তন অনেক আগে হওয়া জরুরি ছিল। তাঁর কথায়, ''বিদেশে ভারতীয় যোগকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটা আগেই খেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিত ছিল।'' যোগাসনে চাপ নেই-ধারণাটা ভাঙছে দ্রুত। এখানে অর্ধেক নম্বরেও র‍্যাঙ্ক বদলে যেতে পারে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পদকজয়ী নীতিন পাওয়ালের কথায়, ''অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে আমি সোনা জিতেছিলাম মাত্র ০.৫ নম্বরে। একটা ছোট ভুলও খুব দামি হয়ে যায়।'' ১৫ বছরের দিত্যা বালগিও একই অভিজ্ঞতার কথা তুলে পড়েছেন, ''প্রথম জাতীয় প্রতিযোগিতার আগে এত চাপ ছিল, যে ঠান্ডার মধ্যেও পা ঘামছিল।'' ভারতীয় দলের সহকারী কোচ কোমল বর্মার নজরে কোচদের চাপও কম নয়। তিনি বলেন, ''অ্যাথলিট যখন তিন মিনিটের রুটিন করছে, তখন আমি স্টেজের পিছনে দাঁড়িয়ে চোখের পলকও ফেলি না।'' যোগাসনের সবচেয়ে বড় সুবিধা সম্ভবত এর সহজ পরিকাঠামো। মাঠ লাগে না। বড় স্টেডিয়াম লাগে না। প্রায় সব দেশেই কোনও না কোনওভাবে যোগচর্চা হয়।

আমেরিকায় খেলা, কিন্তু ডেরা মেক্সিকোয়! বিশ্বকাপের আগে কেন বেস ক্যাম্প সরাল ইরান?

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ শুরু হতে আর ক'দিন মাত্র বাকি। তার আগে নিজেদের ঘাঁটি বদলে ফেলল ইরান ফুটবল দল। আমেরিকায় থাকার পরিকল্পনা বাতিল করে তারা এবার বেস ক্যাম্প সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেক্সিকোয়। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজের বক্তব্য, ফিফার তরফে ইতিমধ্যে অনুমোদন মিলেছে। প্রথমে ঠিক ছিল, টুর্নামেন্ট চলাকালীন অ্যারিজোনার টুসনে থাকবে ইরান বাহিনী। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল। এখন তারা ডেরা বসাতে চলেছে মেক্সিকোর তিহুয়ানায়। আমেরিকা সীমান্তের খুব কাছে। ফলে ম্যাচ খেলতে যাতায়াতে খুব একটা সমস্যা হবে না। ইরান রয়েছে গ্রুপ জি-তে। সমস্ত লড়াই আয়োজিত হবে আমেরিকাতে। কিন্তু মাঠে খেলতে যাওয়া আর গোটা

টুর্নামেন্ট জুড়ে মার্কিন মুলুকে ঘাঁটি গাড়া-দুটোকে আলাদা রেখেই এগোনোর পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে তারা। শনিবার এক বিবৃতিতে মেহদি তাজ বলেন, ''বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া প্রতিটি দেশের বেস ক্যাম্প ফিফার অনুমোদনসাপেক্ষ। আমরা আবেদন করেছিলাম। ইস্তানবুলে ফিফা ও বিশ্বকাপ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তেহরানে ফিফা সচিবের সঙ্গেও ওয়েবিনার মিটিং হয়েছে। তারপরই আমেরিকা থেকে মেক্সিকোয় বেস ক্যাম্প বদলের অনুমতি মিলেছে!'' ফিফা এখনও প্রকাশ্যে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করলেও ইরানের বক্তব্য স্পষ্ট-এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ফুটবল সংক্রান্ত নয়। এর পিছনে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অস্বস্তিও রয়েছে। ইরান, আমেরিকা ও ইজরায়েলকে ঘিরে গত কয়েক মাসে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে চাপানউতরও চলছে। সেই আবহে নিজেদের চলাফেরা ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ইরান ফুটবল ফেডারেশন। বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজা শুরু হয়েছিল আগেই। তিহুয়ানায় থাকলে দল মূলত আমেরিকার বাইরে থেকে প্রস্তুতি নিতে পারবে। শুধু ম্যাচের দিন পেরতে হবে সীমান্ত। বিশ্বকাপে ইরানের প্রথম ম্যাচ ১৬ জুন। ক্যালিফোর্নিয়ার সোফাই স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। এরপর বেলজিয়াম ও মিশরের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা। কিছুদিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পও গোটা বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো ইরানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পর ট্রাম্প বলেন, ''জিয়ানি যদি বলে থাকে, তাহলে আমার আপত্তি নেই। খেলুক ওরা।'' মেহদি তাজ এর আগে জানান, বিশ্বকাপ চলাকালীন ইরানকে 'সম্মানের চোখে' দেখা হবে কি না, তা নিয়ে তিনি ইনফান্তিনোর সঙ্গে কথা বলতে চান। এই পরিস্থিতিতে ঘাঁটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

আরেকটি হারে মরসুম শেষ চ্যাম্পিয়ন বার্সার

মরসুমের শেষটা সুখকর হলো না বার্সেলোনার। দলটির জার্সিতে বিদায়ী ম্যাচে গোল করলেও জয় পেলেন না রবের্ত লেভানডফস্কি। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের জালে তিন গোল দিয়ে জিতল ভালেন্সিয়া।

বার্সেলোনা, ২৪ মেঃ লা লিগার শেষ রাউন্ডে শনিবার প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-১ গোলে হেরেছে হান্সি ফ্লিকের দল। সবকটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। শিরোপা নিশ্চিত করার পর শেষ তিন ম্যাচের দুটিতে পরাজয়ের স্বাদ পেল কাতালান দলটি। প্রথমার্ধে বার্সেলোনার পারফরম্যান্স ছিল একেবারেই সাদামাটা। গোলের জন্য ছয় শটের কেবল একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। ২৫তম মিনিটে ফেররান টরেসের সেই শট ঠেকান ভালেন্সিয়া গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের শেষ দিকে লেভানডফস্কির একটি হেড পোস্টে লাগে। এই সময়ে দুইবার বার্সেলোনা গোলরক্ষকের পরীক্ষা নেয় আয়োজকরা। ৬১তম মিনিটে

বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেন লেভানডফস্কি। ফেররান টরেসের ভলিতে কাছ থেকে পা ছুঁয়ে বল জালে পাঠান পোলিশ তারকা। তবে ঘুরে দাঁড়াতে সময় নেয়নি ভালেন্সিয়া। প্রতিপক্ষের ভুল পাসে ৬৬তম মিনিটে বক্সের বাইরে বল পেয়ে ভেতরে ঢুকে জোরাল শটে সমতা ফেরান হাভি গেরেরা। চার মিনিট পর এগিয়েও যায় ভালেন্সিয়া। গেরেরার শট ব্লকড হওয়ার পর দারুণ শটে লক্ষ্যভেদ করেন লুইস রিওহা। আর আট মিনিট যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে বার্সেলোনার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন গিদো রদ্রিগেস। সফরকারীরা বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে বক্সের বাইরে থেকে শটে গোলটি করেন তিনি। ৩৮ ম্যাচে ৩১ জয় ও এক ড্রয়ে ৯৪ পয়েন্ট নিয়ে আসর শেষ করল টানা দুইবারের লিগ জয়ী বার্সেলোনা। ৮৬ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ রিয়াল মাদ্রিদ। ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে থেকে শেষ করল ভালেন্সিয়া। স্পেনের শীর্ষ লিগ থেকে এবার আগেই অবনমন হয়েছিল রিয়াল ওবিয়েদোর। শেষ দিনে তাদের সঙ্গী হয়েছে জিরোনা ও মায়োর্কা।

জয় দিয়ে মরসুম শেষ করল রিয়াল মাদ্রিদ

অধিনায়ক দানি কার্ভাহাল ও ডিফেন্ডার ডাভিড আলাবার পাশাপাশি কোচ আলভারো আরবেলোয়ারও শেষ ম্যাচ। বিদায়ের সুর বাজছিল আগে থেকেই। শিরোপাশূন্য মরসুমের শেষ ম্যাচে খেলোয়াড়দের বরণ করে নিলেন রিয়াল মাদ্রিদ প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেস। মাঠে উজ্জীতি ফুটবল খেলল ইউরোপের সফলতম দলটি। আথলেতিক বিলবাওকে হারিয়ে জয় দিয়ে মরসুম শেষ করল তারা।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২৪ মেঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে ৪-২ গোলে জিতেছে আরবেলোয়ার দল। আয়োজকদের হয়ে জালের দেখা পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্যাম, ব্রাহিম দিয়াস ও গন্সালো গার্সিয়া। একটু ঢিমেতালে শুরু হওয়া ম্যাচে দ্বাদশ মিনিটে এগিয়ে যায় রিয়াল। মাঝমাঠ থেকে কার্ভালের বাড়ানো বল ছুটে গিয়ে ডি বক্সের বাইরে নিয়ন্ত্রণে নেন গার্সিয়া। দারুণ গতিতে এগিয়ে গিয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে অনায়াসে জাল খুঁজে নেন তিনি। ২৫তম মিনিটে ডি বক্সের ভেতর থেকে থিয়াগো পিত্রাচের শট ঝাঁপিয়ে ফেরান বিলবাও গোলরক্ষক। চাপ ধরে রেখে ৪১তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় রিয়াল। পিত্রাচের কাছ থেকে বল পেয়ে ডি বক্স থেকে জাল খুঁজে নেন বেলিংহ্যাম। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ব্যবধান কমায় বিলবাও। ইনাকি উইলিয়ামসের ক্রসে থিবো কোর্তোয়াকে পরাস্ত করেন গোর্কা গুরুজেতা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জালের দেখা পান এমবাপে। আলভারো কারেরাসের কাছ থেকে বল পেয়ে ডি বক্সের বাইরে থেকে গতিময় আড়াআড়ি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান ফরাসি ফরোয়ার্ড। ৭০তম মিনিটে তুমুল করতালির মধ্যে মাঠ ছাড়েন আলাবা। সতীর্থদের সঙ্গে হাত

মিলিয়ে, সবাইকে আলিঙ্গন করে ডাগআউটে পরিবারের কাছে যান অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার। ৮৪তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন রিয়াল অধিনায়ক কার্ভাহাল। দুই দলের খেলোয়াড়রা অভিজ্ঞ স্প্যানিশ রাইট ব্যাককে গার্ড অব অনার দেন। পুরোটা সময় দাঁড়িয়ে করতালি দেন বের্নাবেউয়ের দর্শকরা। চোখে জল নিয়ে ডাগআউটে পরিবারের কাছে যান কার্ভাহাল। ৮৮তম মিনিটে জালের দেখা পান দিয়াস। এই গোলে দারুণ অবদান এমবাপের। তার বাড়ানো বল পেয়েই পিত্রাচ খুঁজে নেন দিয়াসকে। দারুণ গতিতে ছুটে গিয়ে বাকিটা অনায়াসে সারেন তিনি। দুই মিনিট পর ব্যবধান কমান উর্কো ইসেতা। ৩৮ ম্যাচে ২৭ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৮৬ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হলো রিয়াল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com